নোরা

হেনরিক ইবসেন

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

হেনরিক ইবসেন-এর
'এ ডলস হাউস'-এর
বাংলা অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ স্ক্যান্ডিনেভীয় নাটক

নোরা

হেনরিক ইবসেন

অনুবাদ

খায়রুল আলম সবুজ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৪৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ভাদ্র ১৪০৩ আগস্ট ১৯৯৬

তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
পৌষ ১৪১৭ জানুয়ারি ২০১১

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪২০ নভেম্বর ২০১৩

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0148-5

উ ৎ স র্গ

আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ
যিনি আলোকিত মানুষ খুঁজে বেড়ান

হেনরিক ইবসেন ও তাঁর নোরা

১৮৭০ সালের মধ্যেই ইউরোপীয় নাটকে বাস্তববাদী ধারার ক্ষেত্রে বেশকিছুটা অগ্রগতি হয়ে গেছে। বেশকিছু পরীক্ষানিরীক্ষা এবং নাটক লেখা হয়ে গেছে। একটা মোটামুটি শক্ত ভিত্তিও পেয়ে গিয়েছিল বাস্তববাদী নাটকের ধারা। অনেকে মিলে এই কাজটা করেছেন—কিন্তু বিশেষ এমন একজন তখনো আসেন নি যিনি এই নতুন ধারার প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। নাটকের ক্ষেত্রে যখন সেই মানুষটির অপেক্ষা চলছে ঠিক তখনই হেনরিক ইবসেনের আবির্ভাব। হেনরিক ইবসেনই বহু-প্রতীক্ষিত সেই মানুষ।

ইবসেনের জন্ম ১৮২৮ সালে নরওয়ের শিয়েন শহরে। পিয়ার জিন্ট লেখার আগ পর্যন্ত জীবনের চল্লিশটি বছর প্রায় পুরোটাই তাঁর দুর্দিন। জীবন-সংগ্রাম, সাহিত্যজীবনে একের পর এক ব্যর্থতা, আর্থিক অনটন—এসবের মধ্যেই কেটেছে তাঁর সময়। জন্ম নিয়েছিলেন অর্থবিত্তশালী পরিবারেই। ইবসেন যখন চার বছরের তখন তাঁদের পুরো পরিবারটা বাড়ি বদল করে একটা বড় বাড়িতে চলে আসে। এখানে চলতে থাকে অত্যন্ত বেহিসেবি জীবনযাপন। এভাবে বেশিদিন চালানো সম্ভব হয় নি। ইবসেন তখন এতই ছোট যে পারিবারিক জৌলুসের সেই দিনগুলো পরবর্তী সময়ে তিনি আর মনেও করতে পারতেন না। তাঁর ছয় বছর বয়সের সময়ই পিতা নুড ইবসেন দেউলিয়া হয়ে পড়েন। সুতরাং শিয়েন শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে খামারবাড়িতে তাঁদের চলে যেতে হয়।

ইবসেন একেবারে ছোটবেলা থেকেই চুপচাপ। নিজের মধ্যে একটি জগৎ তৈরি করে তার ভেতরে বাস করতেন। তাঁদের পরিবার ছিল বড় এবং এই বড় পরিবারের সবচেয়ে বড় সন্তান তিনি। ছোট্ট পরিত্যক্ত একটি ভাঁড়ার-ঘর ছিল তাঁর নিজস্ব জগৎ। সেখানে নিরিবিলি ছোটভাইদের ব্যঙ্গ করে ছবি আঁকতেন, থিয়েটার বানিয়ে খেলতেন। এই জগতে কেউ প্রবেশ করার চেষ্টা করলেও ভীষণ খেপে যেতেন ইবসেন। অত্যন্ত জেদি প্রকৃতির ছিলেন বলে কেউ তাঁকে খুব একটা ঘাঁটাত না। হেডউইগ নামে তাঁর একটি বোন ছিল। এই বোনটির প্রতি তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন। 'দ্য ওয়াইল্ড ডাক'-এর নায়িকার নাম তিনি রেখেছিলেন হেডউইগ। পরবর্তী জীবনে ইবসেন শুধু এই বোনের সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

ইবসেন ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাবার অর্থে কুলোয় নি বলে তা হওয়া সম্ভব হয় নি। ডাক্তার না হলেও, বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে গ্রিমস্টাডে একটি ওষুধের কারখানায় ছয় বছরের মতো কাজ করেছিলেন। এখানে তাঁর সময় মোটেই ভালো কাটে নি। প্রথমদিকে মাঝেমধ্যে শিয়েন শহরে অনিয়মিত হলেও যেতেন, কিন্তু এক পর্যায়ে যোগাযোগ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপারটা এতদূর

গড়ায় যে প্রায় ত্রিশ বছর পরে নিজের বাবার মৃত্যুসংবাদ তাঁকে খবরের কাগজ দেখে জানতে হয়েছিল।

গ্রিমস্টাডে সময় ভালো না কাটলেও তা যে একেবারেই নিষ্ফলা ছিল তাও নয়। এখানে তিনি মাঝেমধ্যে লেখার চেষ্টা করতেন—লিখেছেন কিছু কবিতা, কিছু ব্যঙ্গ কবিতা। ১৮৪৯ সালে ইবসেন প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখলেন; নাম 'ক্যাটালিন'। রোমান ইতিহাসের ওপর কাব্যঢঙে লেখা। নাটকটি ক্রিস্টিয়ানিয়া (বর্তমান অসলো) থিয়েটার প্রশংসা করলেও মঞ্চস্থ করে নি। প্রকাশকরাও প্রকাশ করে নি। তাঁর বন্ধু শুলেরাড নাটকটি প্রকাশের জন্য টাকাপয়সার ব্যবস্থা করলে ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটক প্রকাশকে ঘিরে ধনাঢ্য হবার যে-স্বপ্ন দুই বন্ধু দেখেছিলেন সেটা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। নাটকের কিছু বই পরে ঠোঙা বানাবার কাজে লেগেছিল।

গ্রিমস্টাড থেকে শুলেরাড ও ইবসেন ক্রিস্টিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। এ বছর শীতে তাঁর নাটক 'দ্য ওয়ারিয়রস টুল' মঞ্চস্থ হয় এবং নাটকটির তিনটি প্রদর্শনী হয়। ঐ তিনটি প্রদর্শনী, সেদিনের কথা ভাবলে সফলই বলা চলে। গ্রীষ্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি গ্রিক ভাষা ও অঙ্কে ফেল করেন। তবে এই সময় তিনি বার্গেন থিয়েটার থেকে বাৎসরিক ষাট পাউন্ডের একটি চাকরির প্রস্তাব পান। বার্গেন থিয়েটারের চাকরি নিয়ে ইবসেন সাত বছর কাটান । এখানে তিনি কাব্যনাটক লিখতেন লোকগাথার ওপর ভিত্তি করে। তাঁর এই সময়ের কাজে বাস্তববাদী ধারার কোনো চিহ্নও নেই—তিনি ভাবতেন শিল্প মানেই একটা কাল্পনিক চকমকে জগৎ সৃষ্টি করা। ইবসেনের এই সময়ের নাটকগুলোর নামই শুধু উল্লেখ করা যায়। এরপর 'ফিস্ট অ্যাট সোলাগ' নামে তাঁর একটি নাটকের ছয়টি প্রদর্শনী হয়। এতে তিনি কিছুটা সাফল্যের স্বাদ পান এবং এই সাফল্যের সুবাদে ধর্মযাজক থোরেসেনের কাছ থেকে তিনি আমন্ত্রণ পান। থোরেসেনের উনিশ বছরের মেয়ে সুসানার সঙ্গে তাঁর এখানে দেখা হয় এবং ১৮৫৮ সালে তাঁদের বিয়ে হয়।

১৮৫৭ সালে বার্গেন থিয়েটারের সঙ্গে ইবসেন আরো এক বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে ক্রিস্টিয়ানিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার তাঁকে দ্বিগুণ বেতনের প্রস্তাব দিলে তিনি সেপ্টেম্বরে রাজধানীতে চলে আসেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ইবসেন এই থিয়েটারে কাজ করেন। নরওয়েজিয়ান নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যই ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়েছিল। এর আগে এ-অঞ্চলে ড্যানিশ নাটকই চলত। এ দুটো ভাষা অনেকটাই কাছাকাছি। ন্যাশনাল থিয়েটার শুরুতে বেশ সাফল্য পায়। ইবসেনের 'ওয়ারিয়র্স অ্যাট হেল্‌জল্যান্ডা'সহ বেশকিছু নরওয়েজিয়ান নাটক মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু প্রাথমিক উত্তেজনা কমলে দেখা গেল মঞ্চে আনার মতো তেমন নাটক আর পাওয়া যাচ্ছে না। জাতীয়তাবোধ-সমৃদ্ধ নাটক না-পাওয়াতে তাদের প্রহসন ধরনের হাসির নাটক মঞ্চায়ন করতে হচ্ছে। ইবসেন সবসময়ই তাঁর সময়ের আগে চিন্তা করতেন—তিনি বার্গেন থিয়েটারে থাকতেই জাতীয়তাবোধ সম্বলিত কিছু নাটক লিখেছিলেন। যদিও

পরবর্তীতে সে-নাটকের কিছুটা চাহিদা হয়েছিল কিন্তু এতদিনে তাঁর মানসিকতারও পরিবর্তন হয়ে গেছে। 'দ্য প্রিটেন্ডার' অবশ্য তাঁর এই সময়েরই নাটক।

যাই হোক, ইবসেন এ ধরনের নাটক লিখে সুখ পাচ্ছেন না বলে ছবি আঁকা আর কবিতা লেখার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। নাটক লেখা আপাতত বন্ধ থাকল। ন্যাশন্যাল থিয়েটার আরো কয়েক বছর কোনোমতে চলতে চলতে ১৮৬২ সালে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এবং ইবসেন তাঁর চাকরি খোয়ালেন। এই সময়ের দিনগুলো ছিল বড় কঠিন। সংসারে একটি চার বছরের ছেলে, নিজেরা দুজন—সবকিছু সামলানোই মুশকিল। সাংবাদিকতা করে ও কবিতা লিখে কিছু টাকা এ-সময় তাঁর উপার্জন হত। ইবসেন ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়লেন। উদ্ধার পেলেন যখন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গ্রামে গ্রামে লোকগাথা সংগ্রহ করার জন্য যাতায়াত খরচ বাবদ কিছু টাকা বরাদ্দ করল। এই সময় গদ্যরীতিতে তিনি 'লাভস কমেডি' নামে একটি নাটক লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু গদ্য অত্যন্ত কঠিন মনে হওয়াতে তিনি আবার কাব্যে চলে গেলেন। নাটকটি ১৮৬২ সালের শেষ দিনটিতে প্রকাশিত হয়। প্রচলিত বিবাহপ্রথাকে আক্রমণ করার কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল দর্শকদের মধ্যে। ফলে নাটকটি আর মঞ্চের মুখ দেখে নি। কবি হিসেবে কিছু ভাতার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

গদ্যরীতিতে নাটক লেখা কঠিন মনে হলেও চেষ্টা তিনি ছাড়েন নি। অবশেষে 'দ্য প্রিটেণ্ডার' নাটকে তাঁর সাফল্য এল। ১৮৬৩ সালের শরৎকালে নাটকটি প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসে মঞ্চস্থ হয়। দুই মাসে নাটকটির প্রদর্শনী হয় আটটি।

এর মধ্যে ইবসেন তাঁর বন্ধুর সহায়তায় বিদেশ-ভ্রমণের একটা সুযোগ পেয়ে যান। ১৮৬৪ সালের এপ্রিলে তিনি কোপেনহেগেনের দিকে পাড়ি দেন। ডেনিশরা এই সময় প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত—ইবসেন চেয়েছিলেন সমগ্র স্ক্যান্ডিনেভিয়া এই যুদ্ধে একত্রিত হোক। কিন্তু নরওয়ে ও সুইডেন নিরাপদ দূরত্বে নির্লিপ্ত থাকল। এই যুদ্ধে ডেনিশরা পরাজিত হলে তাঁর খুব কষ্ট হয়। নরওয়ে যুদ্ধে ডেনিশদের সহযোগিতা না-করায় জাতির এই অমার্জনীয় অপরাধে তিনি লজ্জিত হন এবং দেশে না-ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। ইবসেন চলে যান রোমে। ইতালিতে বসে লেখেন 'ব্রান্ড' (১৮৬৬)। এই নাটকের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় ভাতা পেতে শুরু করেন। 'পিয়ার জিন্ট' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। এই দুটো নাটকই ইবসেনকে নাট্যকার হিসেবে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। তবে এই পর্যন্ত আসতে তাঁকে দীর্ঘ চল্লিশটা বছর পার করতে হয়েছে। এই সময় থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত মাত্র দুবার ইবসেন নরওয়েতে গিয়েছেন, তাও অল্প সময়ের জন্য। বাকি দীর্ঘ সময় তিনি ইতালি ও জার্মানিতেই কাটান।

'লিগ অব ইউথ' (১৮৬৯)-এর পর থেকেই কাব্যনাটক লেখা ছেড়ে দেন তিনি। ইবসেন— সমাজ, দেশ ও মানুষের স্বার্থে সবসময় পদক্ষেপ নিয়েছেন নির্দ্বিধায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে। নারী-স্বাধীনতা অর্থাৎ নারীও যে মানুষ, তারও যে নিজস্ব আশা — আকাঙ্ক্ষা থাকবে, তারও যে নিজস্ব ভুবন আছে, জীবনে তার অধিকার যে সমান

সমান—এই প্রসঙ্গে ইবসেনের 'এ ডলস হাউস' (১৮৭৯) আজও চূড়ান্ত নাটক বলে বিবেচিত। গোস্ট (১৮৮১) নাটকটি মানুষকে আলোড়িত করেছে। এই দুটি নাটকই সে-সময় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলেছে। এই নাটকে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থাকে সরাসরি আঘাত করা হয়েছে। ফলে পক্ষে-বিপক্ষে মানুষ বিভক্ত হয়ে গেছে।

'দ্য পিলার্স অব সোসাইটি (১৮৭৭), 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল' (১৮৮২), দ্য ওয়াইল্ড ডাক' (১৮৮৪), 'দ্য লেডি ফ্রম দ্য সী (১৮৮৮), হেডা গ্যাবলার (১৮৯০), দ্য মাস্টার বিল্ডার (১৮৯২), 'জন গ্যাব্রিয়েল বোর্কম্যান' (১৮৯৬) এবং 'হোয়েন উই ডেড অ্যাওকেন' (১৮৯৯) তাঁকে বাস্তববাদী নাট্যধারার প্রবর্তক হিসেবে বিশ্বনাট্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জীবনের শেষের দিকে স্ট্রোকের কারণে তাঁর স্মরণশক্তি লোপ পায়। এমনকি তিনি আর অক্ষরও চিনতে পারতেন না। ১৯০৬ সালে ক্রিস্টিয়ানিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নোরা

নোরা (এ ডলস হাউস) সম্বন্ধে ইবসেন বলেছেন—'লেখা শুরু করবার আগে চরিত্রগুলো আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছিল, তারা এসেছিল ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে—যেন কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটু একটু করে হেঁটে এসে আমার চোখের সামনে রক্ত-মাংস নিয়ে হাজির হয়েছিল। ভেতর ও বাহির দুদিক থেকেই।' ইবসেন একদিন তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'নোরাকে আজ রাতে দেখেছি—আমি লিখছিলাম, নোরা এসে আমার কাঁধে আলতো করে হাত রাখল।'

'কী কাপড় পরা ছিল বল তো'—তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

ইবসেন বললেন, 'একেবারে সাধারণ নীল একটি ফ্রক পরা'

ইবসেন ধীরে ধীরে সময় নিয়ে জীবন্ত করেছেন চরিত্রদের।

'এ ডলস হাউসে'র কথা প্রথম শোনা যায় ১৮৭৮ সালের মে মাসে। হেজেলের কাছে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ আছে যে তিনি আধুনিক জীবন নিয়ে একটি নাটকের কাজ করছেন। এরপর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো সাড়াশব্দ নেই। হতে পারে চরিত্রের রেখাগুলি তখনো নাট্যকারের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। হেজেলকে আবার লিখলেন যে তিনি রোমে যাচ্ছেন এবং সেখানেই নাটকটি শেষ করবেন।—এর মাঝে লরা কেলার নামে এক ভদ্রমহিলা এবং তার স্বামী এলেন মিউনিখে ইবসেনের ওখানে বেড়াতে। দশ বছর আগে লরাকে ইবসেন অন্য নামে চিনতেন। এখন কেলার নামে একজন স্কুল-মাস্টারকে সে বিয়ে করেছে—কিন্তু লরা স্বামীর হাতের পুতুল হবার মতো মেয়ে নয়—তাদের সম্পর্কও ভালো যাচ্ছিল না। লরা লেখক হিসেবে একটু একটু নাম করতে শুরু করেছে মাত্র। লরা এবং কেলার, ইবসেনের নোরা এবং টোরভাল্ড-এর মডেল। এই দুটি মানুষকে ইবসেন ধীরে ধীরে নোরা এবং টোরভাল্ডে রূপান্তরিত করেছিলেন।

১৮৭৯ সালের মে মাসের দিকে শোনা গেল নাটক শেষের দিকে। আরো জানা গেল রোমে গরম পড়ার কারণে ইবসেন সপরিবারে আমালফি নামে সমুদ্রের পাড়ে একটি জায়গায় যাচ্ছেন এবং সেখানেই নাটকটি শেষ করবেন। আসলে ওখানেই নোরা (এ ডলস হাউস)-এর বেশিরভাগ লেখা হয়েছিল। জুনের দিকে হেজেল আবার একটা চিঠি পেলেন। তাতে লেখা : 'এই নাটক সম্পর্কে আগস্টের আগে কিছু বলা যাচ্ছে না।' আসলে সংলাপগুলোকেই ইবসেন তিনবার ঘষামাজা করেছেন এর মধ্যে। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে কিস্তিতে নাটক পাঠাতে শুরু করেন তিনি। সঙ্গে একটি চিঠি—চিঠিতে লিখলেন : 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আমার কোনো লেখাই নোরার (এ ডলস হাউস) মতো এত আনন্দ আমাকে দেয় নি।

নোরা (এ ডলস হাউস) প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে। প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল আট হাজার কপি। প্রকাশিত হবার তিন সপ্তাহের মাথায় নোরা (এ ডলস হাউস) মঞ্চস্থ হয় 'থিয়েটার রয়াল কোপেনহেগেন'-এ। মঞ্চস্থ হবার পরে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা এতদিন পর চিন্তা করাও কঠিন। উনবিংশ শতাব্দির ইউরোপে মেয়েদের জন্য বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ তো দূরের কথা—নিজের মনের মতো করে চলা অথবা স্বামীর কথা অমান্য করা কোনোকিছুই সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। নতুন কণ্ঠস্বর শোনার জন্য থিয়েটারে মানুষ ভেঙে পড়ল। ১৮৮০ সালের জানুয়ারিতে আর একটা সংস্করণ বের করতে হয় নাটকটির—তিন মাস যেতে-না-যেতে মার্চে আবার আর একটা।

জার্মানিতে নোরা (এ ডলস হাউস) মঞ্চস্থ হয় ১৮৮০ সালে। নাটকের শেষটা ইবসেনকে ভিন্নভাবে লিখতে হয়েছিল সমকালের চাপে। কোনোক্রমেই নোরাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়া যাবে না। জার্মান মঞ্চায়নে শেষদৃশ্যে হেলমার নোরাকে তার ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য করে। নোরা তাকায়, তার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত, আর পারে না—কাপড়চোপড়ের ব্যাগটি টুপ করে পড়ে যায় হাত থেকে, আর নোরা ধীরে ধীরে নুয়ে পড়তে থাকে মাটির কাছে। জার্মান পুরুষরা এতেই গৌরববোধ করেছিল। অনেকে মনে করেন এই ভিন্নভাবে লেখার দায়িত্বটা মঞ্চায়নের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাই সেরেছিলেন; কিন্তু তা নয়, এ কাজটা ইবসেন নিজেই করেছিলেন। তবে তা ঐ একবারই শুধু জার্মান মঞ্চায়নের জন্য—অন্যত্র নাটকটি আজকে যেমন আছে তেমনই ছিল। পরবর্তী সময়ে মেয়েরা ইবসেনের নোরার মতো সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে যে-যার মতো বেড়ে উঠতে শুরু করল—স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বামী-সংসার-ছেলে-মেয়েসহ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এই সামাজিক পরিবর্তনে নোরা অবশ্যই পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে—এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

খায়রুল আলম সবুজ
৩৯৯/এ
নিউ ইস্কাটন
ঢাকা।

চ রি ত্র লি পি

টোরভাল্ড হেলমার	:	একজন আইনজীবী
নোরা	:	হেলমারের স্ত্রী
ডাক্তার র‍্যাঙ্ক	:	হেলমারের বন্ধু
নীলস ক্রোগস্ট্যাড	:	একজন আইনজীবী
মিসেস লিন্ডে	:	নোরার সহপাঠিনী
	:	হেলমারের তিনটি বাচ্চা
আনা ম্যারিয়া	:	আয়া
হেলেনা	:	পরিচারিকা
	:	কুলি

প্রথম অঙ্ক

[বেশ খোলামেলা আরামদায়ক একটি ঘর। আসবাবপত্র সেরকম দামি নয়, তবে রুচিশীল। পিছনের দেয়ালে দুটি দরজা। ডানদিকের দরজা দিয়ে হলঘরের দিকে আর বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে হেলমারের পড়ার ঘরের দিকে যাওয়া যায়। দুটো দরজার মাঝখানে দেয়ালে ঠেস দেয়া একটা পিয়ানো।

বাঁ-দিকের দেয়ালের মাঝ বরাবর অন্য একটি দরজা। দরজার কাছাকাছি জানালা আছে। জানালার কাছে একটি গোল টেবিল, হাতল-চেয়ার ও ছোট্ট একটা সোফা। ডানদিকের দেয়ালে প্রায় পিছনের দিকে আর একটা দরজা। একটু দূরে দেয়ালের গায়ে লাগোয়া স্টোভ। স্টোভের সামনে দু-একটা ইজিচেয়ার ও দোলনাচেয়ার। দরজা এবং স্টোভের মাঝখানে ছোট্ট একটি টেবিল।

দেয়ালে কিছু খোদাই কাজের নিদর্শন। চিনা কারুকাজ-করা একটি কেবিনেট এবং আরো কিছু আনুষঙ্গিক এটাওটা। একটা ছোট্ট বই-শেল্‌ফ। শেল্‌ফে চমৎকার বাঁধানো কিছু বই। মেঝেতে গালিচা। স্টোভ জ্বলছে।

সময় : শীতের কোনো একদিন।

বাইরে হলঘরের বেল বাজে। তারপরই দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। আনন্দিত নোরা গুনগুন করতে করতে ঘরে প্রবেশ করে। কাপড়চোপড় দেখেই বোঝা যায় বাইরে থেকে এসেছে। দুই হাত ভরা কেনাকাটার ঠোঙা। নোরা সেগুলো ডানদিকের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে। হলঘরের দরজা খোলা থাকে। হলঘরের দরজার কাছে কুলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কুলির হাতে একটা ক্রিসমাস ট্রি এবং বড় একটা ঝুড়ি। কাজের যে-মেয়েটি দরজা খুলেছিল কুলিটি তার কাছে ক্রিসমাস ট্রি ও ঝুড়িটি দেয়।]

নোরা : হেলেনা, গাছটা খুব সাবধানে কোথাও লুকিয়ে রাখো। বাচ্চারা যেন সন্ধ্যার আগে টের না পায়। কখন সাজানো-গোছানো হল কিছুই যেন জানতে না পারে। [কুলির দিকে ফিরে নোরা হাতব্যাগ বের করে] কত যেন?

কুলি : পঞ্চাশ ওর।

নোরা : নাও এখানে এক ক্রোন। না, না, তুমি রাখো, খুচরা দিতে হবে না।

[কুলি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়। নোরা দরজা বন্ধ করে। গুনগুন করে

দুষ্টুমির হাসি হাসে। কাপড়চোপড় ছাড়ে। পকেট থেকে মাকারুনের ছোট্ট প্যাকেট বের করে একটা-দুটো মুখে পুরে দেয়। তারপর পা টিপে টিপে তার স্বামীর ঘরের দিকে গিয়ে কান পেতে বোঝার চেষ্টা করে।]

হ্যাঁ, আছে, ঘরেই আছে।

[নোরা আবার গুনগুন করে ডানদিকের টেবিলের কাছে চলে যায়।]

হেলমার : [পড়ার ঘর থেকে] কে ওখানে? কার কিচিরমিচির, আমার পাখি কি ফিরল নাকি?

নোরা : [ব্যস্ত হাতে মোচা খুলতে খুলতে] হ্যাঁগো হ্যাঁ—সেই-ই।

হেলমার : কাঠবিড়ালির মতো চঞ্চল ছুটছে।

নোরা : হ্যাঁগো—হ্যাঁ।

হেলমার : কখন এল কাঠবিড়ালি?

নোরা : এই তো। [মাকারুনের প্যাকেটটা পকেটে পুরে হাত দিয়ে মুখ মোছে।] টোরভাল্ড, একটু এসো না। দেখে যাও কী কিনেছি।

হেলমার : আমি এখন ব্যস্ত। [মুহূর্ত পরে হেলমার দরজা খুলে মুখ বাড়ায়। তার হাতে কলম।] তুমি কী কিনেছ বললে? কী? আমার চঞ্চলমতি বধূয়া নিছক টাকা খরচ করার জন্যেই আবার বাইরে গিয়েছিল। তাই না?

নোরা : টোরভাল্ড, এবার কিন্তু আমরা একটু বেশি খরচ করতে পারব। কি, পারব না? এই প্রথম বড়দিনে কিছুটা বেহিসেবি খরচ করা যাবে, কী বল?

হেলমার : তবুও অপচয় করাটা কি ঠিক?

নোরা : তা হয়ত ঠিক নয়। কিন্তু কিছুটা তো যায়। এই একটু। কি, যায় না? তুমি অনেক টাকা বেতন পেতে যাচ্ছ। এরপর তো তোমার কেবল টাকা আর টাকা। অপচয় কিছুটা বোধহয় এখন করতে পারি।

হেলমার : হ্যাঁ, নতুন বছর শুরু হলে ঠিক আছে। কিন্তু তার আগে? এরপরও যে বছরের চারভাগের একভাগ বাকি, তারপর গিয়ে টাকা পাব।

নোরা : তাহলেও—তার আগ পর্যন্ত ধার উদ্ধার করব।

হেলমার : নোরা! [কাছে যায় এবং দুষ্টুমির চালে নোরার কান ধরে।] সেই একই হালকামতি। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, হাওয়ায় ভাসা। আচ্ছা ধর, আমি আজ এক হাজার ক্রোনার কারো কাছ থেকে ধার করলাম আর তুমি বড়দিনের মাঝেই পুরোটা শেষ করে দিলে—তারপর নববর্ষের সন্ধ্যায় আমার মাথায় একটা টালি ছুটে এসে পড়ল—ব্যাস চিৎপাত—ব্যাপারটা ভাবো তো—

নোরা : [হেলমারের মুখের ওপর একটি হাত রেখে] চুপ, এরকম বিশ্রী ভয়ানক কথা বল না তো!

হেলমার : না, ধর এরকম কিছু একটা যদি ঘটে তাহলে...

নোরা : ওরকম ভয়াবহ কিছু একটা যদি ঘটেই যায় তাহলে আমার মনে হয় না আমি অন্যকিছু মনে রাখব। কে টাকা পায় আর না পায় সেটা তখন কোনো ব্যাপারই না আমার কাছে।

হেলমার : কিন্তু যার কাছ থেকে টাকাটা এনেছি তার কী হবে? তার তো কোনো দোষ নেই।

নোরা : তখন আর তার ব্যাপারে কে চিন্তা করে? সে তো আমার কাছে অচেনা বাইরের মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

হেলমার : নোরা! নোরা! পৃথিবীর হাজার কোটি মেয়েদের মতো কথা। ঠাট্টা নয় নোরা, সত্যি সত্যি বলছি এ ব্যাপারে আমার কী মত সে তো তুমি জানো। কোনো ঋণ নয়, কোনো ধার নয়। যে সংসার ঋণ আর ধারের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সে সংসারে শ্বাসরুদ্ধকর কুৎসিত একটা ব্যাপার থাকে। তুমি আর আমি যে করেই হোক এখনো এসব থেকে মুক্ত—বাকি ক'টা দিনও মুক্ত থাকতে চাই। ঋণ-টিনে আর জড়াতে চাই না।

নোরা : [স্টোভের কাছে যেতে যেতে] ঠিক আছে তুমি যা বলবে তাই হবে।

হেলমার : [নোরাকে অনুসরণ করে] এই দেখ দেখ। আমার লক্ষ্মী দোয়েল পাখির অমনি মন খারাপ হয়ে গেল।

[মানিব্যাগ বের করে] নোরা, এর মধ্যে কী আছে বল তো ?

নোরা : [ঝট করে ঘুরে দেখে] টাকা!

হেলমার : এই নাও। [কিছু টাকার নোট দেয়] আরে আমি তো জানি, বড়দিনের সময় ঘরে খরচ কী লাগে সেটা আমি জানি না ভাবলে?

নোরা : [গুনছে] দশ-বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ। ওহ্—সত্যি টোরভাল্ড, তোমাকে যে কী বলব! এতে আমার বহুদিন চলে যাবে।

হেলমার : হ্যাঁ, খেয়াল রেখো যেন যায়।

নোরা : অবশ্যই। না-না দেখো, সত্যি সত্যি খেয়াল রাখব। এস—দেখবে চল কী সব কিনেছি। বেশ শস্তায় আইভারের জন্য একটা নতুন স্যুট আর একটা তলোয়ার। ববের জন্য একটা ঘোড়া আর একটা মৃদঙ্গ। এটা হল এমির পুতুল আর এই হল পুতুলের বিছানা। এগুলো একটু কমদামি, অবশ্য ক্ষতি নেই কালকেই তো টুকরা-টুকরা করে ফেলবে। কোথায় কী যাবে তার ঠিক আছে? আর এগুলো কাজের মেয়েদের জামার কাপড় ও রুমাল। দাইমার জন্য অবশ্য আরো কিছু আনা উচিত ছিল।

হেলমার : আর ঐ প্যাকেটে কী?

নোরা : [প্রায় চিৎকার করে] না, না, টোরভাল্ড, ওটা তুমি আজ সন্ধ্যার আগে দেখবে না।

হেলমার : আচ্ছা খুদে উড়নচণ্ডি! এবার তোমার নিজের জন্য কী চাও বল।

নোরা : আমার জন্য ! কিছু না। একদম কিছু না। আমার কিচ্ছু চাই না।

হেলমার : কিন্তু নিতে তো হবেই। বল—একটা কিছু বল। অবশ্য সঙ্গতির মধ্যে। তোমার ভালো লাগে সেরকম কিছু একটা বল।

নোরা : না—[একটু ভেবে] তেমন কিছু চিন্তা করতে পারছি না। যদি না...টোরভাল্ড ...

হেলমার : হ্যাঁ, বল।

নোরা : [হেলমারের দিকে না তাকিয়ে—ওয়েস্ট কোটের বোতাম নাড়াচাড়া করতে করতে] তুমি যদি সত্যি কিছু দিতে চাও—তাহলে—ঠিক আছে তাহলে....

হেলমার : বলই না। বলে ফেল।

নোরা : [ঝট্ করে] আমাকে তুমি টাকা দিতে পার। মনে কর যতটা দিলে তোমার অসুবিধা হবে না। এর মাঝেই এক ফাঁকে আমি তাহলে একটা কিছু কিনে নেব।

হেলমার : কিন্তু নোরা—

নোরা : আচ্ছা দাও না—টোরভাল্ড, দাও না লক্ষ্মীটি। দাও। তারপর আমি সেটাকে সোনালি কাগজ দিয়ে মুড়ে ক্রিসমাস গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখব। মজা হবে না?

হেলমার : ওদের যেন কী বলে—ঐ যারা সবসময় টাকা ওড়ায়।

নোরা : জানি সে আমি জানি। অপব্যয়ী। তা বলুক গে। সত্যি, দাও না। আমি যা বলছি তাই কর—দাও। এর মধ্যে আমি সত্যি কী চাই সেটা ভেবে দেখার সময় পাব। ব্যাপারটা যুক্তিসংগত কিনা বল।

হেলমার : [হেসে] হ্যাঁ। খুব। অবশ্য সেটা যদি তুমি কর—মানে তোমাকে যে টাকা দেব সেটা যদি তুমি রেখে দাও এবং তা দিয়ে সত্যি সত্যি নিজের জন্য কিছু কেনো। তবে তা না করে যদি ঘরের কাজে লাগাও আর উল্টোপাল্টা অর্থহীন জিনিস কিনে শেষ কর তাহলে আমাকে আবার দিতে হবে এই যা।

নোরা : ওহ্—কিন্তু টোরভাল্ড—

হেলমার : এ-কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না। কী, পার? [হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে] এটা হল একটি ছোট্ট মিষ্টি পাখি। তবে এ পাখি পুষতে খরচ অনেক। তোমার মতো এরকম একটি ছোট্ট পাখি যার ঘরে আছে সে মানুষের যে কী পরিমাণ খরচ হয় সেটা বললে তুমি বিশ্বাসও করবে না।

নোরা : এটা কিন্তু ঠিক বললে না। আমি তো যতটুকু পারি সঞ্চয়ও করি।

হেলমার : [হেসে] হ্যাঁ—এটা খুব সত্য 'যতটা তুমি পার'। তবে সত্যি হল, তুমি মোটেও পার না।

নোরা : [আনন্দে মাথা দুলিয়ে] আহা—আমাদের মতো পাখিদের কী খরচ সেটা যদি একবার বুঝতে।

হেলমার : তুমি অদ্ভুত ধরনের একটি বাচ্চামেয়ে। তোমার বাবার মতো। প্রায় সবসময়ই টাকা যা পাও তাই হাতড়িয়ে নিতে চাও—এবং পাওয়ামাত্রই টাকাগুলো তোমার আঙুলের ফাঁক গলিয়ে পলকে উধাও—কী হল কোথায় গেল তার হিসেবও থাকে না। যাহোক, তুমি যেমন তাই নিয়েই আমি খুশি—এখানে তোমার তো কিছু করার নেই, রক্তে আছে। আসলেই এ ব্যাপারগুলো বংশগত।

নোরা : বাবার ভালো গুণের আরো কিছু পেলে ভালো হত।

হেলমার : তাহলেও তুমি যেমন তার বেশি অথবা তার থেকে আলাদা কিছু আমি চাইতাম না। তুমি যেমন তেমনি আমার ভালো। আমার ছোট্ট গানের পাখি। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, তোমাকে দেখতে লাগছে..., লাগছে..., কীভাবে বলি? দাঁড়াও এমন লাগছে যেন আজ সারাদিন তোমার দুষ্টুমি করেই কাটবে।

নোরা : তাই!

হেলমার : হ্যাঁ। সত্যি সেরকম। একেবারে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাও তো।

নোরা : [তাকিয়ে] হ্যাঁ বল। তাকালাম তো।

হেলমার : [তার দিকে আঙুল নেড়ে] আজকে বোধহয় শহরে গিয়ে কিছু খাও নি?

নোরা : না। অমন কথা ভাবলে কী করে?

হেলমার : কোনো কনফেকশনারিতে কি উঁকিও মার নি!

নোরা : না-না। সত্যি বলছি টোরভাল্ড।

হেলমার : মিষ্টি কোনো একটা কিছু কামড় দিয়েও দেখ নি!

নোরা : না-না সত্যিই না।

হেলমার : একটা দুটো মাকারুন খুঁটে খুঁটে খাওয়া। তাও না?

নোরা : না গো। টোরভাল্ড, কসম কেটে বলতে হবে?

হেলমার : না না তার দরকার নেই, একটু ঠাট্টা করলাম আর কী।

নোরা : [ডানদিকের টেবিলের কাছে যেতে যেতে] তুমি যা পছন্দ কর না আমি কখনো তা করি না।

হেলমার : তুমি কর না সেটা আমি জানি—তার ওপর কথাও দিয়েছ। [নোরার কাছে যায়] ঠিক আছে, বড়দিনের রহস্যটুকু তোমার কাছেই থাকুক। সন্ধের দিকে যখন গাছে বাতি জ্বলবে তখন একবারে সব দেখে নেব।

নোরা : ডাক্তার র‍্যাংককে বলেছ?

হেলমার : না তো—অবশ্য তার দরকারও নেই। এটা তো জানা কথাই সে আমাদের সাথে খাবে। দুপুরে এলে বলে দেব। একটা দারুণ ওয়াইন

জোগাড় করেছি। কী আগ্রহে আমি আজ সন্ধ্যার অপেক্ষা করছি তুমি ভাবতেও পারবে না।

নোরা : আমিও টোরভাল্ড। বাচ্চাদের যে কী আনন্দ হবে!

হেলমার : সঞ্চয় আর স্বাচ্ছন্দ্য আসলেই একটা দারুণ ব্যাপার। নিরাপদ একটি চাকরি আর পর্যাপ্ত টাকা—তুমি যা চাও তাই করতে পার, ভাবতেই বেশ লাগে তাই না?

নোরা : সত্যি দারুণ!

হেলমার : গত বড়দিনের কথা তোমার মনে আছে? বড়দিনের আগে প্রায় পুরো তিনটি সপ্তাহ তুমি তোমাকে বন্দি করে রাখলে। সন্ধ্যা থেকে প্রায় শেষরাত পর্যন্ত। ফুল বানালে, ক্রিসমাস ট্রি বানালে, আরো কত ছোট ছোট জিনিস বানিয়ে তুমি আমাদের অবাক করে দিলে। সত্যি ঐ তিন সপ্তাহ আমার বড় একা আর ক্লান্তিকর লেগেছে। আমার জীবনে একমাত্র অসহায় সময়।

নোরা : কিন্তু আমার জন্য মোটেও বিরক্তিকর ছিল না। ব্যস্ততায় কখন সময় কেটে গ্যাছে টেরই পাই নি।

হেলমার : [হেসে] কিন্তু দুঃখের বিষয় এত কষ্ট করেও তুমি আমাদের তেমন কিছুই দেখাতে পার নি।

নোরা : খোঁচা দিয়ে কথা বলছ কেন? আমি কী করব? একটা বিড়াল ঢুকে সব কিছু কেটে কুটি-কুটি করে ফেলল, সে দোষ কি আমার?

হেলমার : না, দোষ তোমার না। তোমার কিই বা করার ছিল। আমাদের একটু আনন্দ দেবার জন্য তুমি তোমার যথাসাধ্য করেছ—সেটাই আসল। যাক, ভাবতে ভালো লাগছে যে আমাদের কষ্টের দিনগুলো এবার বোধহয় শেষ হল।

নোরা : হ্যাঁ, সত্যি ভালো লাগছে ভাবতে।

হেলমার : আমি যাই অনেক কাজ পড়ে আছে। এরকম অকারণ ক্লান্ত হওয়ার কোনো মানে নেই। আমাকে দেখে দেখে তোমার চোখদুটো ক্লান্ত হচ্ছে আঙুলগুলোও—থাক যাই।

নোরা : [হাততালি দিয়ে] না সেটা নয়। [হেলমারের হাত ধরে] দাঁড়াও, তোমাকে আমি বলছি—কীভাবে সব কিছু ভেবেচিন্তে গোছগাছ করা দরকার তার একটা পরিকল্পনা, দাঁড়াও বলছি। টোরভাল্ড, বড়দিন চলে গেলেই—

[হলঘরে বেল বাজে]

দরজায় কে যেন আবার? [নোরা ঘরটা একটু গোছগাছ করে।] কেউ একজন হয়ত দেখা করতে এসেছে—আশ্চর্য এই অসময়ে আবার—

হেলমার : মনে রেখো আমি কিন্তু ঘরে নেই।

হেলেনা : [দরজার কাছ থেকে] একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

নোরা : ঠিক আছে নিয়ে এসো।

হেলেনা : [হেলমারকে] ডাক্তার সাহেবও এসেছেন স্যার।

হেলমার : পড়ার ঘরের দিকে গ্যাছে?

হেলেনা : জি !

[হেলমার তার পড়ার ঘরের দিকে চলে যায়। হেলেনা মিসেস লিন্ডেকে নিয়ে ঘরের ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। মিসেস লিন্ডেকে দেখলেই বোঝা যায় সে বহুদূর থেকে এসেছে। কাপড়চোপড়ে সেটা টের পাওয়া যায়।]

মিসেস লিন্ডে : [কিছুটা নিচু গলায় সংশয়ের সাথে।] কেমন আছ নোরা?

নোরা : [চিনতে না-পারার দ্বিধা] আপনি ভালো তো—

মিসেস লিন্ডে : তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পার নি?

নোরা : না—মানে, আমি ঠিক—এক মিনিট [একটু উত্তেজিত। আবেগতাড়িত] তুমি ক্রিস্টিনা। তাই না? ক্রিস্টিনা—আমি ঠিক দেখছি তো !

লিন্ডে : হ্যাঁ। তাই।

নোরা : ক্রিস্টিনা ! ইশ্—ভাবো তো আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। কী আশ্চর্য ! চিনলাম না কেন? [একটু আত্মস্থ হয়ে] তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

লিন্ডে : হ্যাঁ—তা হয়েছে—নয় বছর—না, প্রায় দশ বছর—অনেক লম্বা সময়, তাই না?

নোরা : এতগুলো দিন চলে গেল? সেই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হল-এর মাঝে দশ বছর চলে গেল? হ্যাঁ—তা হবে। কিন্তু, জানো, গত আট বছর আমি খুব সুখে কাটিয়েছি। আর এখন তুমিও শহরে চলে এসেছ? সাহসও বটে তোমার—এই শীতের মাঝে এতটা পথ—

লিন্ডে : স্টিমারে এসেছি। আজ সকালে।

নোরা : ঠিক সময়ে এসেছ। বড়দিনও এসে গেছে। বাহ্। সময়টা খুব আনন্দে কাটানো যাবে। আরে—কাপড়চোপড় ছাড়ো—ঠাণ্ডায় তো জমে যাচ্ছ। [লিন্ডেকে সাহায্য করে] এই তো। এবার চুলোর পাশে এসে একটু বস আরাম লাগবে। না—এই হাতলচেয়ারটাতে বস—আমি এই দোলনাচেয়ারটাতে বসছি। [লিন্ডের হাত ধরে] হ্যাঁ, এবার তোমাকে ক্রিস্টিনার মতো লাগছে। অনেকদিন পর দেখলাম তো—কিন্তু, তোমাকে একটু ফ্যাকাশে লাগছে, একটু বোধহয় শুকিয়েও গেছ।

লিন্ডে : অনেক বুড়ো হয়ে গেছি নোরা।

নোরা : সামান্য কিছুটা হয়ত—অত বেশি না। [হঠাৎ নিজের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে] এই দেখ, আমি কেমন বকবক করে কথা বলছি। ক্রিস্টিনা, সত্যি আমার ভুল হয়ে গেছে।

লিন্ডে : কেন? কী বলছ তুমি?

নোরা : সত্যি কার যে কখন কী হয়! তোমার স্বামী মারা গেলেন—

লিন্ডে : হ্যাঁ তিন বছর হয়ে গেল।

নোরা : আমি জানি। কাগজে পড়েছিলাম। খবরটা পড়ার পর তোমাকে চিঠি লিখব ভেবেছি। প্রতি মুহূর্তেই ভেবেছি লিখব—একটুও মিথ্যা বলছি না কিন্তু সব সময়ই একটা-না-একটা কিছু এসে পড়েছে—শেষ পর্যন্ত আর হলই না।

লিন্ডে : আমি বুঝি নোরা। বাস্তবতা অন্য জিনিস।

নোরা : ব্যাপারটা সত্যি খুব খারাপ হয়েছে। কী বিপদের মধ্যে যে সময় কেটেছে তোমার। তাছাড়া সে তো তোমার জন্য কিছু রেখেও যায় নি, তাই না?

লিন্ডে : না।

নোরা : কোনো বাচ্চাও না?

লিন্ডে : নাহ্।

নোরা : কোনোকিছুই না?

লিন্ডে : না। সেজন্যে আমার বুকভাঙা কোনো দুঃখও নেই।

নোরা : [অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকায়] যাহ্—এটা তুমি ঠিক বললে না।

লিন্ডে : [ম্লান মুচকি হেসে নোরার চুলটা নেড়ে দিয়ে] কখনো কখনো এরকমও হয় নোরা।

নোরা : কিন্তু এভাবে একেবারে একা হয়ে যাওয়া, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কী আছে? আমার তিনটি তুলতুলে বাচ্চা আছে। এখন অবশ্য ঘরে নেই, আয়ার সাথে বেরিয়েছে। ক্রিস্টিনা সব খুলে বল তো!

লিন্ডে : আমার খুলে বলার কিছু নেই। তোমার কথা বল শুনি।

নোরা : না, তুমিই আগে বল। আজ আর এতটা স্বার্থপর হব না। তোমার বিপদের দিনক্ষণ, জীবনের কথা ছাড়া আমি আর এখন কিছুই শুনতে চাই না। অবশ্য একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি। তুমি বোধহয় জানো না, কয়েকদিন আগে আমাদের দারুণ একটা সুখবর এসেছে। সৌভাগ্যেরই বলতে পার।

লিন্ডে : তাই নাকি? কী বলত?

নোরা : টোরভাল্ড, আমার স্বামী, সেভিংস ব্যাংকের ম্যানেজার হয়েছে।

লিন্ডে : তোমার স্বামী? বাহ্ দারুণ ব্যাপার তো।

নোরা : সত্যিই অবিশ্বাস্য। আইনজীবীর জীবন এক অনিশ্চয়তার জীবন—বিশেষ করে সেই আইনজীবীর, যে বেছে বেছে কেস নেবে; উল্টাপাল্টা কেসের ধারে কাছেও যাবে না। টোরভাল্ড কখনোই এটা করবে না—অবশ্য তার সঙ্গে আমিও একমত। আমাদের আনন্দের ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারছ। নতুন বছরের শুরুতেই টোরভাল্ড কাজে যোগ দেবে। অনেক টাকা বেতন তার উপর আবার মোটা কমিশন। আশা করি এখন থেকে একেবারে

আলাদাভাবে, মানে যেভাবে চাই সেরকমই চলতে পারব। ক্রিস্টিনা, সত্যি আমার আনন্দ হচ্ছে। প্রাচুর্য সত্যি দারুণ আনন্দের ব্যাপার, কোনো ভাবনা নেই চিন্তা নেই, নেই অভাবের অকারণ টানাটানি। তাই না?

লিন্ডে : হ্যাঁ তাই। যা প্রয়োজন তার সব পাওয়া গেলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী হয়।

নোরা : না, শুধু প্রয়োজন মেটানোই নয়। প্রচুর টাকা। থরে থরে সাজানো। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি।

লিন্ডে : [মুচকি হেসে] এখনো একটু সংযত হতে শিখলে না। সেই স্কুলজীবনে যেমন খরচের হাত ছিল এখনো তেমনি আছে।

নোরা : [শান্তভাবে হেসে] টোরভাল্ডও তোমার মতো বলে। [আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে] কিন্তু নোরা—নোরা অতটা বোকা নয় যতটা তোমরা ভাবো। অপচয় করার মতো টাকা আমাদের ছিল না। আমাদের দুজনেরই কাজ করতে হয়েছে।

লিন্ডে : তুমিও কাজ করেছ?

নোরা : হ্যাঁ। সূচিকাজের সেইসব বিদ্‌ঘুটে টুকিটাকি কাজ। কুরুশ-কাঁটার কাজ, অ্যাম্ব্রয়ডারি এই সব। আরো আছে। [স্বাভাবিকভাবে] কিছু কিছু আবার অন্যভাবেও। তারপর দেখ, আমাদের বিয়ের পর পরই টোরভাল্ড সরকারি চাকরি ছেড়ে দিল। সে চাকরিতে উন্নতির কোনো আশাই ছিল না। চাকরি ছেড়ে দিল কিন্তু তাকে আগের চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করতে হত। ঘর-সংসার হয়েছে। প্রথম বছর তাকে সাধ্যের চেয়েও বেশি কাজ করতে হল—একটু বাড়তি আয়ের জন্য যেখানে যা-কিছু বাড়তি কাজ পেত তাই করত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কঠিন পরিশ্রম। শরীরে আর কত সয়—বিছানায় পড়ে গেল—সে যে কী বিপদ! ডাক্তাররা দক্ষিণে গিয়ে হাওয়া বদলের পরামর্শ দিল। উপায় নেই, যেতেই হবে।

লিন্ডে : হ্যাঁ, তাই তো। পুরো একটা বছর তোমরা ইতালিতে ছিলে না?

নোরা : হ্যাঁ ছিলাম। কিন্তু এই বিশাল ব্যয় বহন করা এত সহজ ছিল না। আইভার তখন সবে জন্মেছে। তারপরও যেতে হল। বেড়ানোর কথা বললে—সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। সুন্দর। এই হাওয়া বদলের কারণেই টোরভাল্ড জীবনে বেঁচে গেল। টোরভাল্ড সেরে উঠল ঠিকই কিন্তু পুরো ব্যাপারটাতে যা খরচ হল সেটা আর কী বলব! প্রচুর টাকা ব্যয় হল, ক্রিস্টিনা।

লিন্ডে : সে তো বুঝিই। টাকা লাগবে না?

নোরা : বারোশ ডলার। চার হাজার আট শত ক্রোনার। বিশাল অঙ্কের টাকা।

লিন্ডে : হ্যাঁ, এরকম বিপদের সময় টাকা থাকাটা ভাগ্যের ব্যাপার।

নোরা : হ্যাঁ, টাকাটা বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

লিন্ডে : ও হ্যাঁ, তোমার বাবাও তো ঐ সময়ই মারা গেলেন।

নোরা : হ্যাঁ—ঠিক ঐ সময়ই। ভেবে দেখ, একবার যেতেও পারি নি, নিজ হাতে যে একটু শুশ্রূষা করব তাও পারি নি। আইভার তখন হয়-হয়। যখন-তখন অবস্থা। তার উপর টোরভাল্ড। সাংঘাতিক অসুস্থ আমার স্বামী। সবসময় তাকে দেখতে হয়। এত যে প্রিয় আমার বাবা তাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পারে নি। আমার বিবাহিত জীবনের সবচেয়ে কঠিন এই ব্যথা আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

লিন্ডে : হ্যাঁ, আমি তো জানি সে তোমার কত প্রিয় ছিল, তো তারপরই তুমি ইতালি গেলে?

নোরা : হ্যাঁ, বাবার মৃত্যুর একমাস পর। হাতে তখন টাকা ছিল। ডাক্তারও বলল দেরি করলে চলবে না।

লিন্ডে : তারপর স্বামীকে সুস্থ করে ফিরলে?

নোরা : আবার আগের মতো। নিখুঁত স্বাস্থ্য।

লিন্ডে : কিন্তু সেই ডাক্তার...?

নোরা : কোন্ ডাক্তার?

লিন্ডে : ঐ যে আমি আসার সময় যিনি এলেন। আমার মনে হল তোমার কাজের মেয়ে ডাক্তারের কথাই বলেছে।

নোরা : ওহ্—ডাক্তার র‍্যাংক। সে অবশ্য ডাক্তার হিসেবে এখানে আসে না। আমাদের পারিবারিক বন্ধু। দিনের মধ্যে অন্তত একবার সে ঢুঁ মারবেই। না—তারপর থেকে টোরভাল্ডের আর কোনো অসুখই হয় নি। একটি দিনের জন্যও না। বাচ্চারাও সুন্দর শক্ত-সমর্থ। আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছ। (হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে হাততালি দেয়) ওহ্ ক্রিস্টিনা, সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকাটা সত্যি চমৎকার ব্যাপার। দেখ, কী মানুষ আমি, একাই শুধু বকবক করছি। [ক্রিস্টিনার পাশে একটি বেঞ্চি নিয়ে বসে এবং ক্রিস্টিনার উরুতে হাত রাখে।] ক্রিস্টিনা, আমার উপর রাগ করো না ভাই, আচ্ছা তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাসতে না—এ-কথা কি সত্য? ভালো না বাসলে বিয়ে করলে কেন?

লিন্ডে : আমার মা তখনো বেঁচে। বহুদিন ধরে শয্যাশায়ী। অত্যন্ত অসহায় অবস্থা। তার উপর ছোট দুটো ভাই। ওদের দেখাশুনা আমাকেই করতে হত। এরকম অবস্থায় তার প্রস্তাব আমি ফেলতে পারি নি।

নোরা : সেটা অবশ্য ঠিক। এ অবস্থায় পারাও যায় না। তাছাড়া তখন তো সে রীতিমতো ধনী।

লিন্ডে : ধনী না হলেও সচ্ছল ছিল। তবে ব্যবসাপাতি তখনই তেমন ভালো যাচ্ছিল না। মারা যাবার সাথে সাথে সবকিছু কর্পূরের মতো উবে গেল, কিছুই আর বাকি রইল না।

নোরা : আর তুমি... ?

লিন্ডে : আর কী, সেই থেকে শুরু হয়ে গেল জীবনযুদ্ধ। ছোট্ট একটা দোকান চালাতাম, তারপর একটা ছোট্ট স্কুল। হাতের কাছে যা পেতাম তাই করতাম। গত তিন বছরে একটি মুহূর্তের বিশ্রাম নিই নি। যাকগে, সে-সব তো এখন শেষ হয়ে গেছে নোরা। মা বেচারি তো চলেই গেল, ও পালা শেষ। ভাইরাও মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। কাজটাজ করে নিজেরাই নিজেদের চালিয়ে নিচ্ছে।

নোরা : যাক সেদিক থেকে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছ।

লিন্ডে : না—একটা শূন্যতা আমাকে জড়িয়ে আছে। কাউকে বলতে পারি না—বললেও কেউ বুঝবে না। এখন আমার আর কেউ নেই যার জন্য বাঁচব। [অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ায়] সেজন্যেই এলাম। বদ্ধজলের সীমাবদ্ধতা আর সহ্য হচ্ছিল না। অনেকদিন টেনেছি, আর পারছি না। এখানে যেমন-তেমন একটা কাজ জোগাড় করা হয়ত কঠিন হবে না। ব্যস্ততার মধ্যে থাকলে মনের ছবিগুলো কিছুটা হলেও তো সরিয়ে রাখা যাবে। ভাগ্যগুণে যদি অফিস-টফিসে কোনো কাজ জুটে যায় তো ভালো হয়। তাতে দৌড়ঝাঁপ করার হাত থেকে অন্তত বাঁচি।

নোরা : কিন্তু সেও তো ক্লান্তিকর, এমনিতেই তুমি ক্লান্ত। তার চেয়ে বরং কিছুদিন বিশ্রাম নেয়াটাই তোমার জন্য ভালো।

লিন্ডে : [জানালার কাছে যেতে যেতে] আমার তো বাবা নেই যে আমার খরচ জোগাবে।

নোরা : [উঠতে উঠতে] রাগ কোরো না।

লিন্ডে : [নোরার কাছে ফিরে এসে] না, নোরা। বরং তুমি আমার উপর রাগ কর না। আমাদের মতো জীবনের দুর্বিষহ দিকই তো এই অসহায়ত্ব—দেখ, তোমার এমন কেউ নেই যার জন্য তোমার কাজ করার দায় আছে, অথচ থামতেও পারছ না। তোমাকে বাঁচতে হবে আর সেজন্যে শুধু নিজের কথাই ভাবতে হচ্ছে। জানো, তুমি যখন তোমার সৌভাগ্যের কথা বলছিলে তখন আমার বেশ ভালো লাগছিল। না, তোমার জন্য নয় — আমার নিজের জন্য।

নোরা : তুমি কী ভাবছ আমি বুঝতে পারি। হয়ত ভাবছ টোরভাল্ড তোমার জন্য কিছু করতে পারে।

লিন্ডে : হ্যাঁ, তাই ভাবছি।

নোরা : হ্যাঁ, তা সে করবে। ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি অত্যন্ত কৌশলে কথাটা তুলব—একটু ভুলিয়েভালিয়ে মনটা ঠিক করে কথাটা ওঠাব। তোমার জন্য এ কাজটুকু করতে পারলে আমিও সুখ পাব।

লিন্ডে : আমার জন্য এ কাজ করতে চাওয়াটাও তোমার মহানুভবতা নোরা, তুমি তো জীবনের দুঃখকষ্ট দেখ নি।

নোরা : আমি? দেখি নি বলছ?

লিন্ডে : [হেসে] হায় ঈশ্বর, সামান্য কিছু সেলাই-সুতোর কাজ! জীবনের অভিজ্ঞতায় তুমি একটা বাচ্চা নোরা।

নোরা : [মাথা নাড়িয়ে ঘর পার হতে হতে] নিজেকে অতটা অভিজ্ঞ মনে করো না।

লিন্ডে : মনে করব না?

নোরা : তুমিও অন্য সবার মতো। সবাই মনে করে আমি যেন কাজের কিছুই বুঝি না।

লিন্ডে : আচ্ছা!

নোরা : তুমি মনে কর আমি একটা নির্বিবাদ নির্ঝঞ্ঝাট সহজ জীবন কাটিয়ে এসেছি।

লিন্ডে : তুমি তো তোমার জীবনের সব ঝামেলার কথাই বললে। যা বললে ওটুক জীবনে স্বাভাবিক।

নোরা : যাহ্, ওটা তো কিছুই না। (গলা নিচে নামিয়ে) আসলটা এখনো বলি নি।

লিন্ডে : আসল! সেটা কী?

নোরা : হয়ত তুমি আমাকে ঘৃণার চোখে দেখবে—কিন্তু আশা করি সেটা করবে না। অনেকগুলো বছর তোমার মায়ের জন্য তুমি কঠোর পরিশ্রম করেছ সেটাই তোমার গর্ব।

লিন্ডে : আমি কাউকেই ঘৃণা করি না। তবে গর্ব যদি বল, হ্যাঁ, সেটা কিছুটা আছে—এবং আনন্দও, কারণ মা'র জীবনের শেষ দিনগুলোকে কিছুটা হলেও সহজ করতে পেরেছিলাম।

নোরা : ভাইদের জন্য যা করেছ তারজন্যেও তো গর্ব বোধ কর। না কি?

লিন্ডে : এইটুকু তো আমি করতে পারি, কি বল?

নোরা : হ্যাঁ, তা মানি। ঠিক আছে তাহলে এবার আমার কথা শোনো, ক্রিস্টিনা। তোমার মতো আমিও এমন কিছু করেছি যা নিয়ে গর্ব করতে পারি।

লিন্ডে : হয়ত নিশ্চয়ই করেছ। কী সেটা?

নোরা : না, সেটা অত জোরে বলা যাবে না। টোরভাল্ড শুনে ফেলতে পারে। আমি কোনোমতেই চাই না সে জানুক। জগতের আর কাউকেই সে কথা বলা যাবে না। শুধু তুমি। তোমাকেই শুধু বলব।

লিন্ডে : কিন্তু সেটা কী বল।

নোরা : এস। এদিকে এস। [লিন্ডেকে সোফায় নিয়ে তার পাশে বসায়] হ্যাঁ, এটা গর্বেরই বটে তুমি তোমার মার জন্য করেছ, তোমার ভাইদের জন্য করেছ। আমি করেছি আমার স্বামীর জন্য। আমি টোরভাল্ডের জীবন রক্ষা করেছি। আমি তাকে বাঁচিয়েছি।

লিন্ডে : বাঁচিয়েছ? কীভাবে?

নোরা : তোমাকে ইতালি যাওয়ার কথা বলেছি। সেখানে না গেলে টোরভাল্ড কোনোদিনই সেরে উঠত না।

লিন্ডে : হ্যাঁ, কিন্তু প্রয়োজনীয় টাকা তো দিয়েছেন তোমার বাবা।

নোরা : [হেসে] টোরভাল্ড সেটাই জানে, অন্যেরাও তাই জানে।...

লিন্ডে : তা হলে?

নোরা : বাবা একটি পয়সাও দেয় নি। টাকার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়েছে।

লিন্ডে : তোমাকে? অত টাকা?

নোরা : বারো'শ ডলার। চার হাজার আটশ ক্রোনার। ভাবো তো একবার।

লিন্ডে : কিন্তু কীভাবে করলে নোরা। কোনো লটারি পেয়েছিলে নাকি?

নোরা : [ঘৃণাভরে] লটারি! [অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে] লটারি পেলে আর গর্ব কোথায়!

লিন্ডে : তাহলে কোথায় পেলে অত টাকা?

নোরা : [হেঁয়ালির হাসি হেসে] আহা-হা-(গুনগুন করে] টা-রা-লা-লা।

লিন্ডে : এত টাকা তো তুমি ধারও পাবে না।

নোরা : কেন পাব না?

লিন্ডে : কারণ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তো ধারও করতে পারে না।

নোরা : [মাথা দুলিয়ে] পারে—পারে। যে স্ত্রীর স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি আছে, সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্য কী করতে হবে এই বোধ যার আছে সে স্ত্রী পারে।

লিন্ডে : সত্যি নোরা আমি বুঝতে পারছি না।

নোরা : কেমন করে বুঝবে। বোঝার কোনো কারণও নেই। তাছাড়া টাকা ধার করেছি এ-কথাও তো আমি বলি নি। কোনো-না-কোনোভাবে টাকাটা আমি পেতামই। [সোফায় এলিয়ে] আমাকে পছন্দ করে সেরকম কারো কাছ থেকেও তো পেতে পারতাম—অথবা অন্য কারো কাছ থেকে—আমার আকর্ষণ কি শেষ হয়ে গেছে—এখনো...

লিন্ডে : না, না, ফাজলামো কোরো না।

নোরা : তোমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে—তাই না?

লিন্ডে : নোরা, নোরা। শোনো আমার কথা শোনো। তুমি কি এমন কিছু করেছ?—মানে, না বুঝে, বেপরোয়া হঠকারী কিছু?

নোরা : [সোজা হয়ে বসে] স্বামীর জীবন রক্ষা কি হঠকারী কাজ?

লিন্ডে : তাকে না জানিয়ে কিছু করাই তো হঠকারী।

নোরা : কিন্তু তাকে বলার তো কোনো উপায় ছিল না। ঈশ্বর! তুমি বুঝবে না। সে-যে কতটা অসুস্থ সেটা বোঝার ক্ষমতাও তার ছিল না। ডাক্তাররা

আমার কাছে বলেছে। তারা বলল তার অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং হাওয়া বদল করতে দক্ষিণে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তোমার কি মনে হয় না আমি তাকে অন্যভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। ভুলিয়েভালিয়ে রাজি করাবার চেষ্টা করেছি। আমি তাকে অন্য কথাই বলেছি—বলেছি অন্যসব তরুণী স্ত্রীদের মতো আমার কি বাইরে যেতে সাধ হয় না। ছুটি নিয়ে বাইরে কিছুদিন ঘুরে এলে আমার ভালো লাগবে—এসব কথা আমি তাকে বুঝিয়েছি। চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নি। আমি তাকে আমার অবস্থা চিন্তা করতে বলেছি। সুবোধ বালকের মতো আমার কথামতো চলতে তাকে আমি অনুরোধ করেছি। তাকে এ ইঙ্গিত দিয়েছি যে চাইলেই আমরা ধার করতে পারব। সে আমার উপর খেপে গেল। আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলল—আমি চপলমতি, ছ্যাবলা মেয়েমানুষ এবং আমার খেয়ালখুশির বানে ভেসে যাওয়া স্বামী হিসেবে তার উচিত নয়, এমনি আরো কত কী! আমি চিন্তা করেছি ঠিক আছে বলুক। কিন্তু যেভাবেই হোক তার জীবন রক্ষা আমাকে করতেই হবে। আর কিছু জানি না—স্বামীর জীবন—আর তখনই একটা পথ খুঁজে বের করলাম।

লিন্ডে : তাহলে টাকাটা যে তোমার বাবা দেন নি সে-কথাও নির্ঘাত তোমার বাবা তাকে বলেছেন?

নোরা : না, বাবা মারা যাবার পরপরই এই ঘটনা। ভেবেছিলাম কথাটা ওকে বলব এবং ক্ষমা চেয়ে নেব, কিন্তু ও এতই অসুস্থ ছিল যে.... তাছাড়া শেষের দিকে মনে হল বলার আর দরকারই নেই।

লিন্ডে : তার মানে কথাটা তোমার স্বামীকে কখনোই বল নি?

নোরা : হায় ঈশ্বর! কীভাবে বলি? সে যে কী শক্ত মানুষ তা তো তুমি জানো না। ও-ধরনের কিছু একটা করেছি শুনলে—তাছাড়া টোরভাল্ডের একধরনের গর্ব আছে, পুরুষদের থাকেই, আমার কাছে সে ঋণী এ-কথা জানতে পারলে সে অত্যন্ত দুঃখ পাবে এবং অপমান বোধ করবে। জানতে পারলে হয়ত আমাদের সম্পর্কই চুকে যেত—এই আমার মায়াবী সুখের সংসার কখনোই আর আগের মতো থাকত না।

লিন্ডে : তার মানে কোনোদিন বলতেও চাও না?

নোরা : [একটু চিন্তা করে—সামান্য মুচকি হাসে] হয়ত বলব কোনো এক দিন। আর বেশিদিন নয়। যখন আর দেখতে এরকম সুন্দর থাকব না। যখন আমার আর আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকবে না। না, না, হেসো না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হল, টোরভাল্ড এখনো আমাকে দারুণ ভালোবাসে। যখন সে এতটা ভালো আর বাসবে না—যখন আমার এই চপলতা, আমার সাজগোজ, আমার কবিতা আবৃত্তি তাকে আর কোনো আনন্দ দেবে না

তখন বলব। এটাই তখন নতুন আনন্দের ব্যবস্থা করতে পারবে। [প্রসঙ্গ বদলায়] কিন্তু এসব অর্থহীন। সে সময় কোনোদিন আসবেই না। আচ্ছা ক্রিস্টিনা, আমার এই গোপনীয়তা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়? এখনো কি তোমার মনে হয় আমি কোনো কাজের নই? এখনো কি আমাকে অকেজো মনে হয়? বিশ্বাস কর, এই ব্যাপারটা আমার কাছে সব সময়ের লজ্জা আর ভয়ের কারণ। আমার নৈতিক দায়িত্বগুলো আমি ঠিকমতো পালন করতে পারি নি। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে ব্যবসায়ে 'প্রান্তিক পরিশোধ' অথবা কিস্তিতে পরিশোধের একটি ব্যাপার আছে কিন্তু দেখবে কখনোই নিয়মিত পরিশোধ করা হয় না। কিস্তিতে পরিশোধ করাটা ভয়াবহ রকম কঠিন। আমার অবস্থাও তাই হয়েছে—কষ্টেসৃষ্টে এখান থেকে একটু, ওখান থেকে একটু নিয়ে জড়ো করেছি। যখন যা পেরেছি। ঘর চালানোর টাকা থেকে তেমন একটা কখনোই বাঁচাতে পারি না। টোরভাল্ডের আবার যেমন-তেমন হলে চলে না। তার সবটাই ঠিকমতো চাই। তাছাড়া বাচ্চাদের কাপড়চোপড়ে আমি দারিদ্র্যের ছোঁয়া রাখি নি। ওদের জন্য টাকাপয়সা আমি ষোলো আনাই প্রস্তুত রেখেছি। বাচ্চাদের ভাগ্য কেটে কিছু করব সেটা আমি কোনোদিনই করি নি।

লিন্ডে : তাহলে পুরোটাই তোমার হাতখরচা বাঁচিয়ে করতে হয়েছে? বেচারি নোরা!

নোরা : অবশ্যই। আর যাই হোক কাজটা তো আমার নিজের। সুতরাং টোরভাল্ড যখনই আমাকে নতুন কাপড়চোপড় বানাতে বা অন্যকিছু কিনতে টাকাপয়সা দিয়েছে—আমি কখনো অর্ধেকের বেশি খরচ করি নি—সব সময় শাদাসিধে কমদামি জিনিস কিনেছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি যা পরি তাতেই আমাকে বেশ মানায়—সুতরাং টোরভাল্ডের কখনো চোখেও পড়ে নি। ক্রিস্টিনা, কাজটি কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না—আমাকেও তো কিছু ছাড়তে হয়েছে। সুন্দর সুন্দর কাপড়চোপড় পরে সেজেগুজে থাকতে তো ভালোই লাগে, তাই না?

লিন্ডে : তা তো লাগেই।

নোরা : এরপর আমি আরো উপার্জনের পথ খুঁজে বের করলাম। গত শীতে সৌভাগ্যক্রমে অনেকগুলো কপি করার কাজ জুটে গেল—একেবারে দরজা বন্ধ করে লিখতে লেগে গেলাম। কখনো কখনো মাঝরাত পার হয়ে যেত। ওহ্—দু-একসময় এত ক্লান্ত লাগত যে সে-কথা আর কী বলব! তবুও ব্যাপারটা আমার কাছে দারুণ মজার ছিল—বসে বসে কাজ করা আর টাকা উপার্জন করা। প্রায় একজন পুরুষমানুষের মতো কাজ করেছি তখন।

লিন্ডে : এখন পর্যন্ত কত শোধ করেছ?

নোরা : সেটা ঠিক করে বলতে পারব না। এসব ব্যাপারে হিসাব রাখা খুব কঠিন।

আমি শুধু এটুকুই জানি, হাতটাত লাগিয়ে যেখান থেকে যতটুকু জোগাড় করেছি তার পুরোটাই দিয়ে দিয়েছি। কখনো কখনো কী করব কী করা উচিত বুঝতে পারতাম না। [হেসে] তখন এখানে এই চেয়ারে বসে বসে কল্পনা করতাম একজন ধনী বৃদ্ধলোক আমার প্রেমে পড়েছে।

লিন্ডে : তাই? কে সে?

নোরা : দাঁড়াও—তারপর ধর একসময় লোকটি মারা গেল। এবং সবাই যখন তার উইলটা পড়ল, দেখা গেল সেখানে লেখা আছে : 'আমার সব টাকাপয়সা পাবে মিসেস নোরা হেলমার। এবং পুরোটাই নগদ।'

লিন্ডে : কিন্তু, লোকটা কে?

নোরা : হায় ঈশ্বর! তুমি বোঝ নি? বাস্তবে সেরকম কোনো বৃদ্ধ ভদ্রলোক নেই। এখানে বসে বসে আমি এসবই কল্পনা করতাম—মাঝে মাঝেই যখন কোত্থেকে টাকাপয়সা পাব ভেবে ভেবে আর দিশা পেতাম না তখন এখানে বসে এসবই কল্পনা করতাম। যাক সেসব অবশ্য এখন পার হয়ে গেছে। কল্পনার সে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকুন, তাকে অথবা তার উইল কোনোটারই আমার আর দরকার নেই। আমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। [হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়] একবার ভেবে দেখ তো ক্রিস্টিনা, কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই, ছেলেমেয়ে নিয়ে হৈ চৈ করে ছুটে বেড়াচ্ছি। ঘরবোঝাই টোরভাল্ডের পছন্দমতো আধুনিক সব মনভোলানো জিনিসপত্র—তারপর দেখ অল্পদিন পরেই বসন্ত, আসছে নির্মল নীলাকাশ—হয়ত বাচ্চাদের নিয়ে একটু দূরে কোথাও ঘুরে আসব। হয়ত আমার আবার সাগর দেখার সৌভাগ্য হবে। আহ্, কী চমৎকার। আনন্দে বেঁচে থাকা কী চমৎকার, তাই না!

[হল থেকে বেলের শব্দ শোনা যায়]

লিন্ডে : [উঠে] বোধহয় কেউ এসেছে—আমি যাই।

নোরা : না, না। বস। টোরভাল্ডের কাছে বোধহয় কেউ এসেছে, এখানে আসবে না।

হেলেনা : [হলের দরজার কাছে] মাফ করবেন, ম্যাডাম, ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে একজন লোক দেখা করতে চাচ্ছেন।

নোরা : ব্যাংক ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে?

হেলেনা : হ্যাঁ। ব্যাংক ম্যানেজার। আমি কিছু বলি নি—উনি তো ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে।

নোরা : লোকটি কে?

ক্রোগস্ট্যাড : [প্রবেশ পথ থেকে] আমি মিসেস হেলমার।

[মিসেস লিন্ডে উঠতে যায়। কিন্তু কী মনে করে জানালার দিকে সরে আসে]

নোরা : [কিছুটা উত্তেজিত চাপা স্বরে লোকটির দিকে এক পা এগিয়ে] আপনি ! কী ব্যাপার ! ওর সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন কেন? কী দরকার?

ক্রোগস্ট্যাড : ব্যাংক সংক্রান্ত একটু আলাপ। সেভিংস ব্যাংকে আমি ছোট্ট একটা চাকরি করি। শুনলাম আপনার স্বামী আমাদের নতুন ম্যানেজার হচ্ছেন।

নোরা : ওহ্—তাহলে এই ব্যাপার—

ক্রোগস্ট্যাড : নিরেট অফিসের কাজ মিসেস হেলমার। অন্য কিছু না।

নোরা : ঠিক আছে। পড়ার ঘরে আছে, যান। [সে সৌজন্যের খাতিরে মাথাটা নোয়ায়—হলঘরের দরজা বন্ধ করে। তারপর চুলোর কাছে গিয়ে রান্নাবান্না দেখতে থাকে।]

লিন্ডে : নোরা—লোকটি কে?

নোরা : একজন আইনজীবী। নাম ক্রোগস্ট্যাড।

লিন্ডে : তাহলে সে-ই।

নোরা : তুমি ওকে চেনো নাকি?

লিন্ডে : একসময় চিনতাম। সে অনেক বছর আগে। একটা আইনজীবী অফিসে কাজ করত।

নোরা : হ্যাঁ, তাই করত।

লিন্ডে : মানুষের কী পরিবর্তন !

নোরা : বিবাহিত জীবনে বেচারার সুখ হল না।

লিন্ডে : এখন কি বিপত্নীক?

নোরা : অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। [হঠাৎ খেয়াল করে] হায়, হায়, পুড়ে যাচ্ছে, দাঁড়াও। [নোরা স্টোভের পাল্লা বন্ধ করে দেয়— দোলনাচেয়ারটা একপাশে একটু সরিয়ে আনে।]

লিন্ডে : লোকে বলে সে নাকি সবকিছুতেই আছে। সবধরনের ব্যবসা।

নোরা : তাই নাকি? হয়ত ঠিকই বলে। আমি অবশ্য অতশত জানি না—যাক, ব্যবসার কথা বলে কাজ নেই, নীরস বিষয়।

[ডাক্তার র‍্যাংক হেলমারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে]

র‍্যাংক : [প্রবেশ পথে] না, না রে ভাই, আমি তোমাদের মধ্যে থাকতে চাই না। আমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি।

[দরজাটা বন্ধ করতেই লিন্ডেকে দেখতে পায়।] দুঃখিত, এখানেও তো দেখি সেই একই অবস্থা।

নোরা : বিশেষ কোনো অবস্থা না ডাক্তার। আসুন। [তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।] ইনি ডাক্তার র‍্যাংক আর ইনি মিসেস লিন্ডে।

র‍্যাংক : বাহ্ এ নাম তো আমি এ ঘরে সবসময়ই শুনছি। মনে হয় সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তখন আপনাকেই দেখেছিলাম।

লিন্ডে : হ্যাঁ। সিঁড়িতে আমার বড় অসুবিধা হয়। একটু আস্তে আস্তেই উঠি।

র‍্যাংক : কেন—কোনো দুর্বলতা,–মানে অসুস্থতা.... ?

লিন্ডে : হ্যাঁ, হয়ত অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে কিছু—

র‍্যাংক : এটাই শুধু! তাহলে আপনি বিশ্রাম নিতেই শহরে এসেছেন, পার্টি টার্টি—

লিন্ডে : কাজ খুঁজতে এসেছি—

র‍্যাংক : এটাকে কি অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে মুক্তির উপায় বলা যাবে?

লিন্ডে : মানুষকে তো বাঁচতে হয় ডাক্তার।

র‍্যাংক : হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবে মানুষ তাই তো বলে। এটা নাকি দরকারি।

নোরা : ডাক্তার র‍্যাংক, আপনিও নিজেও বাঁচতে চান সেটা আপনি কি জানেন?

র‍্যাংক : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি চাই। যত দুর্ভাগাই আমি হই না কেন এই যন্ত্রণা আমি যতদূর সম্ভব বাড়াতে চাই। আমার রোগীদেরও ঐ একই ধারণা। আবার যে মানুষের অসুস্থতা নীতিগত তারাও দেখেছি ঐ একই মত পোষণ করে। এই মুহূর্তে হেলমারের ঘরে একজন মানসিক রোগী আছে। এবং —

লিন্ডে : [কোমল সুরে] হায়!

নোরা : কার কথা বলছেন?

র‍্যাংক : ওহ্—আপনি তাকে চিনবেন না। একজন আইনজীবী। নাম ক্রোগস্ট্যাড। আগাপাশতলা একটা নষ্ট মানুষ—কিন্তু প্রথম কথাটিই বলল—যেন কত গুরুত্বপূর্ণ কথা—বলল সে বাঁচতে চায়। তাকে বাঁচতেই হবে।

নোরা : টোরভাল্ডের কাছে তার কী কাজ?

র‍্যাংক : ঠিক জানি না। তবে যা শুনলাম তাতে মনে হল ব্যাংক সংক্রান্ত কিছু।

নোরা : ক্রোগ—মানে এই আইনজীবীর ব্যাংকে কোনো কাজ আছে তা তো জানতাম না।

র‍্যাংক : আছে। একটা চাকরি আছে। [মিসেস লিন্ডেকে] আপনি এখানকার লোক কিনা আমি জানি না তবে এখানে এমন কিছু লোক আছে যারা প্রতিনিয়ত নোংরা ঘেঁটে বেড়ায়, নৈতিক দুর্নীতি খোঁজে। সেটা যখন পেয়ে যায় তখন এমন একটা কাজে সেটাকে লাগায় যার থেকে সে ফায়দা লুটতে পারে, আর ভালো লোকগুলো অসহায়ভাবে সেসব তাকিয়ে দেখে।

লিন্ডে : দুর্বলদের শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়।

র‍্যাংক : [ঘাড় বাঁকিয়ে] তা যা বলেছেন! এই বিশ্বাসের কারণেই তো গোটা একটা সম্প্রদায় একটা নিয়মিত হাসপাতালে পরিণত হয়েছে।

[নোরা এতক্ষণ নিজের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল—হঠাৎ হেসে হাততালি দিয়ে ওঠে।]

র‍্যাংক : এ কথায় হাসলেন যে? আপনি কি সত্যি করে জানেন সম্প্রদায়টি কী?

নোরা : আপনার ভয়ংকর সেকেলে সম্প্রদায় দিয়ে আমি কী করব? আমি অন্য একটা ব্যাপারে হাসছিলাম। ভীষণ মজার একটা ব্যাপার। আচ্ছা বলুন তো ডাক্তার র‍্যাংক, ব্যাংকে যারা কাজ করে তারা সবাই কি টোরভাল্ডের উপর নির্ভরশীল?

র‍্যাংক : এটাই কি আপনার ভীষণ মজার ব্যাপার?

নোরা : [হেসে গুনগুন করে] হ্যাঁ, ওটা আমার জানা দরকার। ওটাই আমার জানা দরকার। [ঘরময় পায়চারি করতে করতে] হ্যাঁ, ভাবতেই ভীষণ ভালো লাগে যে টোরভাল্ড এতগুলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। [পকেট থেকে একটি থলি বের করে] ডাক্তার র‍্যাংক, মাকারুন খাবেন?

র‍্যাংক : মাকারুন? আরে আরে। ওটা তো এখানে নিষিদ্ধ জানতাম।

নোরা : হ্যাঁ। তবে এই ক্রিস্টিনা কয়েকটা দিল।

লিন্ডে : কী? কিন্তু আমি তো...

নোরা : না, না, ভয় পেয়ো না। টোরভাল্ড যে এই পদার্থটি নিষিদ্ধ করেছে সে তো আর তুমি জানতে না। ব্যাপারটা হল টোরভাল্ডের ভয় মাকারুন খেলে আমার দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যাত—এই একটাই তো। কী বলেন। ঠিক না ডাক্তার র‍্যাংক? এইবার [একটা মাকারুন ডাক্তার র‍্যাংকের মুখে পুরে দেয়।] তুমিও একটা নাও ক্রিস্টিনা। তাহলে আমিও একটা নিই, এই এতটুকুন, ছোট্ট একটি। ইচ্ছে করলে অবশ্য আরো একটি আমি নিতে পারি। তবে দুটোর বেশি নেব না। [আবার পায়চারি শুরু করে।] আহা আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। পৃথিবীতে এখন শুধু আমার একটা জিনিস চাই। সাংঘাতিকভাবে চাই।

র‍্যাংক : তাই? জিনিসটা কী?

নোরা : একটা কিছু যেটা আমি শুধু টোরভাল্ডের সামনে বলব বলে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছি।

র‍্যাংক : তাহলে বলছেন না কেন?

নোরা : সাহসে কুলোচ্ছে না। ব্যাপারটা খুব খারাপ।

লিন্ডে : খারাপ?

র‍্যাংক : তাহলে না–বলাই ভালো। যদিও আমাদের কাছে.....আচ্ছা টোরভাল্ডের সামনেই বলতে হবে ব্যাপারটা এমন কী?

নোরা : সত্যি আমি সাংঘাতিকভাবেই বলতে চাইছি কথাটা। বলতে চাইছি আমি অভিশপ্ত!

র‍্যাংক : আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।

লিন্ডে : হায় ঈশ্বর! নোরা—

র‍্যাংক : ঠিক আছে ঐ যে হেলমার আসছে, বলুন।

নোরা : [মাকারুন লুকাতে লুকাতে] চুপ চুপ! [হেলমার তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এক হাতের উপর কোট ও অন্য হাতে হ্যাট।]

নোরা : [হেলমারের কাছে গিয়ে] টোরভাল্ড, ছাড়া পেলে শেষপর্যন্ত?

হেলমার : হ্যাঁ, গেছে।

নোরা : পরিচয় করিয়ে দিই, এই হল ক্রিস্টিনা, এখন শহরে চলে এসেছে।

হেলমার : ক্রিস্টিনা? ইয়ে—আমি ঠিক....

নোরা : মিসেস লিন্ডে। আহা টোরভাল্ড, ক্রিস্টিনা লিন্ডে।

হেলমার : ও হো, তাই বল। ছোটবেলায় আপনারা একসঙ্গে ছিলেন, তাই না?

লিন্ডে : হ্যাঁ, তখন আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম।

নোরা : অনেক দূর থেকে ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

হেলমার : আমার সঙ্গে?

নোরা : ক্রিস্টিনা অফিসের কাজে দারুণ! ও এখন একজন সত্যিকারের দক্ষ লোকের সঙ্গে কাজ করতে চায়—তাহলে আরো ভালো করে কাজটা শিখতে পারে।

হেলমার : এটা তো সত্যি বুদ্ধিমতীর কাজ।

নোরা : তুমি ব্যাংক ম্যানেজার হয়েছ শুনেই দেরি না করে ছুটতে ছুটতে এসেছে। এরা নাকি টেলিগ্রামের মাধ্যমে তোমার ম্যানেজার হবার খবর পেয়েছে। তুমি ওর জন্য নিশ্চয়ই কিছু একটা করবে, তাই না? আমাকে খুশি করার জন্য হলেও করবে। কি, করবে না?

হেলমার : হ্যাঁ, তা হয়ত, এটা তেমন অসম্ভব কিছু নয়—মিসেস লিন্ডে আমার মনে হয় আপনার স্বামী—

লিন্ডে : জি। উনি নেই।

হেলমার : আপনার তো বাণিজ্যিক কাজটাজের অভিজ্ঞতা আছে, তাই না?

লিন্ডে : হ্যাঁ, তা কিছুটা আছে।

হেলমার : তাহলে অসুবিধা নেই। একটা কিছু খুঁজে বের করা যাবে।

নোরা : বাহবা। এইতো! দেখলে?

হেলমার : মিসেস লিন্ডে, আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসেছেন।

লিন্ডে : ওহ্, কীভাবে যে কৃতজ্ঞতা জানাব।

হেলমার : না, না, তার প্রয়োজন নেই.... [ওভারকোট পরে নেয়] তবে এখন যে আমাকে যেতে হচ্ছে।

র‍্যাংক : দাঁড়াও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। [সে হলঘর থেকে পশমি কোটটা নিয়ে এসে স্টোভে গরম করে।]

নোরা : টোরভাল্ড, দেরি করো না।

হেলমার : ঘণ্টাখানেক। তার বেশি না।

নোরা : ক্রিস্টিনা, তুমিও যাচ্ছ নাকি?

লিন্ডে : [বাইরে যাবার কাপড়চোপড় পরে নেয়] হ্যাঁ, যাই। একটা থাকার জায়গা তো ঠিক করতে হবে।

হেলমার : ঠিক আছে, তাহলে চলুন একত্রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।

নোরা : [লিন্ডেকে সাহায্য করতে করতে] লজ্জা লাগছে। আমাদের এখানে জায়গা এত কম যে কী বলব—আমরা হয়ত—

লিন্ডে : আরে না, না। তোমাকে এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ঠিক আছে, আবার তো দেখা হবে। নোরা, আমার জন্য তুমি এত কিছু করলে। দারুণ খুশি লাগছে।

নোরা : আপাতত বিদায় তাহলে—আজ সন্ধ্যায় কিন্তু তুমি আসছ। আসবে না? আপনিও ডাক্তার র‍্যাংক। কি, মন চাইলে? না, না, আসতেই হবে। ঠাণ্ডা লাগবে, ভালো করে জড়িয়ে নিন। [কথা বলতে বলতে তারা হলঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সিঁড়িতে বাচ্চাদের শব্দ পাওয়া যায়।]

এই যে এসে পড়েছে, এসে পড়েছে।

[দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। আয়া অ্যানা মারিয়া বাচ্চাদের নিয়ে প্রবেশ করে।] এস, এস, ভিতরে এস। [একটু নুয়ে বাচ্চাদের চুমু খায়] আচ্ছা, আমার লক্ষ্মী ছানা। দেখ, ক্রিস্টিনা আমার বাচ্চাগুলো মিষ্টি না?

র‍্যাংক : ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে গল্প করাটা বোধহয় ঠিক হবে না।

হেলমার : আসুন মিসেস লিন্ডে, আমরা যাই, এখানে মা আর বাচ্চার ব্যাপার। আমাদের কিছু করার নেই। [হেলমার, র‍্যাংক ও মিসেস লিন্ডে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়। আয়া বাচ্চাদের নিয়ে ভিতরে আসে। নোরা হলঘরের দরজা বন্ধ করে বাচ্চাদের অনুসরণ করে।]

নোরা : বাহ্, বেশ খরখরে মনে হচ্ছে—ফ্রেশ। গোলাপি গোলাপি গাল। গোলাপ আর আপেলের মতো। [পরবর্তী অংশটি চলার সময় বাচ্চারা তার সাথে কিচিরমিচির করে গল্প করতে থাকে।]

বাইরে ঘুরতে ভালো লেগেছে? ভালো, ভালো, বেশ ভালো। এমি আর ববকে স্লেজে করে টেনে নিয়েছ তাই না, দুইজনকে একসঙ্গে পারলে? মাগো—ভাবতে পার, দুইজনকে—তুমি তো বড় হয়ে গেছ আইভার। মস্ত জোয়ান। দেখি, দেখি, ওকে একটু দাও, একটু কোলে নিই। [আয়াকে] দাও—এইতো আমার পুতুল বাচ্চা। [নোরা আয়ার কাছ থেকে সবচেয়ে ছোটটিকে কোলে তুলে নেয় এবং নাচতে থাকে।] হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা ববের সাথেও নাচবে। দাঁড়াও। কী? কী করেছ? তুষার বল খেলেছ? ইশ্ আমি কেন গেলাম না? তাহলে বেশ মজা হত তাই না? না, না, ওদের নিও না। [আয়াকে] আমার কাছে একটু থাকুক। দাঁড়াও আমি কাপড়চোপড় খুলে

দিচ্ছি। আহা আমাকে করতে দাও—এইতো আনন্দের। হায় হায়—তুমি দেখি একেবারে জমে গেছ। যাও, পাশের ঘরে স্টোভে তোমার জন্য গরম কফি আছে, যাও। [আয়া বাঁ-দিকের ঘরে চলে যায়। নোরা বাচ্চাদের বেড়ানোর কাপড়চোপড় খুলে এখানে-ওখানে ছুড়ে দেয়—বাচ্চারা সবাই সমস্বরে কথা বলতে থাকে।]

হ্যাঁ, তাহলে একটা বিরাট কুকুর তোমাদের পিছনে পিছনে এসেছিল? কিন্তু তোমাদের কামড়ায় নি তাই না? না, কুকুর পুতুলের মতো সুন্দর বাচ্চাদের কামড়ায় না। এই, আইভার, না না বাবা ওগুলো খুলো না। তাহলে কিন্তু হবে না। বল তো এর মধ্যে কী আছে? আহ, জানতে ইচ্ছে করছে, তাই না? না না, তেমন মজার কিছু নেই। তুমি খেলতে চাচ্ছ? কী খেলবে বল? লুকোচুরি? আচ্ছা ঠিক আছে চল আমরা লুকোচুরি খেলি। বব, বাবু, প্রথম তুমি। তুমি প্রথম লুকাও। আমি? আমি লুকাব? আচ্ছা ঠিক আছে আমিই প্রথম লুকাচ্ছি।

[নোরা আর বাচ্চারা এই ঘর এবং ডানদিকের ঘরে দৌড়াদৌড়ি হাসাহাসি হৈচৈ করে খেলতে থাকে। শেষে নোরা গিয়ে টেবিলের নিচে লুকায়। বাচ্চারা ছুটে আসে। মাকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর একটি চাপা হাসির শব্দ শুনে তারা টেবিলের দিকে ছুটে যায়। টেবিলের কাপড় ওঠায় এবং মাকে দেখতে পায়। সবাই মিলে বিকট চিৎকার করে ওঠে। সে হালুমহুলুম করে বাচ্চাদের ভয়-দেখানোর ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসে। আবার সেই চিৎকার। এই হুটোপুটির মাঝে বাইরে দরজায় কেউ একজন ঠকঠক করছিল—হৈচৈ-এর মাঝে শোনা যায় নি। দরজাটা অর্ধেক খুলে যায়—ক্রোগস্ট্যাডকে দেখা যায়। খেলা চলছে দেখে সে একটু অপেক্ষা করে।]

ক্রোগস্ট্যাড : মাফ করবেন, মিসেস হেলমার—

নোরা : [হাঁফাচ্ছে। চমকে ঘোরে। দাঁড়াতে যায়।] ওহ্—আপনি! আপনি কী চান?

ক্রোগস্ট্যাড : দুঃখিত, সামনের দরজাটা খোলা ছিল। কেউ হয়ত বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

নোরা : [উঠে দাঁড়ায়] ও তো নেই মিস্টার ক্রোগস্ট্যাড।

ক্রোগস্ট্যাড : হ্যাঁ, আমি জানি।

নোরা : তাহলে—আপনি কী চান?

ক্রোগস্ট্যাড : আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

নোরা : কী? কী কথা? [শান্তভাবে বাচ্চাদেরকে] তোমরা একটু দাইমার কাছে যাও, কেমন? কী? না, না, এ অচেনা লোকটি মাকে কিছু বলবে না, এখনি চলে যাবে। তারপর আমরা আবার খেলা করব—যাও। [সে বাঁ-দিকের দরজা

দিয়ে বাচ্চাদের বের করে দেয়। ওরা বেরিয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর চাপা উত্তেজনা এবং সতর্কতার সাথে।] আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন?

ক্র্যোগস্ট্যাড : হ্যাঁ।

নোরা : আজই? কিন্তু মাসের প্রথম তো এখনো আসে নি।

ক্রোগস্ট্যাড : না, তা আসে নি। আজ বড়দিন, বড়দিনের আনন্দ মাটি হোক এমন কিছু আপনি নিশ্চয়ই করবেন না।

নোরা : কী চান আপনি? আজ কোনো ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়—

ক্রোগস্ট্যাড : ও ব্যাপারে নয়। এ প্রসঙ্গটা একটু আলাদা। আপনার কি একটু সময় হবে?

নোরা : হ্যাঁ, তা হয়ত হবে, তবে—

ক্রোগস্ট্যাড : ব্যাস্ তাহলে ঠিক আছে, অলসেনের রেস্তোরাঁতে এতক্ষণ বসেছিলাম। আপনার স্বামীকে যেতে দেখলাম।

নোরা : তাই!

ক্রোগস্ট্যাড : একজন মহিলা সঙ্গে।

নোরা : হ্যাঁ, তো কী হয়েছে?

ক্রোগস্ট্যাড : যদি কিছু মনে না করেন—মহিলাটি কি মিসেস লিন্ডে?

নোরা : হ্যাঁ।

ক্রোগস্ট্যাড : শহরে এসেছে বেশি সময় হয় নি বোধহয়?

নোরা : না—আজই।

ক্রোগস্ট্যাড : আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাকি?

নোরা : হ্যাঁ, খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি তার সম্বন্ধে এত খোঁজ নিচ্ছেন কেন?

ক্রোগস্ট্যাড : আমিও তাকে একসময় চিনতাম।

নোরা : আমি জানি।

ক্রোগস্ট্যাড : তাই! আপনিও জানেন? আমি অবশ্য তাই ভেবেছিলাম। তাহলে আমি আপনাকে সরাসরিই জিজ্ঞেস করতে পারি। মিসেস লিন্ডে কি ব্যাংকে কোনো চাকরির ব্যাপারে এসেছেন?

নোরা : এ-কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আর আপনার সাহসই বা কী করে হচ্ছে? আপনি আমার স্বামীর একজন অধস্তন কর্মচারী। ঠিক আছে, জিজ্ঞেস যখন করেই ফেলেছেন তখন বলি—হ্যাঁ। হ্যাঁ, সে চাকরির জন্যই এসেছে এবং পাবেও। আমিই তার কথা বলেছি—আশা করি এখন আপনি বুঝতে পারছেন, মিস্টার ক্রোগস্ট্যাড।

ক্রোগস্ট্যাড : হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি।

নোরা : [পায়চারি করে] মহিলা হলেই তার প্রভাব কম থাকবে এটাই বোধহয় আপনার মনে হয়? আসলে ব্যাপারটি ঠিক নয়—মিস্টার ক্রোগস্ট্যাড তাছাড়া অধস্তন কর্মচারীদের এমন কাউকে চটানো ঠিক নয়, বিশেষ করে যাদের—যা হোক—

ক্রোগস্ট্যাড : যাদের প্রভাব আছে?

নোরা : ঠিক ধরেছেন।

ক্রোগস্ট্যাড : [কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে] মিসেস হেলমার, তাহলে দয়া করে আমার ব্যাপারে একটু বলবেন। একটু প্রভাব—

নোরা : কীভাবে? আপনার কী হয়েছে?

ক্রোগস্ট্যাড : ব্যাংকে আমার চাকরিটা যেন থাকে দয়া করে এইটুকু যদি করতেন—

নোরা : কী বলছেন? আপনার চাকরি নিচ্ছে কে?

ক্রোগস্ট্যাড : আপনি সবই জানেন। আমার কাছে না-জানার ভান করার কি কোনো প্রয়োজন আছে? আমাকে এভাবে গুঁতো দিয়ে ফেলে দেয়াটা বোধহয় আপনার বন্ধুর উচিত হবে না—তাছাড়া এখন তো আমি জেনে গেলাম যার জন্যে চাকরি খোয়াচ্ছি সে মানুষটি কে।

নোরা : কিন্তু আপনি কেন চাকরি খোয়াবেন?

ক্রোগস্ট্যাড : হ্যাঁ, তা অবশ্য, অবশ্যই, কিন্তু এপাশ-ওপাশ পিটাবার তো প্রয়োজন নেই—আমি আপনাকে বলছি, যেহেতু এখনো হাতে সময় আছে, ব্যাপারটি যাতে না ঘটে সেই চেষ্টাই করুন। প্রভাবটা ওখানেই একটু খাটান।

নোরা : কিন্তু ওরকম প্রভাব আমার নেই।

ক্রোগস্ট্যাড : নেই? একটু আগেই তো আপনি বললেন—

নোরা : কথাটা আমি ওভাবে বলি নি, তাছাড়া আপনি কেমন করে ভাবলেন যে আমার স্বামীকে এসব ব্যাপারে আমি প্রভাবিত করতে পারব?

ক্রোগস্ট্যাড : মানে, আমি আপনার স্বামীকে তার ছাত্রজীবন থেকেই চিনি জানি। আমার মনে হয় আমাদের মহান ব্যাংক-ম্যানেজার অন্য স্বামীদের মতোই হবেন। অতটা একগুঁয়ে একরোখা নন। স্বামীদের কিছুটা নমনীয় তো হতেই হয়।

নোরা : আমার স্বামী সম্পর্কে কোনো অসম্মানজনক কথা বললে এখনই আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

ক্রোগস্ট্যাড : আপনার তো বেশ সাহস।

নোরা : আপনাকে আমার আর কোনো ভয় নেই। বড়দিনের পরে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সবকিছু পরিষ্কার করে আমি মুক্ত হয়ে যাব।

ক্রোগস্ট্যাড : [কিছুটা সংযত হয়ে] শুনুন মিসেস হেলমার। প্রয়োজন হলে জীবনে

বাঁচার জন্য যেরকম লড়তে হয়, ব্যাংকে আমার ঐ ক্ষুদ্র চাকরিটি টিকিয়ে রাখার জন্য আমি সেভাবেই লড়ে যাব।

নোরা : হ্যাঁ, তাইতো মনে হয়।

ক্রোগস্ট্যাড : টাকার জন্য আমি ভাবি না, ওটা এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলেই অন্য একটা ব্যাপার আছে—হ্যাঁ, আপনাকে বলা যায়, ব্যাপারটা হল—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সবাই জানে, কয়েক বছর আগে আমি একটা বিপদে পড়েছিলাম।

নোরা : হ্যাঁ, মনে হয় শুনেছিলাম।

ক্রোগস্ট্যাড : এ নিয়ে নিয়মমাফিক কোনো মামলা-মোকদ্দমা হয় নি সত্য কিন্তু এই কারণেই আমার সব পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—আর সেই থেকেই এখন যেটা করছি বলে আপনি জানেন এই ব্যবসা আমাকে শুরু করতে হয়েছে। কোনো-না-কোনো উপায়ে আমাকে বাঁচতে তো হবে—আর এটা বোধহয় আমি জোর গলায় বলতে পারি যে অন্য অনেকের মতো তেমন খারাপ কিছু করি নি। যা হোক এখন আমি আর ওসব করতে চাই না, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একটু অন্যরকম বাঁচতে চাই। ছেলেরা বড় হচ্ছে। ওদের মুখের দিকে চেয়েই আমাকে শহরে একসময় আমার যে-সম্মানটুকু ছিল সেটা যতটুকু সম্ভব ফিরিয়ে আনতে হবে। আর সেই গন্তব্যের প্রথম পদক্ষেপই হল আমার ব্যাংকের এই চাকরিটা। এই সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠতে যাচ্ছি—তখনই আপনার স্বামী আমাকে লাথি মেরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিচ্ছেন সেই পুরাতন পাঁকে।

নোরা : আমি সত্যিই বলছি আপনাকে সাহায্য করার মতো শক্তি আমার নেই।

ক্রোগস্ট্যাড : আপনি করতে চাচ্ছেন না তাই এটা বলছেন। আপনি করতে বাধ্য হবেন এরকম পথও কিন্তু আমার জানা আছে।

নোরা : আপনার কাছ থেকে আমি টাকা ধার করেছি এটা আশা করি আপনি আমার স্বামীকে বলবেন না?

ক্রোগস্ট্যাড : হ্যাঁ, এই তো—যদি বলি।

নোরা : তাহলে আপনি একটি জঘন্য কাজ করবেন। [ধরা গলায়] এই গোপনীয়তাটুকু নিয়েই আমি এতকাল গর্ব করেছি। কুৎসিত আর কঠোরভাবে এ-কথাটা কেউ তাকে শোনাবে সেটা আমার সহ্য হবে না। আর সেটা যদি আপনার মতো একজন মানুষের কাছ থেকে শোনে তাহলে ব্যাপারটা আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেবে।

ক্রোগস্ট্যাড : শুধুই কি অস্বস্তিকর?

নোরা : [প্রবল শক্তিতে] ঠিক আছে বলুন তাকে—কিন্তু মনে রাখবেন কাজটা আপনার জন্যে খুব ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। আমার স্বামী বুঝতে পারবেন

কতটা নীচ প্রকৃতির মানুষ আপনি আর সেক্ষেত্রে চাকরিটা আপনি নির্ঘাত খোয়াবেন।

ক্রোগস্ট্যাড : আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি কি শুধু পারিবারিক অস্বস্তিকর অবস্থার ভয় করছেন? নাকি অন্য কিছু?

নোরা : আমার স্বামী জানতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই আপনার পাওনা টাকাটা মিটিয়ে দেবেন। তার পরে আর কী? আপনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকার তো কথা নয়।

ক্রোগস্ট্যাড : [নোরার দিকে একটু এগিয়ে] শুনুন মিসেস হেলমার, হতে পারে আমার স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর নয় অথবা আপনি ব্যবসাপাতি সম্পর্কে তেমন কিছুই বোঝেন না। আমার বোধহয় আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

নোরা : বলুন!

ক্রোগস্ট্যাড : আপনার স্বামী যখন অসুস্থ তখন আপনি আমার কাছে বারো'শ ডলার ধার নিতে এসেছিলেন।

নোরা : হ্যাঁ। সে তো আমি আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে।

ক্রোগস্ট্যাড : আমি কথা দিয়েছিলাম টাকার একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব—

নোরা : এবং সেটা আপনি দিয়েছেনও।

ক্রোগস্ট্যাড : তবে কয়েকটি শর্তে সেটা আমি করেছিলাম। স্বামীর অসুস্থতায় আপনি তখন দিশেহারা এবং দক্ষিণে যাবার খরচের ব্যাপারে দারুণ উদ্বিগ্ন, তখন এটা খুবই সম্ভব যে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আপনি অতটা সচেতন বা গভীরভাবে দেখেন নি। সেই কথাগুলো এখন যদি আপনাকে আবার আমি মনে করিয়ে দিই তাহলে হয়তো অসঙ্গত হবে না। যাহোক, একটি হ্যান্ডনোট-এর মাধ্যমে টাকার ব্যবস্থা আমি করব বলেছিলাম এবং সেভাবেই হ্যান্ডনোট তৈরি করেছিলাম।

নোরা : হ্যাঁ। সেটা আমি সইও করেছি।

ক্রোগস্ট্যাড : ঠিক তাই। তবে হ্যান্ডনোটের নিচে আপনার বাবাকে জামানত করে কয়েকটি লাইন আমি লিখে দিয়েছিলাম। সেটা সই করার কথা ছিল আপনার বাবার।

নোরা : ছিল কি? উনি তো সেটা সইও করেছেন।

ক্রোগস্ট্যাড : আমি তারিখের জায়গাটা খালি রেখেছিলাম। এইজন্য রেখেছিলাম যে আপনার বাবা যেদিন সই করবেন সেই দিনের তারিখটা বসিয়ে দেবেন। মনে আছে?

নোরা : হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়—

ক্রোগস্ট্যাড : তারপর ডাকে আপনার বাবার কাছে পাঠাবার জন্য কাগজপত্রগুলো আপনার হাতে দিয়েছিলাম। ঠিক তো?

নোরা : হ্যাঁ।

ক্রোগস্ট্যাড : এবং সেটা আপনি নির্ঘাত সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ মাত্র পাঁচ-ছয় দিন পরেই আপনার বাবার সই-করা সেই কাগজপত্র আপনি আমার কাছে ফেরত নিয়ে এসেছিলেন এবং আপনার হাতে আমি টাকাগুলো দিয়েছিলাম।

নোরা : ঠিক আছে। কিন্তু আপনার টাকা কি আমি নিয়মিত পরিশোধ করি নি?

ক্রোগস্ট্যাড : হ্যাঁ। একেবারে নিয়মিতই করেছেন। কিন্তু আপনার কথাতেই ফিরে যাই। আপনি তখন দিশেহারা। আপনার জীবনের সেটা একটি দুঃসময় ছিল মিসেস হেলমার।

নোরা : হ্যাঁ, তাইই ছিল।

ক্রোগস্ট্যাড : আপনার বাবাও তখন মরণাপন্ন। তাই না?

নোরা : হ্যাঁ, মুমূর্ষু অবস্থা।

ক্রোগস্ট্যাড : এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মারা গেলেন?

নোরা : হ্যাঁ।

ক্রোগস্ট্যাড : এখন আমাকে বলুন মিসেস হেলমার, আপনার বাবার মৃত্যুর দিনটি কি আপনার মনে আছে? মানে আমি বলছি, মৃত্যুর তারিখটি?

নোরা : সেপ্টেম্বরের উনত্রিশ তারিখে বাবা মারা যান।

ক্রোগস্ট্যাড : হ্যাঁ। ঠিক তাই। তারিখের ব্যাপারে আমি নিজেও খোঁজখবর করেছি। এবং এই তারিখটিই আমাদের একটা অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে এসেছে—[একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে] দেখুন ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না।

নোরা : অদ্ভুত? কী বলছেন? এখানে অদ্ভুত তো কিছু নেই।

ক্রোগস্ট্যাড : মিসেস হেলমার, অদ্ভুত জিনিসটা হল আপনার বাবা তার মৃত্যুর তিনদিন পর এই কাগজে সই করেছেন।

নোরা : সেটা কেমন করে? কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্রোগস্ট্যাড : ২৯শে সেপ্টেম্বর আপনার বাবা মারা গেছেন। কিন্তু দেখুন, আপনার বাবার সইয়ে তারিখটা ২রা অক্টোবর। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় মিসেস হেলমার?

[নোরা চুপচাপ। কোনো কথা নেই] এ সম্পর্কে আপনার কী বলার আছে? [নোরা এখনো চুপচাপ]

এ ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অদ্ভুত এবং এর চেয়েও অদ্ভুত হল '২রা অক্টোবর এবং সাল'। এ-দুটো আপনার বাবার হাতের লেখা নয়। তবে এ হাতের লেখা আমার মনে হচ্ছে আমি চিনি। এটার অবশ্য একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। আপনার বাবা হয়ত সই করে তারিখটা বসাতে ভুলে

গেছেন। অন্য কেউ হয়ত ভেবেচিন্তে তারিখটা বসিয়েছেন, আপনার বাবা যে মারা যাবেন সেটা হয়তো তার তখন জানা ছিল না। এটা অবশ্য দোষের কিছু না। কিন্তু সইটাই হল আসল। সইটা তো আসল, তাই না মিসেস হেলমার? আপনার বাবা নিজের হাতেই তো তাঁর নাম লিখেছিলেন, তাই না?

নোরা : [একমুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর মাথাটা একটু পেছন দিকে বাঁকিয়ে অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে] না, বাবা নয়। বাবার নামটা আমিই লিখেছিলাম।

ক্রোগস্ট্যাড : দেখুন মিসেস হেলমার। আপনি কিন্তু সাংঘাতিক বিপজ্জনক স্বীকারোক্তি করছেন।

নোরা : কেন? তা কেন হবে? আপনি তো আপনার টাকা পেয়েই যাচ্ছেন।

ক্রোগস্ট্যাড : একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কাগজগুলো আপনি আপনার বাবার কাছে কেন পাঠান নি?

নোরা : আমি পারি নি ; বাবা তখন সাংঘাতিক অসুস্থ। তারমধ্যে এ-কথা বলিই বা কেমন করে। তাছাড়া টাকার কথা বললেই কারণ জানতে চাইতেন। যেখানে তিনি নিজেই এত অসুস্থ সেখানে আমার স্বামীর অসুস্থতার কথা তাঁকে কী করে শোনাই। আমি পারি নি।

ক্রোগস্ট্যাড : এমতাবস্থায় বিদেশে না-যাওয়াটাই আপনার জন্য ভালো হত।

নোরা : সেটাও আমি করতে পারি নি। এই ভ্রমণের কারণে আমার স্বামী বেঁচে উঠবে—নয়তো বাঁচবে না—সেক্ষেত্রে আমি না গিয়ে পারি?

ক্রোগস্ট্যাড : কিন্তু সেজন্য আমার মতো মানুষকে আপনি ফাঁকি দিয়ে বিপদে ফেলেছেন এ-কথাটা একবারও মনে আসে নি?

নোরা : এটা নিয়ে চিন্তা করার সময় তখন ছিল না। আপনার সম্পর্কে আমি ভাবিই নি। আমার স্বামীর মরণাপন্ন অবস্থা জেনেও আপনি যেভাবে দেরি করছিলেন এবং সবকিছু জটিল করছিলেন সেটাই আমার সহ্য হচ্ছিল না।

ক্রোগস্ট্যাড : মিসেস হেলমার, আপনি এখনো ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না আপনার অপরাধ কোথায়। কী বলছি শুনুন— যে কারণে বা যে অপরাধে আজকে আমার এই অবস্থা, এত বদনাম, সেটা আপনার অপরাধের চেয়ে বেশি ছিল না, বা অতটা খারাপও ছিল না।

নোরা : আপনি, আপনি কি এই বলতে চাচ্ছেন যে আপনার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করার জন্য আপনি আরো সাহসী কিছু করতেন?

ক্রোগস্ট্যাড : আইন কিন্তু উদ্দেশ্য দেখে না মিসেস হেলমার।

নোরা : তাহলে সেটা কোনো আইনই নয়। অর্থহীন।

ক্রোগস্ট্যাড : অর্থপূর্ণ অথবা অর্থহীন যাই হোক, এই কাগজ যদি আমি কোর্টে দাখিল করি তাহলে সেই আইন আপনার বিচার করবে।

নোরা : এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। মৃত্যুপথযাত্রী একজন বাবার দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ কমিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব বা অধিকার কি তার কন্যার নেই? স্বামীর জীবন রক্ষার অধিকার কি স্ত্রীর নেই? আইন সম্বন্ধে আমি তেমন কিছু জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আইনে এই ব্যাপারটিকে কোথাও-না-কোথাও বৈধ করা হয়েছেই। আপনি একজন আইনজীবী, আপনি জানেন না? না-জানলে আপনি একজন মূর্খ আইনজীবী মিস্টার ক্রোগস্ট্যাড।

ক্রোগস্ট্যাড : হতে পারে। কিন্তু আমি-যে আমার করণীয় কাজ বুঝি এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। বিশেষ করে যে-কাজে আপনি এবং আমি দুজনই জড়িত। ঠিক আছে, আপনি যা বোঝেন তাই করুন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, দ্বিতীয়বারের মতো আমাকে যদি আবার ছুড়ে ফেলে দেয়া হয় তাহলে আপনার অবস্থাও কিন্তু আমার মতো হবে এই বলে গেলাম। [মাথা নেড়ে অভিবাদন করে হলঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

নোরা : [একটু সময় ভাবে ; তারপর মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে] যত্তসব বাজে কথা! আমাকে ভয় দেখাচ্ছে! অতটা বোকা আমি নই। [বাচ্চাদের কাপড়চোপড় গোছগাছ করায় নিজেকে ব্যস্ত করে—কিন্তু একটু পরেই থেমে যায়।] কিন্তু—না, সেটা সম্ভব নয়—আমি যা করেছি আমার ভালোবাসার জন্য করেছি।

বাচ্চারা : [বাঁ-দিকের দরজার কাছে] মাম্মি, অচেনা লোকটা সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

নোরা : হ্যাঁ,হ্যাঁ, আমি জানি। শোনো, এই অচেনা লোকটার কথা তোমরা কাউকে কিছু বলবে না, কেমন? বাবাকেও না, মনে থাকবে?

বাচ্চারা : আচ্ছা, বলব না আমরা। এখন তুমি আমাদের সাথে খেলবে না?

নোরা : না বাবা, এখন না।

বাচ্চারা : কিন্তু মাম্মি, তুমি কথা দিয়েছিলে?

নোরা : হ্যাঁ, দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন যে পারছি না। তোমরা খেল গে যাও—এখন আমি ব্যস্ত। যাও খেল গে। এই তো লক্ষ্মীসোনা, যাও। [বাচ্চাদের আদর করে অন্য ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে এ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সোফার উপর বসে পড়ে। সুই সুতোর কাজ তুলে নেয়—একটা দুটো সুইয়ের ফোঁড় দিয়ে আবার থেমে যায়।] না! [সুই-সুতোর কাজ রেখে দেয়। উঠে দাঁড়ায়, হলঘরের দরজার দিকে যায়—ডাকে] হেলেনা—গাছটা নিয়ে এসো। [বাঁ-দিকের টেবিলের কাছে যায়। ড্রয়ারটা খোলে—তারপর আবার থামে।] না—এটা একদমই সম্ভব নয়।

হেলেনা : [ক্রিসমাস ট্রি নিয়ে প্রবেশ করে] কোথায় রাখব মা?

নোরা : এখানে, ঘরের মাঝখানে রাখো।

হেলেনা : আর কিছু লাগবে?

নোরা : না, না, সব আছে, তুমি যাও।

[হেলেনা গাছটি নামিয়ে রেখে চলে যায়।]

নোরা : [ব্যস্ত হয়ে গাছটি সাজাতে সাজাতে] এখানে একটি মোমবাতি... কিছু ফুল এখানটায়...লোকটা ভয়ঙ্কর। না, না, এ-সবই অর্থহীন....অর্থহীন। এরমধ্যে মন খারাপ করার কী আছে? ঠিক আছে দারুণ সুন্দর একটা গাছ বানাব টোরভাল্ড, তুমি যা যা ভালোবাস তার সবটুকু আমি করব। তোমার জন্য আমি নাচব, গান গাইব।

[কতগুলো কাগজ বগলে চেপে হেলমার প্রবেশ করে]

নোরা : ওমা, তুমি এরমধ্যেই ফিরলে?

হেলমার : হ্যাঁ, এখানে কেউ এসেছিল নাকি?

নোরা : এখানে? না তো!

হেলমার : কী অদ্ভুত! আমি যে ক্রোগস্ট্যাডকে গেট থেকে বেরোতে দেখলাম।

নোরা : দেখেছ নাকি? ওহ্ হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছ। ক্রোগস্ট্যাড এক পলকের জন্য এসেছিল।

হেলমার : নোরা, তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পারি ক্রোগস্ট্যাড কেন এসেছিল।

নোরা : কেন বল তো?

হেলমার : তার হয়ে দু-একটা সুন্দর কথা যাতে তুমি আমাকে বল সেই অনুরোধ করতেই এসেছিল।

নোরা : হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছ।

হেলমার : এবং কথাটা এমনভাবে বলবে যেন তোমার নিজের কথা। আমাকে কোনোমতেই বুঝতে দেবে না যে সে এখানে এসেছিল। কি, ঠিক না? এ-কথা সে বলে নি?

নোরা : হ্যাঁ, টোরভাল্ড, কিন্তু...

হেলমার : নোরা, নোরা, তুমি এরকম কাজ করতে পার? ওরকম একটা মানুষের সাথে কথা বলা, তাকে কথা দেয়া? সবচেয়ে খারাপ হল ওরকম একটা মানুষের হয়ে আমার কাছে মিথ্যে বলা!

নোরা : মিথ্যে!

হেলমার : তুমি বললে না কেউ এখানে আসে নি? [নোরার দিকে আঙুল নাচিয়ে] আমার ছোট্ট গানের পাখি, আর কখনো এরকম করবে না। গানের পাখি অত্যন্ত পরিষ্কার গলায় সুরে গাইবে। কখনো বেসুরো হলে চলে না।

[নোরাকে গিয়ে ধরে] ব্যাপারটা সত্য, তাই না? হ্যাঁ, আমি জানতাম এটা সত্য। [নোরাকে ছেড়ে] যাক এ নিয়ে এখন আর কোনো কথা নয়। [স্টোভের পাশে বসে] আহ্ চমৎকার, আরাম লাগছে। [কাগজগুলোতে চোখ বুলাতে থাকে]

নোরা : [গাছটা নিয়ে একটু সময় ব্যস্ত হয়ে পড়ে] টোরভাল্ড?

হেলমার : হুঁ—

নোরা : আমি অস্থির হয়ে পরশুর জন্য অপেক্ষা করছি।

হেলমার : কেন? কেন?

নোরা : স্টেনবোর্গে পার্টি, বিলাসি-কাপড়চোপড়।

হেলমার : আর আমি 'অস্থির' হয়ে আছি আমার জন্য কোন্ চমকের পরিকল্পনা করেছ সেটা জানার জন্য।

নোরা : ওহ্—ওটা তো নেহাতই অর্থহীন.....

হেলমার : কোন্টা।

নোরা : আমি কী করব বুঝতে পারছি না। সবকিছু কেমন নীরস অর্থহীন মনে হচ্ছে।

হেলমার : তাহলে লক্ষ্মীমেয়ে নোরা এটা বুঝতে পেরেছে?

নোরা : [হেলমারের চেয়ারের পিছনে, চেয়ারের গায়ে হাত রেখে] তুমি কি খুব ব্যস্ত, টোরভাল্ড?

হেলমার : কিছু বলবে ? ...

নোরা : কী কাগজ ওগুলো?

হেলমার : ব্যাংকের।

নোরা : শুরু হয়ে গেছে?

হেলমার : কর্মচারী আর কাজের পদ্ধতিতে কিছু রদবদল করা দরকার। সেটা আমি করব। বিদায়ী ম্যানেজারকে আইনসম্মতভাবে এই অধিকার আমাকে দেয়ার জন্য বললাম। এই কাজে বড়দিনের সপ্তাহটা পুরো লেগে যাবে। নতুন বছরের শুরুতেই আমি সবকিছু একেবারে প্রস্তুত চাই।

নোরা : তাহলে সেজন্যেই বেচারি ক্রোগস্ট্যাড—

হেলমার : হুঁ—

নোরা : [এখনো চেয়ারের পিছনদিকটা ধরে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে হেলমারের চুলে হাত বুলাচ্ছে।] টোরভাল্ড, তুমি এতটা ব্যস্ত না হলে তোমাকে সাংঘাতিক একটা অনুরোধ করতাম।

হেলমার : আচ্ছা? কী সেটা বল।

নোরা : টোরভাল্ড, তোমার মতো রুচি আমি আর কারো মধ্যে দেখি না। ফেন্সি ড্রেস পার্টিতে কী পরে যাব, বলে দাও না! আমি চাই মানুষজন একটু দেখুক, মানে আমাকে যেন দেখতে ভালো লাগে আর কী!

হেলমার : আহা—তাহলে আমার ছোট্ট বৌটি দেখছি এবার অথৈ জলে পড়েছে। তুলে আনতে বাইরের সাহায্য লাগছে।

নোরা : হ্যাঁ টোরভাল্ড, তুমি সাহায্য না করলে আমি কিছুই করতে পারি না।

হেলমার : ঠিক আছে ঠিক আছে সেটা ভাবা যাবে। একটা কিছু ঠিক করে দেব।

নোরা : যাক বাঁচা গেল। [সে আবার গাছের কাছে যায়। নীরবতা] লাল ফুলগুলো এখানে কী সুন্দর লাগছে ... আচ্ছা ক্রোগস্ট্যাডের ব্যাপারটা একটু বল তো। সত্যিই কি খুব খারাপ—ও কী করেছিল?

হেলমার : একটা সই জাল করেছে। সই জাল করার ব্যাপারটা কতদূর কী সেটা কি তুমি বোঝ!

নোরা : সে নিরুপায় হয়েই কাজটা করেছে এমনও তো হতে পারে।

হেলমার : পারে। আবার অন্যদের মতো বোকামিও হতে পারে। আমি অবশ্য এতটা হৃদয়হীন নই যে একজন মানুষের একটা মাত্র ভুলের জন্য তাকে সোজাসুজি বরখাস্ত করব।

নোরা : না, না, সেটা তুমি করবে না, আমি জানি টোরভাল্ড। কিন্তু কী করবে?

হেলমার : অকপটে দোষ স্বীকার করে শাস্তি গ্রহণ করলে অনেক মানুষই আবার তার বদনাম ঘুচাতে পারে, আবার মুক্ত হতে পারে।

নোরা : শাস্তি!

হেলমার : কিন্তু ক্রোগস্ট্যাড সেরকম কিছু করে নি। নিজেকে বাঁচানোর জন্য ছলনা আর কৌশল অবলম্বন করেছে। এটাই তাকে ডুবিয়েছে।

নোরা : তুমি কি মনে কর এটা...।

হেলমার : একটু ভেবে দেখ, এরকম একজন জালিয়াতকে কী পরিমাণ মিথ্যা বলতে হয়, মানুষকে ঠকাতে কত রকম ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে হয়, তার কাছের মানুষগুলোর সামনেও তাকে কীভাবে মুখোশ পরে থাকতে হয়—হ্যাঁ, এমনকি তার বৌ ছেলেমেয়ের সামনেও। ভাবো তো, ছেলেমেয়ের সামনেও, এরচেয়ে সাংঘাতিক কী হতে পারে!

নোরা : কেন?

হেলমার : কারণ, এরকম মিথ্যার পরিবেশ সংক্রামক রোগের মতো ঘরের সবগুলো প্রাণীকে বিষাক্ত ও সংক্রামিত করে ফেলে। এ-ধরনের সংসারের বাচ্চারা শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যে-বাতাস গ্রহণ করে সেটাও অনিষ্টের জীবাণুতে পূর্ণ থাকে।

নোরা : [হেলমারের দিকে একটু ঝুঁকে] তুমি কি নিশ্চিত?

হেলমার : নোরা, একজন আইনজীবী হিসেবে এটা আমি বহু দেখেছি, তরুণদের মধ্যে যারা খারাপ হয়ে গেছে তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে একজন করে মিথ্যুক মা আছে। থাকবেই।

নোরা : শুধু মা'র কথা বলছ কেন?

হেলমার : সাধারণত মায়ের দোষেই এরকম হয়—তবে বাবার জন্য যে হয় না সে কথা বলা যায় না—এটা আইনজীবী মাত্রেই জানেন। আমি নিশ্চিত বলতে পারি এই ক্রোগস্ট্যাড লোকটি বহুকাল ধরে বাড়িতে গেছে আর তার ছেলেপুলেকে সমানে বিষাক্ত করেছে। ঠকবাজি আর মিথ্যা দিয়ে তাদের জীবন জর্জরিত করেছে। সেজন্যই আমি ওকে বলি নীতিভ্রষ্ট, পতিত। [নোরার দিকে হাত বাড়িয়ে] লক্ষ্মী নোরা, ওর হয়ে কোনো কথা তুমি আমাকে বোলো না। এই দয়াটুকু কর। কি, কথা দিলে তো? ও কী! হাতটা দাও। এই তো বেশ। শোনো এটা কিন্তু দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। তোমাকে বলছি শোনো, ওকে নিয়ে কাজ করা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ওরকম লোক পাশে থাকলেও নিজেকে অসুস্থ মনে হয়।

নোরা : [হাতটা সরিয়ে গাছের অপর প্রান্তে চলে যায়।] এখানে সাংঘাতিক গরম লাগছে। ইশ্ এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে।

হেলমার : [তার কাগজপত্র গুছিয়ে উঠতে উঠতে] হ্যাঁ, আমারও। রাতে খাবারের আগেই কাগজপত্রের অনেকগুলো দেখে ফেলতে হবে। তোমার কাপড়চোপড়ের ব্যাপারেও ভাবতে হবে। আচ্ছা, সোনালি কাগজে পুরে আমাকেও তো একটা কিছু এই গাছে ঝোলাতে হবে। [দুই হাতের মধ্যে নোরার মুখটা নিয়ে] লক্ষ্মী গানের পাখি। [দরজা বন্ধ করে হেলমার তার ঘরের দিকে চলে যায়]

নোরা : [প্রায় ফিসফিস করে—একটু পরে] না, না, এটা সত্য নয়—হতেই পারে না। না, সম্ভব নয়। এটা হয় না।

আয়া : [বাঁ-দিকের দরজায়] মা, ছেলেমেয়েরা তো তোমার কাছে আসতে চাইছে। ভীষণ কান্নাকাটি করছে!

নোরা : না,না। এখন আর আমার কাছে আসতে দিও না। তোমার কাছেই রাখ।

আয়া : ঠিক আছে, মা। [দরজা বন্ধ করে]

নোরা : [আশঙ্কায় শাদা হয়ে যায়] বাচ্চারা কলুষিত হয়ে যাবে—বিষ ছড়িয়ে পড়বে আমার ঘরে?

[একটু থামে—তারপর মাথাটা ঝাঁকি দেয়] না, সত্য নয়—এ-কথা সত্য নয়। এ হতে পারে না—কখনোই না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[একই ঘর। এককোনায় পিয়ানোর পাশে ক্রিসমাস ট্রি। গাছটায় রঙিন ফিতা জড়ানো। অগোছালো। নিভে যাওয়া মোমবাতির অংশগুলো এখানে ওখানে। নোরার বাইরে যাবার কাপড় সোফার উপর পড়ে আছে।
ঘরের মধ্যে একা নোরা অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। একপর্যায়ে সোফার পাশে এসে থামে এবং ক্লোকটা তুলে নেয়।]

নোরা : [ক্লোকটা আবার রেখে দেয়।] কেউ আসছে মনে হয়। [শোনার জন্য দরজার কাছে গিয়ে কান পাতে] নাহ্—কেউ তো নয়। অবশ্য আজ আর কেউ আসবে না, বড়দিন—কালকেও আসবে না। কিন্তু যদি...[নোরা দরজা খুলে বাইরে দেখে] না, একেবারে খালি—চিঠির বাক্সে কিছু নেই। [আবার ঘরে চলে আসে] যতসব বাজে কথা। এ-কথা সে বলতেই পারে না। ওরকম কিছু হয়ও না। এটা সম্ভব নয়—আমার তিন-তিনটি বাচ্চা! [একটা বড়সড় কার্ডবোর্ডের বাক্স নিয়ে আয়া বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।]

আয়া : ফ্যান্সি-ড্রেসের বাক্সটা শেষমেশ পেয়েছি।

নোরা : যাক ভালোই হল। ওখানে টেবিলের উপর রাখো।

আয়া : [টেবিলে রাখে] একেবারে বিচ্ছিরি অবস্থা।

নোরা : পুরোটাই কেটেকুটে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

আয়া : না, না, সেটা করতে হবে না। একটু ধৈর্য লাগবে, তাহলেই পুরোটা আবার ঠিক করা যাবে।

নোরা : হ্যাঁ, আমি গিয়ে মিসেস লিন্ডেকে নিয়ে আসি। ও একটু সাহায্য করতে পারবে।

আয়া : না, না, তার দরকার নেই। এই আবহাওয়ায় কোথাও বেরোবে না। একেবারে মরণ-ঠাণ্ডা লেগে যাবে মা, যেয়ো না।

নোরা : এরচেয়েও কঠিন ব্যাপার জীবনে আছে। যাহোক, বাচ্চারা কী করছে?

আয়া : কী আর করবে, খেলনাপাতি নিয়ে খেলছে। কিন্তু—

নোরা : আমার কথা খুব বেশি বলছে নাকি?

আয়া : বুঝতেই তো পার, মায়ের কাছে থাকলেই ওরা ভালো থাকে।

নোরা : কিন্তু আমি তো আগের মতো আর ওদের সঙ্গে থাকতে পারছি না।

আয়া : ঠিক আছে, বাচ্চামানুষ যে-কোনোকিছুতেই তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে পারে।

নোরা : তোমার তাই মনে হয়? আচ্ছা আমি যদি একেবারে চলে যাই ওরা আমাকে ভুলে যাবে?

আয়া : একেবারে চলে যাই মানে? কী সব কথা!

নোরা : না বল, দাইমা, মাঝে মাঝে আমি ভাবি— অচেনা অজানা মানুষের কাছে কীভাবে তুমি নিজের বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছ। একবারও বুকে লাগে নি?

আয়া : করতে হয়েছে, যাতে আমি আমার ছোট্ট নোরার কাছে দাইমা হয়ে থাকতে পারি।

নোরা : কিন্তু সেটা চাইলেই বা কী করে?

আয়া : কেন? এরকম একটা সুন্দর সুযোগ! কোনো হতভাগ্য কি এ সুযোগ হাতছাড়া করবে? তাছাড়া সেই অলক্ষ্মী ব্যাটাছেলে তো আমার জন্য কিছু করে নি!

নোরা : তোমার মেয়ে বোধহয় তোমাকে একেবারেই ভুলে গেছে।

আয়া : না, তা সে ভোলে নি। বিয়ে ঠিক হবার পর সে আমাকে চিঠি লিখেছে—বিয়ের পরও লিখেছে।

নোরা : [আয়াকে জড়িয়ে ধরে] লক্ষ্মী দাইমা, আমার সেই ছোট্টবেলায় তুমিই আমার মা ছিলে, এমন মা আমি আর দেখি নি।

আয়া : নোরা আমার! আমি ছাড়া তোমার আর তো কোনো মা ছিল না।

নোরা : আমি জানি, আমার বাচ্চাদেরও যদি মা না থাকে—তাহলে তুমিই— দেখ তো কীসব বাজে বকছি। [বাক্সটা খোলে] তুমি বরং ওদের কাছে যাও। আমি একটু শুধু...কালকে দেখো আমাকে কেমন লাগে।

আয়া : সেটা আমি জানি নোরা, মামণি। সারা অনুষ্ঠানে তোমার মতো সুন্দরী আর কেউ যাবে না। [সে বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]।

নোরা : [বাক্স খুলে এটাওটা বার করতে শুরু করে—একটু পরেই সবকিছু সরিয়ে রাখে] ওহ্—সাহস করে একবার যদি বেরোতে পারতাম! একবার যদি নিশ্চিত হতে পারতাম যে এখানে কেউ আসবে না—আমার অনুপস্থিতির সময়টাতে এখানে কিছুই ঘটবে না। কীসব অর্থহীন চিন্তা—কেউ আসবে না। না, এসব চিন্তা করাই উচিত না। এসব হিজিবিজি চিন্তা একেবারেই মুছে ফেলা উচিত। বাহ্, কী সুন্দর দস্তানা দুটো। না, চিন্তা কোরো না নোরা। চিন্তা কোরো না। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়—[সে চিৎকার করে] আহ্—ওরা আসছে আবার!

[সে দরজার দিকে যেতে শুরু করে—কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে যায়। হলঘরের দিক থেকে মিসেস লিন্ডে এসে প্রবেশ করে। সে তার বাইরের কাপড়চোপড় হলঘরে রেখে আসে]

নোরা : ওহ্ ক্রিস্টিনা, তুমি! বাইরে কেউ নেই তো? বেশ, এস, তুমি আসাতে ভালোই হল।

লিন্ডে : ওরা বলল তুমি আমাকে খোঁজ করতে গিয়েছিলে?

নোরা : হ্যাঁ, আমি তোমার ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একটা ব্যাপারে তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পার। এস, এস, এখানে সোফাটায় বস। বিষয়টা হল, উপরতলায় স্টেনবোর্গদের ওখানে আগামীকাল রাতে একটা ফ্যান্সি-ড্রেস পার্টি আছে। ক্যাপরিতে যে ট্যারান্টেলা নাচ শিখেছিলাম জেলেমেয়ের পোশাক পরে হেলমার আমাকে সেটা নাচতে বলছে।

লিন্ডে : ওমা—তাই নাকি! তাহলে তুমি সত্যি সত্যি নর্তকীর মতো নাচবে?

নোরা : হ্যাঁ, টোরভাল্ড বলে আমার নাকি নাচা উচিত। দেখ, এই হল কাপড়চোপড়। আমরা যখন বাইরে ছিলাম টোরভাল্ড আমার জন্য এটা বানিয়েছিল—দেখ তো দশা, ছিঁড়ে-টিড়ে—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কীভাবে....

লিন্ডে : আরে এটা ঠিক করা কোনো কঠিন কাজ নাকি? কয়েক জায়গায় সেলাই করে ইস্ত্রি করলেই ঠিক হয়ে যাবে। সুইসুতো আছে? আর কিছু লাগবে না।

নোরা : ওহ্ তুমি যে কী ভালো, ক্রিস্টিনা!

লিন্ডে : [সেলাই করতে করতে] তাহলে আগামীকাল একেবারে নর্তকীর সাজে। বলছি শোনো, এ কারণেই কাল আমি পলকের জন্য একবার আসব। এসে তোমার সাজগোজ দেখে যাব। এই দেখ ভুলে যাচ্ছি— গতকালের সন্ধ্যাটা কিন্তু দারুণ কেটেছে— সেজন্য তোমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ।

নোরা : [উঠে ঘরের ওপাশে যেতে যেতে] ওহ্—গতকাল.... না, অন্যসব বছরের মতো হয় নি—ইশ্ তুমি যদি আরো আগে শহরে আসতে ক্রিস্টিনা! এটা ঠিক, কীভাবে ঘর সাজাতে হয় এবং আরামদায়ক আর আকর্ষণীয় করতে হয় টোরভাল্ড সেটা জানে।

লিন্ডে : তুমিও কম জানো না। আচ্ছা, গতরাতে ডাক্তার র‍্যাংককে খুব মনমরা লাগল। সে কি সবসময়ই এরকম নাকি?

নোরা : মন খারাপ প্রায় সবসময়ই থাকে। কাল একটু বেশি ছিল মনে হয়। ডাক্তারের শরীরটা ভালো না—বেচারা! মেরুদণ্ডে ক্ষয় ধরেছে। কী করবে বল—ওর বাবা ছিলেন একটা জঘন্য লোক—একাধিক মেয়েমানুষ এবং ঐ জাতীয় ব্যাপার—এ ধরনের মানুষের ছেলেপুলের জীবন বড় কষ্টে কাটে।

লিন্ডে : [সেলাই করা থামায়] কিন্তু, তুমি এসব কোত্থেকে জানলে নোরা?

নোরা : [হাঁটাহাঁটি করতে করতে] আরে শোনো, তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে হতে হতে ডাক্তারিবিদ্যা-জানা কিছু মহিলার সাথে দেখাও হয়ে যায়, যোগাযোগও হয়ে যায়। ওদের কাছ থেকেই শোনা এসব গল্প।

লিন্ডে : [একটু চুপ করে থাকে। তারপর সেলাই শুরু করে।] ডাক্তার র‍্যাংক প্রতিদিন তোমাদের এখানে আসেন?

নোরা : হ্যাঁ, হ্যাঁ। টোরভাল্ড আর ডাক্তার তো ছেলেবেলা থেকেই বন্ধু। সেই সুবাদে সে আমারও খুব কাছের মানুষ। ডাক্তার এখন আমাদের পরিবারের একজনই বলতে পার।

লিন্ডে : লোকটা কেমন বল তো? মানে, আন্তরিক তো? সে বোধহয় কথা দিয়েই লোককে খুশি করতে পছন্দ করে।

নোরা : মোটেও না। কিন্তু কেন? তোমার এমন চিন্তা হল কেন?

লিন্ডে : কাল যখন তুমি পরিচয় করিয়ে দিলে তখন সে বলল না তোমাদের বাড়িতে আমার নাম অনেকবার শুনেছে? কিন্তু পরে আমি খেয়াল করলাম। তোমার স্বামী আমাকে চিনতে পারল না—তোমার স্বামীই যদি আমার নাম না শুনে থাকে তবে ডাক্তার র‍্যাংক শুনবে কোত্থেকে?

নোরা : হ্যাঁ, এ-কথাটা ঠিক ক্রিস্টিনা। আসলে কী, টোরভাল্ডের কথা আর কী বলব! আমি ছাড়া তার একমুহূর্ত চলে না। সবসময় একেবারে লেগে থাকে—প্রথমদিকে তো বাবার বাড়ির লোকজনের কথা বলাই যেত না, পুরনো দিনের মানুষের কথা বলব তো ব্যাস অশান্তি-ঈর্ষা হত। শেষে আমি আর বলতাম না। কিন্তু ডাক্তার র‍্যাংক অন্যধরনের লোক। সে পুরনো দিনের কথা, মানুষের গল্প— এগুলো শুনতে ভালোবাসে, আমিও বলি।

লিন্ডে : নোরা, অনেক ব্যাপারে তুমি এখনো বাচ্চাই রয়ে গেছ। অনেক দিক থেকে তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশি—অভিজ্ঞতাও বেশি। একটা কথা তোমাকে বলি—ডাক্তার র‍্যাংক-এর সাথে এরকম মাখামাখি তোমার ঠিক না। বরং বন্ধ করাই ভালো।

নোরা : কী বন্ধ করব?

লিন্ডে : একজন ধনী ভক্তের কথা তুমি আমাকে গতকাল বলেছিলে—যে তোমাকে প্রচুর ধনসম্পত্তি দেবে বলে তুমি কল্পনা কর।

নোরা : দুঃখজনকভাবে সে ধনী ব্যক্তিটি কাল্পনিকই। তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাতেই বা কী?

লিন্ডে : ডাক্তার র‍্যাংক কি ধনী নাকি?

নোরা : হ্যাঁ, তা অবশ্য।

লিন্ডে : এবং তার সম্পদ ভোগ করারও কেউ নেই?

নোরা : কেউ না, তবে—

লিন্ডে : সে প্রতিদিনই এ বাড়িতে আসে?

নোরা : হ্যাঁ। সে-কথা তো তোমাকে বললাম।

লিন্ডে : তার মতো একজন মানুষ এত নির্বোধ হয় কী করে?

নোরা : তুমি যে কী বলছ আমি কিছুই বুঝি না।

লিন্ডে : ভান করো না নোরা। তুমি কি মনে কর বারোশ ডলার তুমি কার কাছ থেকে ধার করেছ সেটা আমি বুঝি না?

নোরা : তুমি কি পাগল নাকি? এটা ভাবলে কী করে? আমার বাড়িতে যে প্রতিদিন আসে তার থেকে ধার করব? নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার!

লিন্ডে : ডাক্তারের কাছ থেকে নাও নি?

নোরা : না, না। দিব্যি দিয়ে বলছি ডাক্তারের কাছ থেকে নয়। এ-কথা কখনো মুহূর্তের জন্যেও আমার মাথায় ঢোকে নি। তাছাড়া তখন তার ধার দেবার মতো টাকাপয়সাও ছিল না—টাকা তো হল পরে।

লিন্ডে : ভাগ্যিস সেরকম কিছু কর নি।

নোরা : না, ডাক্তারকে বলার কথা আমার মাথায়ই ঢোকে নি। তবে একথা তাকে বললে—

লিন্ডে : মাথায় ঢুকলেও হয়ত সেটা তুমি করতে না।

নোরা : অবশ্যই না। সেরকম প্রয়োজন হবে সে আশঙ্কাও করি না। তবে আমি একশ ভাগ নিশ্চিত ডাক্তারকে বললে—

লিন্ডে : তোমার স্বামীকে না জানিয়ে?

নোরা : যেটা করেছি তাকে না জানিয়েই তো করেছি সেখান থেকে আগে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে।

লিন্ডে : হ্যাঁ, সে-কথাই আমি গতকাল বলেছিলাম, তবে—

নোরা : [পায়চারি করতে করতে] একজন পুরুষমানুষ যত সহজে এসব ঠিক করতে পারে ; একজন মহিলার পক্ষে—

লিন্ডে : হ্যাঁ, বিশেষ করে তার স্বামী—

নোরা : না, না। এসব অর্থহীন, বাজে [থামে] আচ্ছা—পাওনাগণ্ডা শোধ করে দিলেই তো বন্ড ফেরত পাওয়া যাবে। তাই না?

লিন্ডে : অবশ্যই।

নোরা : এবং ঐ ভয়াবহ জঘন্য জিনিসটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জ্বালিয়েও তো দেয়া যাবে কী বল?

লিন্ডে : [নোরার দিকে অপলক তাকায়। সেলাইকাজ রেখে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়] নোরা, আমার কাছে তুমি কিছু একটা লুকাচ্ছ।

নোরা : হ্যাঁ, সেটা কি পরিষ্কার বোঝা যায়?

লিন্ডে : গতকাল সকালের পর থেকে তোমার কিছু-একটা হয়েছে—ব্যাপার কী বল তো?

নোরা : [ক্রিস্টিনার কাছে গিয়ে] ক্রিস্টিনা, [কান পেতে বাইরে শোনে] চুপ, টোরভাল্ড আসছে। তুমি ভিতরে গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে একটু বস।

টোরভাল্ড এইসব সেলাইফোঁড়াই পছন্দ করে না— যাও— আয়াকে বল তোমাকে সাহায্য করবে।

লিন্ডে : [জিনিসপত্রগুলো গুটিয়ে নেয়] ঠিক আছে—তবে পুরো ব্যাপারটা না-জেনে কিন্তু আমি যাচ্ছি না। [ক্রিস্টিনা বাঁ-দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, টোরভাল্ড হলঘরের দিক থেকে এসে প্রবেশ করে।]

নোরা : [টোরভাল্ডের কাছে যেতে যেতে] ওহ্ টোরভাল্ড, আমি তোমারই পথ চেয়েছিলাম।

টোরভাল্ড : কে দরজি নাকি?

নোরা : না ক্রিস্টিনা, কাপড়চোপড়ের ব্যাপারে একটু সাহায্য করছে। কাল দেখো আমাকে কেমন সুন্দর লাগে।

টোরভাল্ড : পরামর্শটা কেমন দিলাম?

নোরা : সাংঘাতিক! আর আমি যে তোমার কথামতো কাজ করলাম সেটা?

টোরভাল্ড : [নোরার থুতনি ধরে একটু তোলে] সেটা? স্বামীর কথামতো কাজ করবে এর মধ্যে আবার বিশেষ কী? আচ্ছা ঠিক আছে, মুখরা রমণী, আমি জানি কথাটা তুমি ওভাবে বলতে চাও নি। ঠিক আছে, যাও, তোমাকে থামাতে চাই না—ওগুলো তুমি এখন পরে পরে দেখবে তাই না?

নোরা : তোমার কাজ আছে?

টোরভাল্ড : হ্যাঁ। [একগাদা কাগজ দেখায়] ব্যাংকে গিয়েছিলাম। [তার পড়ার ঘরের দিকে যেতে উদ্যত হয়]

নোরা : টোরভাল্ড—

হেলমার : [হেসে] বল—

নোরা : তোমার ছোট্ট কাঠবিড়ালি যদি অনুনয় বিনয় করে কিছু চায়—

হেলমার : মানে?

নোরা : তুমি কি সেটা করবে?

হেলমার : খুব স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টা কী সেটা আমাকে আগে জানতে হবে।

নোরা : সে যা চায় তাই যদি তুমি কর তাহলে তোমার কাঠবিড়ালি আনন্দে ছুটোছুটি করবে।

হেলমার : তাহলে বলেই ফেল।

নোরা : স্বরের কারুকাজ করে গাইবে তোমার পাখি—সারা ঘরময় নেচে নেচে—

হেলমার : আমার পাখি তো সেটা সবসময়ই করে।

নোরা : আমি অপ্সরী হয়ে জোছনাধারায় তোমার জন্য নাচব টোরভাল্ড।

হেলমার : ব্যাপার কী! নোরা, আজ সকালে যা নিয়ে কথা হয়েছে সেটা নয় তো?

নোরা : [কাছে এসে] হ্যাঁ টোরভাল্ড—আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—ভিক্ষা চাইছি—

হেলমার : আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তুমি ঐকথা আবার ওঠাচ্ছ?

নোরা : আমার কথা রাখতেই হবে—ক্রোগস্ট্যাড-এর চাকরিটা রেখে দাও।

হেলমার : নোরা, লক্ষ্মীটি, বোঝার চেষ্টা কর তার জায়গাতেই তো আমি মিসেস লিন্ডেকে নিচ্ছি।

নোরা : সেটা দারুণ ভালো কাজ করেছ। কিন্তু ক্রোগস্ট্যাডের পরিবর্তে তুমি অন্য কোনো কেরানিকে বরখাস্ত করতে পারতে।

হেলমার : এবার কিন্তু তুমি একেবারেই গোঁয়ার্তুমি করছ—এবং করছ কারণ তোমার কোনো দায়িত্বজ্ঞান নেই। ওর মতো একটা মানুষের পক্ষ হয়ে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ—এবং কথা বলবে এ-কথাও তাকে দিয়েছ-তুমি কি আশা কর যে আমি ...

নোরা : না, ব্যাপারটা তা নয় টোরভাল্ড, আমি তোমার জন্যই করছি। তুমি নিজেই তো বলেছ লোকটা কীসব অশ্লীল কাগজপত্রে লেখালিখি করে। কখন কোন্ ক্ষতি করবে টেরও পাবে না। আমি সে ভয়েই মরে যাচ্ছি—

হেলমার : ওহ্—তাই বলো। পুরনো সেই ঘটনা মনে করে তুমি ভয় পাচ্ছ।

নোরা : কী বলছ তুমি? কোন্ ঘটনা?

হেলমার : নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাবার কথা চিন্তা করছ?

নোরা : হ্যাঁ, ঠিক তাই। মনে কর তো কীসব আজেবাজে কথা তারা লিখেছে বাবার সম্পর্কে—কীভাবে তাকে অপদস্থ করেছে। আমার মনে হয় তুমি যদি আন্তরিকভাবে কাজটা না করতে অথবা মন্ত্রণালয় যদি তোমাকে না পাঠাত তাহলে হয়ত ওরা তাকে চাকরিচ্যুত করে ছাড়ত।

হেলমার : তোমার বাবা আর আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, নোরা। একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে তোমার বাবার নামধাম একেবারেই সন্দেহাতীত ছিল না—কিন্তু আমার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এবং আশা করি যতদিন আমি এই পদে আছি ততদিন এরকমই থাকবে।

নোরা : কখন কে কোন্ ক্ষতি করবে কেউ জানে না। আমরা চাইলে এখন নির্ঝঞ্ঝাট আনন্দে দিন কাটাতে পারি টোরভাল্ড—তুমি, আমি, বাচ্চারা। আনন্দে আর শান্তিতে। দুশ্চিন্তার একটু ছায়াও থাকবে না আমার এই সুখের ঘরে—আমি তো এই চাই টোরভাল্ড, সেইজন্যই অনুরোধ করছি....

হেলমার : তার হয়ে অনুরোধ করে তুমি তার থাকার পথ আরো অসম্ভব করছ। ব্যাংকের সবাই এরমধ্যেই জানে আমি ক্রোগস্ট্যাডকে বরখাস্ত করছি, এখন যদি লোকমুখে এটা ছড়িয়ে পড়ে যে নতুন ম্যানেজার তার বউয়ের কথায় ওঠে বসে—তাহলে—

নোরা : আচ্ছা, সেটা কি কোনো ব্যাপার?

হেলমার : না—মোটেই না। তোমার গোঁয়ার ইচ্ছেটা পূরণ হওয়াটাই আসল ব্যাপার। আমার অফিসের কর্মচারীরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করুক,

সবাই আঙুল উঁচিয়ে বলুক ঐ লোকটাকে বাগে আনা একদম সোজা—তার উপর বাইরের প্রভাব বেশ কাজ করে। বলুক। এসব বলতে থাকুক—তোমার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। এর ফল আমার জন্য ভালো হবে না এ-কথা তোমাকে বলতে পারি। এছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে, আর সে কারণেই আমি যতদিন ব্যাংকে আছি তাকে রাখা যাবে না।

নোরা : কী সেটা?

হেলমার : অবশ্য উপায়ন্তর না থাকলে নীতি-টিতি কিছুটা উপেক্ষা করা যেতে পারে।

নোরা : হ্যাঁ। হ্যাঁ। পারে, টোরভাল্ড।

হেলমার : শুনেছি সে কাজও নাকি ভালো করে। তাছাড়া আমরা একসাথে স্কুলে পড়েছি। থাকে না? মানুষের এমন বন্ধুত্ব থাকে না যে পরবর্তী জীবনে ওরকম মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বলেই দুঃখপ্রকাশ করতে হয়, অনুশোচনা করতে হয়? তোমাকে খুলেই বলি, আমাদের নামও এক ছিল। ওর কোনো বোধশোধ নেই, ও এখনো সেইসব খোলাখুলি বলে বেড়ায়। সবার সামনেই। আসলে ও মনে করে আমার সাথে সুসম্পর্ক থাকাটা তার অধিকার। এবং সবসময় 'টোরভাল্ড এইটা' 'টোরভাল্ড ঐটা' বলতে থাকে। কিন্তু তার যে-ধরনের বদনাম সমাজে, তাতে ঐমুখে আমার নাম উচ্চারণ করলেও আমার খারাপ লাগে। ও ব্যাংকে থাকলে ব্যাংকের চাকরিই আমার অসহ্য মনে হবে।

নোরা : তুমি এ-কথা বলতে পার না টোরভাল্ড।

হেলমার : কেন নয়?

নোরা : এই যুক্তিটি বড় খেলো। হালকা।

হেলমার : কী বলছ তুমি? খেলো? তুমি কি আমাকে সেইরকম মনে কর?

নোরা : না, না, লক্ষ্মী টোরভাল্ড, তা মনে করি না। বরং এর উল্টোটাই মনে করি। আমি বলেছি কারণ—

হেলমার : ঠিক আছে বাদ দাও। তুমি বলেছ আমার উদ্দেশ্য যুক্তিযুক্ত নয়—সুতরাং আমিও যুক্তিসঙ্গত কথা বলি নি। অযৌক্তিক, খেলো! আচ্ছা ঠিক আছে। এখুনি বন্দোবস্ত করছি—চিরদিনের জন্য! [হলের দরজার দিকে গিয়ে হেলমার ডাক দেয়] হেলেনা!

নোরা : কী করছ তুমি?

হেলমার : [কাগজের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে] বন্দোবস্ত করছি।

[হেলেনা প্রবেশ করে] নাও—কাগজটা নিচে নিয়ে যাও—একজন কাউকে খুঁজে এটা দিয়ে আসতে বল। এক্ষুনি—ভুল কর না। ঠিকানা লেখাই আছে। দাঁড়াও—এই নাও টাকা।

সবাই আঙুল উঁচিয়ে বলুক ঐ লোকটাকে বাগে আনা একদম সোজা—তার উপর বাইরের প্রভাব বেশ কাজ করে। বলুক। এসব বলতে থাকুক—তোমার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। এর ফল আমার জন্য ভালো হবে না এ-কথা তোমাকে বলতে পারি। এছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে, আর সে কারণেই আমি যতদিন ব্যাংকে আছি তাকে রাখা যাবে না।

নোরা : কী সেটা?

হেলমার : অবশ্য উপায়ন্তর না থাকলে নীতি-টিতি কিছুটা উপেক্ষা করা যেতে পারে।

নোরা : হ্যাঁ। হ্যাঁ। পারে, টোরভাল্ড।

হেলমার : শুনেছি সে কাজও নাকি ভালো করে। তাছাড়া আমরা একসাথে স্কুলে পড়েছি। থাকে না? মানুষের এমন বন্ধুত্ব থাকে না যে পরবর্তী জীবনে ওরকম মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বলেই দুঃখপ্রকাশ করতে হয়, অনুশোচনা করতে হয়? তোমাকে খুলেই বলি, আমাদের নামও এক ছিল। ওর কোনো বোধশোধ নেই, ও এখনো সেইসব খোলাখুলি বলে বেড়ায়। সবার সামনেই। আসলে ও মনে করে আমার সাথে সুসম্পর্ক থাকাটা তার অধিকার। এবং সবসময় 'টোরভাল্ড এইটা' 'টোরভাল্ড ঐটা' বলতে থাকে। কিন্তু তার যে-ধরনের বদনাম সমাজে, তাতে ঐমুখে আমার নাম উচ্চারণ করলেও আমার খারাপ লাগে। ও ব্যাংকে থাকলে ব্যাংকের চাকরিই আমার অসহ্য মনে হবে।

নোরা : তুমি এ-কথা বলতে পার না টোরভাল্ড।

হেলমার : কেন নয়?

নোরা : এই যুক্তিটি বড় খেলো। হালকা।

হেলমার : কী বলছ তুমি? খেলো? তুমি কি আমাকে সেইরকম মনে কর?

নোরা : না, না, লক্ষ্মী টোরভাল্ড, তা মনে করি না। বরং এর উল্টোটাই মনে করি। আমি বলেছি কারণ—

হেলমার : ঠিক আছে বাদ দাও। তুমি বলেছ আমার উদ্দেশ্য যুক্তিযুক্ত নয়—সুতরাং আমিও যুক্তিসঙ্গত কথা বলি নি। অযৌক্তিক, খেলো! আচ্ছা ঠিক আছে। এখুনি বন্দোবস্ত করছি—চিরদিনের জন্য! [হলের দরজার দিকে গিয়ে হেলমার ডাক দেয়] হেলেনা!

নোরা : কী করছ তুমি?

হেলমার : [কাগজের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে] বন্দোবস্ত করছি।

[হেলেনা প্রবেশ করে] নাও—কাগজটা নিচে নিয়ে যাও—একজন কাউকে খুঁজে এটা দিয়ে আসতে বল। এক্ষুনি—ভুল কর না। ঠিকানা লেখাই আছে। দাঁড়াও—এই নাও টাকা।

হেলেনা : জি আচ্ছা। [চিঠিটা নিয়ে চলে যায়।]

হেলমার : [আবার কাগজপত্র গুছিয়ে] ঠিক আছে, এইবার বল নোরা।

নোরা : [রুদ্ধশ্বাস] টোরভাল্ড—চিঠিতে কী আছে?

হেলমার : ক্রোগস্ট্যাড-এর নোটিশ।

নোরা : পাঠিও না টোরভাল্ড। ওকে ডাকো। ডাকো। এখনো সময় আছে। টোরভাল্ড! ডাকো। অন্তত আমার জন্য—ডাকো। তোমার জন্য, বাচ্চাদের জন্য ডাকো। শোনো, তুমি বুঝতে পারছ না ঐ ছোট্ট চিঠি আমাদের কী সর্বনাশ করতে পারে, তুমি ভাবতেই পার না।

টোরভাল্ড : এখন আর হয় না।

নোরা : হ্যাঁ, তাই, এখন আর হয় না।

হেলমার : নোরা, আমার কাছে সত্যি অপমানজনক হলেও তোমার উদ্বেগকে আমি ক্ষমা করতে পারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা আমার অপমান। তার মতো একটা আজেবাজে লোকের প্রতিশোধ নেয়াকে আমি ভয় করি—এটা ভাবাও তো অপমানকর। তবে তোমার উদ্বেগের মধ্যে ভালোবাসার স্পর্শ আছে। আমাকে তুমি ভালোবাস। আর সে কারণেই তোমাকে ক্ষমা করলাম। [নোরাকে কাছে টেনে নেয়।] ঠিক আছে, নোরা, লক্ষ্মী নোরা, এ ব্যাপারটি তাহলে মীমাংসা হয়ে গেল। যাই ঘটুক-না কেন এই বিশ্বাসটুকু রেখো যে সেটা ঠেকাবার প্রয়োজনীয় শক্তি আমার আছে। আর আমি একাই সেটা সামলাতে পারব।

নোরা : [বিমূঢ়ভাবে] তুমি কী বলছ?

হেলমার : যা বললাম তাই বলছি।

নোরা : [একটু সচেতন হয়ে] সেটা তোমাকে কখনো করতে হবে না। কখনো না।

হেলমার : ঠিক আছে, তাহলে আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে করব। তুমি আর আমি। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে। হ্যাঁ, তাই করব। [আদর করতে করতে] কি, খুশি তো? এই-এই-এই-ওরকম ভয়-পাওয়া ঘুঘুর মতো তাকিও না তো। পুরো জিনিসটা তো কল্পিত ভয় ছাড়া কিছু নয়। যাও এবার তোমার ট্যারান্টেলা তালের সাথে একটু মহড়া দিয়ে নাও। আমি ভিতরের ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি, যত ইচ্ছা চিৎকার করতে পার, শব্দ করতে পার, একটুও কানে যাবে না। [যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়] ডাক্তার র‍্যাংক এলে আমি ঘরে আছি বোলো। [কাগজপত্র নিয়ে নোরার দিকে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা লাগায়।]

নোরা : [ভয়ে কিছুটা দিশেহারা। শিকড়-প্রোথিত বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে।] ও করবেই। ওকে ফেরানো যাবে না। করবেই। কোনোকিছুই ওকে ফেরাতে পারবে না। না, না, তা হতে পারে না। একটা কিছু—অন্য একটা পথ—[দরজার বেল বাজে]

র‍্যাংক ! হ্যাঁ, একটা কিছু করতেই হবে। যাহোক একটা কিছু।
[হাত দিয়ে মুখ মোছে। নিজেকে একটু সংযত করে গিয়ে হলঘরের দরজা খোলে। ডাক্তার র‍্যাংক তার পশমি কোটটা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য থেকে রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে নামতে থাকে]

নোরা : শুভসন্ধ্যা ডাক্তার, বেল শুনেই বুঝেছিলাম। টোরভাল্ড মনে হয় তার ঘরে একটু বিশেষ কাজ করছে—আপনি বরং একটু পরে যান।

র‍্যাংক : আপনিও কি ব্যস্ত?

নোরা : [ডাক্তার প্রবেশ করলে নোরা দরজাটা লাগিয়ে দেয়।] আপনার জন্য সবসময়ই আমার সময় আছে। জানেন তো?

র‍্যাংক : ধন্যবাদ। যতদিন পারি এ সুযোগটা আমি নেব।

নোরা : ও কী কথা? যতদিন পারেন মানে?

র‍্যাংক : হ্যাঁ। ভয় পেয়ে গেলেন?

নোরা : না, বলার ভঙ্গিটাই যেন কেমন লাগল। কী, কোনো ঘটনা?

র‍্যাংক : হ্যাঁ। অনেকদিন ধরে যা ভেবে এসেছি সেইরকম কিছু একটা। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি যে এসে যাবে সেটা ভাবতে পারি নি।

নোরা : [ডাক্তারের বাহু চেপে ধরে] কিছু কি জানতে পেরেছেন? আমাকে খুলে বলুন তো ডাক্তার র‍্যাংক।

র‍্যাংক : [স্টোভের পাশে বসে] পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে—এখন আর কিছু করার নেই।

নোরা : [স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে] তাহলে প্রসঙ্গ আপনি...

র‍্যাংক : আর কে? নিজের সাথে ছলনা করে কোনো লাভ নেই। মিসেস হেলমার, আমার রোগীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে দুর্ভাগা। গত কিছুদিন ধরে আমার নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অডিট করছিলাম। হায়! একেবারে দেউলিয়া! মাসখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে গির্জা-চত্বরে ডাক্তার র‍্যাংক-এর শরীর পচতে শুরু করবে।

নোরা : আরে—না। ওরকম ভয়ানক কথা বলবেন না তো!

র‍্যাংক : ব্যাপারটা আসলেই ভয়ানক। সবচেয়ে ভয়ানক কাজ একটি এখনো বাকি আছে। সেটাই আগে করতে হবে। এখনো একটি টেস্ট বাকি আছে। সেটা করতে হবে। এটা শেষ হলেই ভালো করে বোঝা যাবে—চূড়ান্ত ক্ষয়টা কবে থেকে শুরু হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে অত্যন্ত গোপনে বলতে চাই, হেলমারের মতো সুবেদী মানুষ এটা সইতে পারবে না। ও কুশ্রী কিছু সইতে পারে না। ও যেন আমার রোগশয্যার পাশে কখনো না যায়।

নোরা : ডাক্তার র‍্যাংক, কিন্তু—

র‍্যাংক : কোনো কারণেই আমি তাকে সেখানে দেখতে চাই না। তার জন্য আমার

ঘরের তালা বন্ধ। চরম বিনাশ এসে গেছে জানতে পারলেই আমি আপনাকে কালো ক্রস দিয়ে একটি কার্ড পাঠাব। এটা পেলেই বুঝবেন আমার অসহ্য চূড়ান্ত সময় শুরু হয়ে গেছে।

নোরা : না। আপনি আজকে বড় বেশি হেঁয়ালি করছেন—আর করছেন এমন এক সময়ে যখন আপনাকেই আমার অত্যন্ত খোশমেজাজে পাওয়া দরকার।

র‍্যাংক : হেঁয়ালি ! মৃত্যুর কাছাকাছি এসে? তাও আবার অন্যের অপরাধের শাস্তি হিসেবে? এর মাঝে বিচার কোথায় বলুন তো! যাই হোক, সান্ত্বনা এইটুকুই যে এমন কোনো পরিবার নেই যেখানে কোনো-না-কোনোভাবে এধরনের অপ্রতিরোধ্য প্রতিশোধের ঘটনা ঘটছে না।

নোরা : [দুকান হাত দিয়ে ঢেকে] কী ছাই বলছেন? মনটা ভালো করুন তো। বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলুন।

র‍্যাংক : হ্যাঁ, তাই। পুরো ব্যাপারই একটা কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। আমার মেরুদণ্ডটি, আহা বেচারা ! আমার বাবার লাগামবিহীন আনন্দ-ফুর্তির ভার বহন করছে ভারবাহী সুবেদারের মতো।

নোরা : [বাঁ-দিকের টেবিলের ধারে] তিনি অ্যাসপারাগাস খুব পছন্দ করতেন, তাই না?

র‍্যাংক : হ্যাঁ। এবং ট্রাফ্‌লস।

নোরা : ট্রাফ্‌লস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। বোধহয় ঝিনুকও, তাই না?

র‍্যাংক : ঝিনুক? ও হ্যাঁ, ঝিনুকও।

নোরা : আর পোর্ট এবং শ্যাম্পেনের মতো সবকিছুই। কী লজ্জার কথা, তাই না? এতসব ভালো ভালো জিনিস মেরুদণ্ডের হাড়গুলো আক্রমণ করে বসল !

র‍্যাংক : এবং বিশেষ করে সেই হতভাগ্য হাড় যা এইসব আনন্দের ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত পায় নি।

নোরা : হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে দুঃখের বিষয়।

র‍্যাংক : [নোরার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে] হুম্—

নোরা : [একটু পরে] হাসলেন কেন?

র‍্যাংক : কই, আপনিই তো হাসলেন।

নোরা : না, আপনি মুচকি হেসেছেন ডাক্তার র‍্যাংক।

র‍্যাংক : [উঠতে উঠতে] আপনি দারুণ দুষ্টু তো ! এতটা আমি ভাবি নি।

নোরা : আমি আজকে অদ্ভুত মেজাজে আছি।

র‍্যাংক : তাই তো মনে হচ্ছে।

নোরা : [তার কাঁধে দুটি হাত রেখে] ভাই ডাক্তার র‍্যাংক, আপনার মরারও দরকার নেই আর টোরভাল্ড এবং আমাকে ছাড়ারও দরকার নেই।

র‍্যাংক : ওহ্, এসব আপনারা অল্পতেই কাটিয়ে উঠবেন—যারা চলে যায় মানুষ তাদের তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নোরা : [উদ্বেগের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে] এ-কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

র‍্যাংক : মানুষ নতুন বন্ধুত্বে জড়ায়—আর তারপর...

নোরা : নতুন বন্ধুত্বে কে জড়ায়?

র‍্যাংক : আমি চলে গেলে টোরভাল্ড এবং আপনি জড়াবেন। আমার তো মনে হয় আপনি এরমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। মিসেস লিন্ডে গতরাত্রে এখানে কী করছিল?

নোরা : আহা—বেচারি ক্রিস্টিনার প্রতি এতটা ঈর্ষান্বিত হবেন না।

র‍্যাংক : কেন হব না? এই বাড়িতে সে-ই আমার জায়গা নেবে। আমার চলে যাবার পর আমার মনে হয় এই মহিলা...

নোরা : চুপ চুপ। অত জোরে না, ভেতরে আছে।

র‍্যাংক : বাহ্—এই তো। আজও সে এখানে?

নোরা : আমার পোশাকটা একটু সেলাই করে দিচ্ছে—শুধু সেজন্যেই। হায় ঈশ্বর—আপনি দেখি কেমন অচেনা হয়ে উঠছেন! [সোফায় বসে] না, এবার একটু মনটা ভালো করুন তো ডাক্তার। কালকে দেখবেন আমি কী চমৎকার নাচি। আপনি ভাববেন আপনার জন্যেই নাচছি এবং টোরভাল্ডের জন্য তো অবশ্যই। [বাক্সর ভিতর থেকে এটাওটা বার করতে করতে] আসুন, এখানে বসুন। আমি আপনাকে কতগুলো জিনিস দেখাচ্ছি।

র‍্যাংক : কী?

নোরা : দেখুন। এদিকে দেখুন।

র‍্যাংক : সিল্কের মোজা।

নোরা : রঙ ঠিক ত্বকের মতো। কি, ভালো লাগছে না? এখানে আলোটা তেমন পরিষ্কার না বলে ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। কিন্তু কালকে... না, না, না, আপনি শুধু পায়ের দিকে দেখবেন। না, অন্যসবও দেখতে পারেন।

র‍্যাংক : হুম্—

নোরা : অমন শ্যেনদৃষ্টিতে কী দেখছেন? পায়ে লাগবে না মনে হচ্ছে?

র‍্যাংক : এ ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারছি না।

নোরা : [মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকিয়ে] আপনার নিজের প্রতি লজ্জিত হওয়া উচিত। [ডাক্তারের গালে মোজা দিয়ে মৃদু আঘাত করে।] নিন। [মোজাটা আবার গোল করতে থাকে।]

র‍্যাংক : আর কোনো সুন্দর জিনিস দেখাবেন না?

নোরা : আর কিছু না। আপনি কিন্তু ভারি দুষ্টু। [জিনিসগুলো ওলটপালট করতে করতে সে গুনগুন করে।]

র‍্যাংক : [একটু বিরতির পর] এইরকম আন্তরিকভাবে আপনার পাশে বসে আপনার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন ভাবতেই পারি না বুঝলেন, সত্যি বলছি, ভাবতেই পারি না যে আসা-যাওয়ার জন্য এরকম একটা বাড়ি যদি আমার না থাকত তাহলে আমার কী হত—আসলেই ভাবতে পারি না।

নোরা : [হেসে] আমার বিশ্বাস আমাদের কাছে এলে আপনার বেশ আপন-আপন মনে হয়।

র‍্যাংক : [আরো শান্তভাবে—সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে] তারপর একসময় এসবকিছু ফেলে চলে যাওয়া।

নোরা : অর্থহীন বাজে কথা। কে বলছে আপনি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন?

র‍্যাংক : [আগের মতো] কৃতজ্ঞতার ছোট্ট কোনো চিহ্নও রেখে যেতে পারব না। চলতি পথে অনুশোচনার একটু-আধটু আলতো প্রকাশ! একটি শূন্যস্থান ছাড়া আর কিছুই না, তাও আবার যেতে-না-যেতেই অন্যজন ভরে ফেলবে।

নোরা : আচ্ছা ধরুন—আপনার কাছে যদি একটা কিছু চাই... না...

র‍্যাংক : একটা কিছু কী?

নোরা : আন্তরিক বন্ধুত্বের প্রমাণ।

র‍্যাংক : হ্যাঁ।

নোরা : না, ধরুন কঠিন ধরনের কোনো সাহায্য।

র‍্যাংক : আমি অত্যন্ত খুশি হব যদি একবার—অন্তত একবার এরকম সুযোগ পাই।

নোরা : আচ্ছা—কিন্তু সেটা কী তা তো আপনি জানেন না।

র‍্যাংক : তাহলে বলুন।

নোরা : না—ডাক্তার র‍্যাংক, আমি বলতে পারি না। সত্যিই একটা বড়কিছু। উপদেশ বা সাহায্য নয়, কাজটা করে দিতে হবে।

র‍্যাংক : অসুবিধা নেই। যত বড় তত ভালো। কিন্তু কাজটা কী সেটা তো জানতে হবে। সেটাই আগে বলুন। নাকি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?

নোরা : বিশ্বাস করার মতো আপনার চেয়ে কাছের আর কেউ নেই আমার। আপনিই আমার সবচেয়ে কাছের এবং বিশ্বস্ত বন্ধু সেটা আমি জানি। সুতরাং আপনাকেই বলব—। ডাক্তার, একটা ব্যাপার ঠেকানোর জন্য আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। আপনি তো জানেন টোরভাল্ড কী পরিমাণে আমাকে ভালোবাসে—কী অবিশ্বাস্যরকম গভীর সে ভালোবাসা তা তো আপনার অজানা নয়—আমার জন্য প্রাণ দিতেও সে দ্বিধা করবে না।

র‍্যাংক : [নোরার দিকে একটু সরে এসে] নোরা, আপনার কি মনে হয় টোরভাল্ড একাই শুধু—

নোরা : [একটু চমকে] একাই শুধু, মানে...

র‍্যাংক : হাসিমুখে আপনার জন্য প্রাণ দেবে—

নোরা : [দুঃখিত] আহ্...

র‍্যাংক : আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি মরার আগে অন্তত আপনাকে একবার বলে যাব। এবং বলার জন্য এর চেয়ে ভালো সময় তো আর পাওয়া যাবে না। নোরা, এখন তো বুঝতে পারছেন? আমাকে আপনি যে-কোনো কারো চেয়ে যে বেশি বিশ্বাস করতে পারেন এটাও এখন নির্ঘাত বুঝতে পারছেন।

নোরা : [শান্ত এবং ধীরভাবে উঠতে উঠতে] আমি যাই।

র‍্যাংক : [বসে থেকেই নোরাকে যাওয়ার জায়গা করে দেয়] নোরা...

নোরা : [দরজার কাছে গিয়ে] হেলেনা, বাতি নিয়ে এস। [স্টোভের কাছে গিয়ে] ডাক্তার, এটা সত্যি ভয়াবহ।

র‍্যাংক : আপনাকে অন্য কারো মতো গভীরভাবে ভালোবাসা—এটাকে আপনি ভয়াবহ বলছেন?

নোরা : না। এ-কথা আমাকে বলা। সত্যি বলছি এর কোনো দরকার ছিল না।

র‍্যাংক : কী বলছেন আপনি? তাহলে কি আপনি জানতেন? [হেলেনা বাতি নিয়ে প্রবেশ করে। টেবিলে বাতিটা রেখে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে যায়।]

র‍্যাংক : নোরা—মিসেস হেলমার—আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি বুঝতে পেরেছিলেন?

নোরা : পেরেছিলাম কি পারি নি কী করে বলব? আমার কোনো ধারণাই নেই। ডাক্তার, এরকম নির্বোধ আপনি কী করে হলেন? বিশেষ করে যখন সবকিছু সুন্দরভাবে চলছিল—

র‍্যাংক : যাহোক, আপনি তো এখন জেনেই গেলেন যে আমি দেহমন সবটুকু দিয়ে আপনার কথা রাখব—সুতরাং আমাকে এখন বলতে পারেন। ব্যাপারটা কী বলুন তো?

নোরা : [তার দিকে তাকিয়ে] এতকিছুর পরেও?

র‍্যাংক : প্লিজ বলুন না ব্যাপারটা কী?

নোরা : আর কোনোকালেই আপনাকে বলা যাবে না।

র‍্যাংক : প্লিজ, আমাকে এভাবে শাস্তি দেবেন না। আপনি চাইলে আমি শপথ করে বলছি, একজন পুরুষমানুষ যা পারে আমি তার সবটুকু আপনার জন্য করব।

নোরা : আমার জন্য আপনার এখন আর কিছুই করার নেই। তাছাড়া, আসলে আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজনও নেই। এতক্ষণ বানিয়ে বানিয়ে বললাম সব। আমি একটু কল্পনা করতে ভালোবাসি সে তো জানেনই। সত্যি—কল্পনা। সত্যি বলছি। [মুচকি হেসে] আপনি চমৎকার লোক ডাক্তার র‍্যাংক। বাতিটা চলে আসাতে আপনার নিজের কাছেই কেমন লজ্জা-লজ্জা করছে, তাই না?

র‍্যাংক : না... তেমন না। তবে মনে হয় আমার চলে যাওয়া উচিত— চিরতরে।

নোরা : না, সেটা আপনি করবেন না। আপনি নিয়মিত আসবেন যেমন আসতেন। টোরভাল্ড আপনাকে ছাড়া চলতে পারে না সেটা তো জানেন।

র‍্যাংক : সে নাহয় টোরভাল্ড। আপনার ব্যাপারে বলুন।

নোরা : আমি তো আপনাকে দেখলে সাংঘাতিক খুশি। সবসময়ই।

র‍্যাংক : সেটাই আমাকে প্রতারণা করেছে। আপনি আস্ত একটা রহস্য। ভাবলাম আপনি হেলমারের সাথে যেমন, খুব শীঘ্র আমার সাথেও তেমনি হবেন।

নোরা : কেউ কেউ আছে যাদের মানুষ কেবলই ভালোবাসে আবার কেউ কেউ আছে যাদের সঙ্গটাই শুধু কাম্য।

র‍্যাংক : হ্যাঁ, এরমধ্যেই কিছু একটা আছে।

নোরা : যখন আমি আমার বাবার বাড়িতে ছিলাম তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার বাবাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম, কিন্তু একটু ফাঁক পেলেই আমি চাকরবাকরদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তাম—এতে আমি সাংঘাতিক আনন্দ পেতাম। তারা আমাকে সবসময় মজার কথা শোনাত কিন্তু কখনো শিক্ষকের মতো বক্তৃতা করত না।

র‍্যাংক : আহ্—আমি এখন তাহলে তাদের জায়গা নিয়েছি।

নোরা : [লাফ দিয়ে উঠে র‍্যাংকের কাছে গিয়ে] ওহ্ ডাক্তার, আমি সে-কথা বলি নি। তবে আপনি এটা নিশ্চয় বুঝতে পারেন যে টোরভাল্ডের সঙ্গে থাকাটা আমার বাবার কাছে থাকার মতোই মনে হয়।

[হলঘর থেকে হেলেনা প্রবেশ করে]

হেলেনা : মাফ করবেন, ম্যাডাম। [একটি কার্ড নোরার হাতে দিয়ে তার কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলে]

নোরা : [কার্ডটি দেখে] ওহ্—। [কার্ডটি তার পকেটে রাখে]

র‍্যাংক : কি, খারাপ কিছু?

নোরা : না, না, সেরকম কিছু না। এটা হচ্ছে ইয়ে.... মানে আমার নতুন পোশাক।

র‍্যাংক : কিন্তু... ? আপনার পোশাক ঐ ঘরে না?

নোরা : এ্যা—হ্যাঁ, ওটা—হ্যাঁ। এটা অন্য একটা—আমি বানাতে দিয়েছিলাম। একটু গোপনে। টোরভাল্ডকে জানাতে চাইছিলাম না।

র‍্যাংক : এটাই তাহলে আপনার গভীর গোপন।

নোরা : হ্যাঁ, তাই। আপনি টোরভাল্ডের কাছে যান। পড়ার ঘরে আছে। তাকে একটু ভিতরে ধরে রাখুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না...

র‍্যাংক : ঘাবড়াবেন না। আমি যাচ্ছি। কোনোমতেই ফসকাতে পারবে না। [সে হেলমারের ঘরে যায়]

নোরা : [হেলেনাকে] ও কি রান্নাঘরে অপেক্ষা করছে?

হেলেনা : হ্যাঁ, ম্যাডাম। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠেছে।

নোরা : তুমি বল নি এখানে একজন লোক আছে?

হেলেনা : বলেছি। সে কথা শোনে না।

নোরা : ও কি যাচ্ছে না?

হেলেনা : আপনার সঙ্গে দেখা না করে সে যাবে না।

নোরা : ওহ্, আচ্ছা ঠিক আছে, তাকে ভিতরে আসতে বল। কেউ যেন টের না পায়। হেলেনা—শোনো, এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বোলো না। টোরভাল্ডকে একটু চম্‌কে দেবার জন্য এসব করছি।

হেলেনা : জি—সেটা আমি বুঝি [সে চলে যায়]।

নোরা : ওহ্ ভয়াবহ—অবশেষে যা চাই নি তাই ঘটছে। না-না-না—তা হয় না—এটা আমি হতেই দেব না।

[সে গিয়ে হেলমারের দরজার খিড়কি টেনে দেয়। হেলেনা হলঘরের দরজা খুলে ক্রোগস্ট্যাডকে ভিতরে এনে আবার দরজা লাগিয়ে দেয়। ক্রোগস্ট্যাডকে দেখে মনে হয় সে কোথাও যাচ্ছে—উঁচু বুট, পশমি টুপি— বাইরে যাওয়ার পোশাক পরা।]

নোরা : [তার কাছে গিয়ে] আস্তে কথা বলবেন, আমার স্বামী কিন্তু ঘরে।

ক্রোগস্ট্যাড : তাতে কী হয়েছে?

নোরা : কী চান আপনি?

ক্রোগস্ট্যাড : একটা জিনিস জানতে এসেছি।

নোরা : তাড়াতাড়ি বলুন। কী জানতে চান?

ক্রোগস্ট্যাড : আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা আপনি জানেন?

নোরা : আমি ঠেকাতে পারলাম না মিস্টার ক্রোগস্ট্যাড। আমার সাধ্যমতো আপনার জন্য আমি সব করেছি কিন্তু কাজ হল না।

ক্রোগস্ট্যাড : আপনার স্বামী আপনাকে নিশ্চয়ই অতটা ভালোবাসে না—বাসে? সে জানে আমি আপনার গোপন রহস্য খুলে ফেলতে পারি। তারপরও সে কী করে সাহস করল—

নোরা : আপনি কী করে বুঝলেন সে জানে?

ক্রোগস্ট্যাড : ইয়ে—মানে আমি সেটা ঠিক ভাবি নি—এতটা সাহস দেখানো টোরভাল্ড হেলমারের পক্ষে সম্ভব নয়।

নোরা : মিস্টার ক্রোগস্ট্যাড, কথা বলার সময় দয়া করে সম্মান রেখে কথা বলবেন।

ক্রোগস্ট্যাড : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—যতটুকু যার প্রাপ্য। আপনি সবকিছু গোপন রাখতে চান তো? বেশ, আপনি কী করেছেন সে সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কার একটা ধারণা আপনার আছে, অন্তত গতকালের চেয়ে পরিষ্কার। কি, আছে না?

নোরা : আছে। এত পরিষ্কার যে আপনি কখনো এত পরিষ্কার করে বোঝাতেও পারবেন না।

ক্রোগস্ট্যাড : তা ঠিক—আমি এক মূর্খ আইনজীবী!

নোরা : আপনি কী চান বলুন তো?

ক্রোগস্ট্যাড : আপনি কেমন আছেন তাই দেখতে এসেছি মিসেস হেলমার। আমি সারাদিন ধরে আপনার কথা ভেবেছি। একজন সামান্য লোক—মানে ধরুন, এই আমার মতো লোকেরও তো কিছুটা 'মায়া দয়া' আছে। এটা তো আপনি বুঝতে পারেন।

নোরা : তাহলে সেটাই দেখান। আমার বাচ্চাদের কথা একটু ভাবুন।

ক্রোগস্ট্যাড : আপনি অথবা আপনার স্বামী কি আমার বাচ্চাদের কথা ভেবেছেন? থাক, সে-কথা থাক। আমি বলতে চাই এ নিয়ে আপনাকে অতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে না। এখন এই মুহূর্তে আমি কোনো অভিযোগ করব না।

নোরা : আপনি করবেন না সেটা আমার মনে হয়েছে।

ক্রোগস্ট্যাড : দুইপক্ষের সমঝোতার মাধ্যমেও ব্যাপারটি মীমাংসা হতে পারে। অন্য কিছু প্রয়োজন নেই। আমরা তিনজনে মিলেই এটাকে মিটমাট করে ফেলতে পারি।

নোরা : এ ব্যাপারে আমার স্বামীকে কখনোই কিছু জানানো যাবে না।

ক্রোগস্ট্যাড : সেটা আপনি কী দিয়ে ঠেকাবেন? যদি পুরো ঋণ পরিশোধ করে ফেলেন তো সে-কথা ভিন্ন।

নোরা : সে তো আর এই মুহূর্তে পারছি না।

ক্র্যোগস্টাড : দু-একদিনের মধ্যে টাকা জোগাড় করার কোনো পথ কি আপনি বের করেছেন?

নোরা : সে পথও নেই।

ক্রোগস্ট্যাড : যাহোক, সেটা পারলেও অবশ্য হচ্ছে না। আপনি যদি দুহাতে টাকশাল নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ান তাহলেও আপনি বন্ড ফেরত পাচ্ছেন না।

নোরা : ওটা দিয়ে আপনি কী করতে চান? বলুন—

ক্রোগস্ট্যাড : রেখে দেব। শুধু আমার কাছে থাকবে। এ বন্ড যার প্রয়োজনে লাগবে না, এ সম্পর্কে তার জানারও দরকার নেই। সুতরাং আপনার যদি বেপরোয়া কোনো পরিকল্পনা থাকে...

নোরা : আছে।

ক্রোগস্ট্যাড : আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার চিন্তা করেছেন নাকি?

নোরা : করেছি।

ক্রোগস্ট্যাড : অথবা এর চেয়েও খারাপ কিছু—

নোরা : আপনি কী করে জানলেন?

ক্রোগস্ট্যাড : ওসব চিন্তা না-করাই ভালো।

নোরা : আমি এসব চিন্তা করেছি আপনি কী করে জানলেন?

ক্রোগস্ট্যাড : আমরা সবাই প্রথম প্রথম এরকম চিন্তাই করি। আমিও তাই করেছিলাম কিন্তু সাহসে কুলোয় নি।

নোরা : [নিষ্প্রভ] আমারও না।

ক্রোগস্ট্যাড : না, আপনারও সে সাহস নেই। কি, আছে?

নোরা : না। নেই। সে সাহস নেই।

ক্রোগস্ট্যাড : তাছাড়া, এটা অত্যন্ত বোকার মতো কাজ হবে। এতে হয়ত কিছুটা পারিবারিক অশান্তি হবে—সেটাই সামাল দেয়া-এই তো! তারপর—আমার পকেটে আপনার স্বামীকে লেখা একটি চিঠি আছে।

নোরা : বিস্তারিত লিখেছেন?

ক্রোগস্ট্যাড : ভদ্রভাবে যতটুকু সম্ভব।

নোরা : এ চিঠি তাকে দেখাবেন না। ছিঁড়ে ফেলুন। যে করেই হোক আমি টাকা জোগাড় করব।

ক্রোগস্ট্যাড : ক্ষমা করবেন মিসেস হেলমার, একটু আগে আমি আপনাকে বলেছি—

নোরা : না, আমি আপনার পাওনা টাকার কথা বলছি না। আমার স্বামীর কাছে আপনি কত টাকা চান তাই বলুন। আমি যেভাবেই হোক জোগাড় করব।

ক্রোগস্ট্যাড : আপনার স্বামীর কাছে আমি কোনো টাকা চাইছি না।

নোরা : তাহলে কী চাইছেন?

ক্রোগস্ট্যাড : বলব আপনাকে। বলব। সমাজে আমার অবস্থান আমি ফেরত চাই, মিসেস হেলমার। আমি এই জীবন থেকে ফিরে স্বাভাবিক হতে চাই—সেক্ষেত্রে আমি চাই আপনার স্বামী আমাকে সাহায্য করুক। গত আঠারো মাসে আমি কোনো অসৎ কাজ করি নি। এই পুরো সময় আমি অত্যন্ত কঠিন অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটিয়েছি। আমি ধীরে ধীরে আমার অবস্থানে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এখন আবার আমাকে নিচে ফেলে দেয়া হচ্ছে। এটাকে তো আমি আমার প্রতি অনুগ্রহ বলে মেনে নিতে পারি না। আমি আপনাকে বলছি আমি আবার ফিরতে চাই। আমি আবার ব্যাংকে ফিরে যেতে চাই—একটু ভালো পদে। আপনার স্বামীকে এই কাজটুকু আমার জন্য অবশ্যই করতে হবে।

নোরা : এটা সে কখনোই করবে না।

ক্রোগস্ট্যাড : আমি তাকে চিনি—সে করবে। যতটা সে বলে অতটা সাহস তার

নেই। একবার ঢুকতে পারলে দেখবেন বছরখানেকের মধ্যে আমিই ম্যানেজারের ডানহাত হয়ে যাব। নিল্‌স ক্রোগস্ট্যাড ব্যাংক চালাবে—টোরভাল্ড হেলমারের দরকারও হবে না।

নোরা : আপনি বেঁচে থাকতে সেটা হবে না।

ক্রোগস্ট্যাড : মানে আপনি কি বলতে চান যে আপনি...

নোরা : হ্যাঁ, এখন আমার সে সাহস হচ্ছে।

ক্রোগস্ট্যাড : ওভাবে আপনি আমাকে ভয় দেখাতে পারেন না। আপনার মতো এমন সুন্দরী আদুরে মহিলা....

নোরা : আপনি দেখবেন—দেখবেন—

ক্রোগস্ট্যাড : কোথায়? শীতল বরফের নিচে? ঠাণ্ডা কালো অতল অন্ধকার জলের নিচে? তারপর কোনো এক বসন্তে আপনি ভেসে উঠবেন। কেশবিহীন কুৎসিত অচেনার মতো।

নোরা : আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

ক্রোগস্ট্যাড : আপনিও তো দেখাচ্ছেন। মানুষ এরকম করে না মিসেস হেলমার। তাছাড়া এসবে কী এমন ভালো হবে? চিঠিটা তখনো আমার পকেটে থাকবে।

নোরা : তখনো? যদি মনে করেন আমি...

ক্রোগস্ট্যাড : আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে তখনো আপনার নাম-ধাম-সম্মান আমার হাতের মুঠোয় থাকবে।

[নোরা নির্বাক উঠে দাঁড়ায়। ক্রোগস্ট্যাডের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

ক্রোগস্ট্যাড : হ্যাঁ, আমি আপনাকে সাবধান করতে এসেছি। বোকার মতো কিছু করবেন না। চিঠিটা পাওয়ার সাথে সাথে হেলমার কিছু একটা করবে আশা করি। মনে রাখবেন, আপনার স্বামীই কিন্তু আবার আমাকে এসব করতে বাধ্য করছে। এজন্য আমি তাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না। চলি, মিসেস হেলমার। [সে হলঘরের দিকে চলে যায়।]

নোরা : [হলঘরের দিকে গিয়ে দরজাটা একটু খুলে শোনার চেষ্টা করে।] চলে যাচ্ছে, চিঠিটা তো রেখে যায় নি। না, না, এ হতে পারে না। [একটু একটু করে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলে] শুনুন—ওকি! ও তো ওঁৎ পেতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে! সিঁড়ি বেয়ে তো নিচে নামছে না। তাহলে কি মত পরিবর্তন করল? সেকি...?

[চিঠির বাক্সে একটি চিঠি পড়ল। ক্রোগস্ট্যাডের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে— সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মিলিয়ে গেল।]

নোরা : [চাপা চিৎকার করে টেবিলের দিকে দৌড়ে চলে যায়। সামান্য নীরবতা] বাক্সে ফেলে গেল চিঠিটা? [প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে হলঘরের দরজার কাছে

যায়।] হ্যাঁ, তাই তো! ওহ্ টোরভাল্ড, টোরভাল্ড—সর্বনাশ আর ঠেকানো গেল না—

লিন্ডে : [পোশাক নিয়ে বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।] নাও—সারাবার মতো আর কোনো জায়গা আছে বলে মনে হয় না। দেখি, একটু পরো তো।

নোরা : [মোটাগলায় ফিসফিস করে] এদিকে একটু এস, ক্রিস্টিনা।

লিন্ডে : [পোশাক সোফার উপর ছুড়ে দেয়।] কী ব্যাপার বল তো? তোমাকে ওরকম লাগছে কেন?

নোরা : এদিকে এস। ঐ চিঠিটা দেখতে পাচ্ছ? চিঠির বাক্সের কাচের ভেতর দিয়েই তো দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ?

লিন্ডে : হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। তো কী হয়েছে?

নোরা : ক্রোগস্ট্যাডের চিঠি।

লিন্ডে : নোরা। টাকাটা কি তুমি ক্রোগস্ট্যাডের কাছ থেকে নিয়েছিলে?

নোরা : হ্যাঁ। কিন্তু টোরভাল্ড তো এখন সবকিছু জেনে যাবে।

লিন্ডে : যাক। আমার কথা মানো। তোমাদের দুজনের জন্যে এটাই সবচেয়ে ভালো হবে।

নোরা : তুমি তো সবকিছু জানো না। আমি একটা সই জাল করেছি।

লিন্ডে : কী সর্বনাশ!

নোরা : শুধু একটি কথা আমি বলতে চাই ক্রিস্টিনা—তুমি সাক্ষী থেকো।

লিন্ডে : সাক্ষী? কিন্তু আমি কী? আমি তো.....।

নোরা : আহা—আমি যদি পাগল হয়ে যাই— খুব সহজে কিন্তু হয়েও যেতে পারি!

লিন্ডে : নোরা!

নোরা : অথবা যদি আমি এখানে আর না থাকি, মানে ধর, এমন কিছু যদি ঘটে যায়!

লিন্ডে : নোরা। নোরা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

নোরা : আর ধর এমন যদি কেউ থাকে যে সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে—সব বদনাম—সব দোষ। তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ—

লিন্ডে : হ্যাঁ—কিন্তু তুমি এটা কীভাবে ভাবো... ?

নোরা : সেজন্যেই তো বলছি ক্রিস্টিনা, এটা সত্য নয়—তুমি সাক্ষী থেকো। আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ এবং এই মুহূর্তে কী করছি কী বলছি সেটা খুব ভালো করেই জানি এবং আমি এই কথা তোমাকে বলছি—এই ঘটনা সম্পর্কে অন্য কেউ কিছু জানে না, আমি একাই সব করেছি—এটুক মনে রেখো।

লিন্ডে : সেটা আমি রাখব। কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

নোরা : তুমি কীভাবে বুঝবে? আমরা একটা অভাবনীয় কিছু দেখতে যাচ্ছি।
লিন্ডে : অভাবনীয়?
নোরা : হ্যাঁ, তাই। অভাবনীয়। কিন্তু ঘটনাটা যে সাংঘাতিক ক্রিস্টিনা! এটা না ঘটাই উচিত। পৃথিবীর কোনোকিছুর বিনিময়েই যেন না ঘটে।
লিন্ডে : আমি সোজাসুজি ক্রোগস্ট্যাডের সঙ্গে কথা বলছি, দাঁড়াও।
নোরা : না। তার কাছে যেও না। ও তোমার ক্ষতি করবে।
লিন্ডে : একটা সময় ছিল যখন তাকে বললে হাসিমুখে সে আমার জন্য সব করত।
নোরা : ক্রোগস্ট্যাড?
লিন্ডে : সে থাকে কোথায়?
নোরা : কী করে বলব? দাঁড়াও—[পকেট হাতড়িয়ে] এই তার কার্ড। কিন্তু চিঠিটা? বাক্সের ভেতর যে চিঠিটা?
হেলমার : [তার ঘরের ভেতর থেকে দরজায় আঘাত করে] নোরা।
নোরা : [ভয়ে আঁতকে ওঠে] কি, কী হয়েছে? কী চাও তুমি?
হেলমার : [নেপথ্যে] না, না, ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমরা ওদিকে আসছি না। তুমি দরজা বন্ধ করেছ—কি, পোশাক পরে দেখছ নাকি?
নোরা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাপড়টা পরছি। আমাকে দারুণ লাগছে হেলমার।
লিন্ডে : [কার্ডটা পড়ে] সে তো ঐ মোড়ের কোনাটাতে থাকে।
নোরা : হ্যাঁ, কিন্তু তাতে তো কাজ হচ্ছে না, ওখানে গিয়ে কী হবে? চিঠি তো আমাদের বাক্সে।
লিন্ডে : চাবিটা তোমার স্বামীর কাছে?
নোরা : ওই তো সবসময় রাখে।
লিন্ডে : কিন্তু ক্রোগস্ট্যাড তো মুখবন্ধ চিঠি ফেরত চাইবে। সে একটা-না-একটা বাহানা খুঁজে বের করবেই।
নোরা : কিন্তু মুশকিল হল টোরভাল্ড তো এইসময়েই প্রতিদিন...
লিন্ডে : তাকে থামাও। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছি। যাও তার কাছে ঘরের ভেতর যাও। [সে হলঘরের ভেতর দিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যায়।]
নোরা : [হেলমারের দরজার কাছে যায়—দরজা খুলে ঘরের মধ্যে উঁকি দেয়।] টোরভাল্ড!
হেলমার : [ভিতরের ঘর থেকে] বেশ, বেশ, আমি কি আবার আমার নিজের ঘরে আসতে পারি? এস র‍্যাংক, দেখি কতদূর হল। [দরজার কাছে এসে] আরে কী ব্যাপার?
নোরা : কী টোরভাল্ড?
হেলমার : র‍্যাংক তো আমাকে বলল দারুণ একটা দৃশ্য দেখব।
র‍্যাংক : [দরজার কাছ থেকে] আমি তো তাই ভেবেছিলাম—তাহলে হয়ত আমার ভুল হয়েছে।

নোরা : আগামীকালের আগে কোনো প্রশংসাও নয়।

হেলমার : কিন্তু নোরা, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে—মহড়াটা কি বেশি হয়ে গেল নাকি?

নোরা : না, মহড়া দেই নি।

হেলমার : দেয়া উচিত ছিল কিন্তু।

নোরা : হ্যাঁ, জানি উচিত ছিল। কিন্তু তুমি একটু সাহায্য না করলে তো আমি কিছুই করতে পারছি না, টোরভাল্ড। আমি সবকিছু কেমন যেন ভুলে গেছি।

হেলমার : আরে দাঁড়াও, ঘষেমেজে ঠিক করতে কতক্ষণ?

নোরা : হ্যাঁ, তাই কর টোরভাল্ড। কথা দাও তাই করবে। ভেতরে ভেতরে কেমন ঘাবড়ে যাচ্ছি—অত মানুষ—আজ সন্ধ্যাটা পুরোপুরি কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে—অন্য কোনো কাজ নয়—কেমন? একবার কলমও ধরতে পারবে না। কি, বল থাকবে—টোরভাল্ড?

হেলমার : কথা দিচ্ছি থাকব। এই সন্ধ্যায় আমার যা-কিছু তার সবটুকু তোমার জন্য নিয়োজিত। বেচারি! দাঁড়াও তাই যদি করতে হয় তো আমাকে প্রথম—[হলঘরের দরজার দিকে যায়]।

নোরা : কী হল? ওদিকে কী?

টোরভাল্ড : দাঁড়াও, চিঠিপত্র আসছে কিনা দেখছি।

নোরা : না, না, টোরভাল্ড এখন দেখতে হবে না।

টোরভাল্ড : কেন নয়?

নোরা : না, না, এখন না। ওখানে কিছু নেই।

টোরভাল্ড : আমি দেখেই আসছি। [যেতে উদ্যত ; নোরা পিয়ানোর সামনে বসে ট্যারান্টেলার মুখটা বাজায়।]

হেলমার : [দরজার কাছে থেমে] বাহ্!

নোরা : তুমি দেখিয়ে না দিলে কাল কিন্তু আমি নাচতেই পারব না।

হেলমার : নোরা, সত্যি তুমি ভয় পেয়ে গেছ নাকি?

নোরা : হ্যাঁ, সাংঘাতিকভাবে। এখন একটু রিহার্স করি—ডিনারের আগে এখনো অনেকটা সময় আছে। এখানে বসে একটু বাজাও টোরভাল্ড, লক্ষ্মী টোরভাল্ড। সমালোচনা দরকার, ভুলত্রুটিগুলো একটু ধরিয়ে দাও। তুমি তো সব সময়ই তাই কর।

হেলমার : সেটা যদি চাও তো আমি করব। এটা করতে তো আমার ভালোই লাগে। [সে পিয়ানোর সামনে বসে। নোরা বাক্স থেকে খঞ্জনির মতো একটা কিছু বের করে। এরপর একটা চাদর বের করে চট করে জড়িয়ে নেয়। এক লাফে মেঝের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচের জন্য তৈরি হয়ে নেয়।] বাজাও—আমি নাচ শুরু করছি।

[হেলমার বাজায়, নোরা নাচে। ডাক্তার র‍্যাংক হেলমারের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।]

হেলমার : [বাজাতে বাজাতে] লয়টা আর একটু ধীরে। আর একটু কমাও।

নোরা : আমি যে শুধু এভাবেই পারি।

হেলমার : ওরকম তাড়াহুড়া কোরো না নোরা।

নোরা : এভাবেই তো হবে।

হেলমার : [বাজনা থামায়] কী করছ তুমি? এই তো ভুল হচ্ছে।

নোরা : [হাসতে হাসতে খঞ্জনিটা বাজিয়ে] দেখলে? বলি নি তোমাকে?

র‍্যাংক : দাও, আমি বাজাই।

হেলমার : হ্যাঁ, নাও। বাজাও। তুমি বাজালে আমি আর একটু ভালো করে দেখাতে পারব।

[র‍্যাংক পিয়ানোর সামনে বসে বাজাতে থাকে। নোরা বেপরোয়া হয়ে নাচতে থাকে। হেলমার স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে অবিরাম তাকে নির্দেশ দিচ্ছে। নোরা এদের কিছু শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। তার চুল খুলে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই সে নেচে যায়। প্রবেশ করে মিসেস লিন্ডে।]

মিসেস লিন্ডে : [প্রবেশ পথে বিস্মিত থমকে দাঁড়ায়] আহ্!

নোরা : [নাচতে নাচতে] একটু মজা হচ্ছে ক্রিস্টিনা।

হেলমার : কিন্তু এমনভাবে নাচছ যেন তোমার জীবন পুরোটাই নির্ভর করছে এই নাচের উপর।

নোরা : তাইতো করছে।

হেলমার : র‍্যাংক থামো। এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু হচ্ছে? থামো! [র‍্যাংক বাজনা থামায়। নোরা হঠাৎ থেমে যায়।]

হেলমার : [নোরার কাছে গিয়ে] এটা তো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। যা কিছু শিখিয়েছিলাম তুমি দেখি সব ভুলে বসে আছ।

নোরা : [খঞ্জনিটা একপাশে ছুড়ে ফেলে] তাহলেই দেখ।

হেলমার : তোমার তো দস্তুরমতো প্রশিক্ষণ লাগবে।

নোরা : হ্যাঁ, কতটা লাগবে বলে দাও। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে শেখাতে হবে টোরভাল্ড। কথা দাও, শেখাবে না?

হেলমার : হ্যাঁ, কথা তো দিয়েছি।

নোরা : আজ এবং আগামীকাল পুরোটা সময় তুমি আমাকে ছাড়া আর কিছু ভাববে না। একটি চিঠিও খুলবে না—এমনকি চিঠির বাক্সও খুলতে পারবে না।

হেলমার : হায়, হায়। সেই লোকটার ভয় তোমার এখনো যায় নি দেখছি।

নোরা : হ্যাঁ, সেটাও আছে।

নোরা : [ধাতস্থ হবার জন্য মুহূর্ত কয়েক দাঁড়ায়। তারপর ঘড়ি দেখে।] মাঝরাতের এখনো সাত ঘণ্টা বাকি। তারপর আগামীকাল মাঝরাত পর্যন্ত আরো চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর ট্যারান্টেলা শেষ হয়ে যাবে। চব্বিশ আর সাত—মাত্র একত্রিশ ঘণ্টা বেঁচে আছি আমি।

হেলমার : [ডানদিকের দরজার কাছে এসে] আমার ছোট্ট পাখিটি কোথায় গেল—ছোট্ট পাখি?

নোরা : [হাতদুটো প্রসারিত করে হেলমারের দিকে যেতে যেতে] এই যে এইখানে তোমার ছোট্ট পাখি।

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য একই। ঘরের টেবিল ও চেয়ারগুলো মাঝখানে সরিয়ে আনা হয়েছে। টেবিলে একটি বাতি জ্বলছে। হলঘরের দরজাটা খোলা। দোতলার ফ্ল্যাট থেকে নাচ ও সংগীতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মিসেস লিন্ডে টেবিলের পাশে বসে অলসভাবে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। পড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু মনোযোগ নেই। একবার দুবার বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নভাবে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করে।]

লিন্ডে : [ঘড়ি দেখে] এখনো এল না ! কী ব্যাপার ! বেশি দেরি তো করা যাবে না—... [আবার শোনে] আহ্ এসেছে—এসেছে তাহলে ! [সে হলঘরের দিকে যায়। অত্যন্ত সাবধানে বাইরের দিকের দরজাটি খোলে। সাবধানী মৃদু পায়ের শব্দ পাওয়া যায় সিঁড়িতে। ক্রিস্টিনা ফিসফিস করে বলে] ভেতরে এস, কেউ নেই এখানে।

ক্রোগস্ট্যাড : [প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে] বাড়িতে তোমার একটা চিরকুট পেলাম। কী ব্যাপার বল তো ?

লিন্ডে : তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ক্র্যোগস্ট্যাড : সে-কথা বলতে এই বাড়ি কেন ?

লিন্ডে : আমি যেখানে থাকি সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। আমার ঘরে ঢোকার আলাদা কোনো পথ নেই। এস, ভেতরে এস, কেউ নেই, একেবারে নির্জন। কাজের মেয়ে ঘুমোচ্ছে—হেলমার দম্পতি দোতলায় নাচে ব্যস্ত।

ক্রোগস্ট্যাড : [প্রবেশ করে] কী ? হেলমাররা নৃত্য করছে ? সত্যি ?

লিন্ডে : হ্যাঁ। কেন নয় ?

ক্রোগস্ট্যাড : তাই তো ? নয় কেন ?

লিন্ডে : শোনো নিল্স, আমরা সরাসরি কথায় যাই।

ক্রোগস্ট্যাড : তোমার আমার কোনো কথা কি আর বাকি আছে ?

লিন্ডে : আছে। এখনো অনেক বাকি আছে।

ক্রোগস্ট্যাড : আমি তো মনে করি না।

লিন্ডে : তুমি সত্যিকার অর্থে কোনোদিনই আমাকে বোঝ নি।

ক্রোগস্ট্যাড : বোঝার কি কিছু ছিল ? সারাজগতের মানুষের কাছেই তো সব

পরিষ্কার ছিল। একজন হৃদয়হীনা মহিলা বিত্তবান কাউকে পেলে স্বল্পবিত্ত মানুষকে ছেড়ে যায়—এটাই তো স্বাভাবিক।

লিন্ডে : তুমি কি মনে কর, আমি অতটা হৃদয়হীনা? অত সহজেই তোমাকে ছেড়ে গিয়েছি?

ক্রোগস্ট্যাড : যাও নি?

লিন্ডে : নিল্‌স, তুমি কি সত্যি তাই ভেবেছিলে?

ক্রোগস্ট্যাড : সত্যিই যদি না হবে তাহলে আমাকে সেসব কথা কেন লিখেছিলে সেদিন?

লিন্ডে : আর কী করতে পারতাম আমি। তোমাকে ছাড়তে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। সুতরাং আমার প্রতি তোমার যে নরম অনুভূতি ছিল তাকেও আমার হত্যা করতে হয়েছিল।

ক্রোগস্ট্যাড : [হাত কচলাতে কচলাতে] এই তাহলে সত্য? সবটুকু টাকার জন্য—শুধু টাকার জন্যই তুমি এসব করেছিলে?

লিন্ডে : ভুলে যেও না আমরা তখন একেবারে অসহায়। আমার ছোট্ট ছোট্ট দুটো ভাই । তোমার জন্য অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না নিল্‌স। তাছাড়া তোমার অবস্থার যে উন্নতি হবে সেরকম ভরসাও তখন ছিল না।

ক্রোগস্ট্যাড : তাহলেও। অন্য কারো জন্য আমাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার কোনো অধিকারও তোমার ছিল না।

লিন্ডে : অধিকার ছিল কিনা আমি অনেকবার আমার নিজেকে সে প্রশ্ন করেছি ... আমি সত্যিই জানি না।

ক্রোগস্ট্যাড : [নম্রভাবে] তোমাকে হারিয়ে আমার মনে হয়েছিল যেন আমার পায়ের নিচে মাটি সরে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ—যেন একজন জাহাজডুবু মানুষ একটুকরো কাঠ কোনোরকমে ধরে বেঁচে আছে—

লিন্ডে : কূল হয়ত কাছেই ছিল।

ক্রোগস্ট্যাড : ছিল, কিন্তু তুমি এসে আবার সেখানেও বাধার সৃষ্টি করলে।

লিন্ডে : আমি কিছুই জানতাম না নিল্‌স। আজই আমি জানতে পেরেছি ব্যাংকে তোমার জায়গাটিতেই আমাকে নেয়া হচ্ছে।

ক্রোগস্ট্যাড : তুমি বলছ বলে তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু এখন তো জেনেই গেছ। তাহলে ছেড়ে দাও।

লিন্ডে : না। সেটা তোমার কোনো উপকারে আসবে না।

ক্রোগস্ট্যাড : উপকার! উপকার! কিন্তু আমি হলে তো এই-ই করতাম।

লিন্ডে : কাজ করার আগে ভালোভাবে ভেবে নিতে হয়, এটাই আমি শিখেছি। জীবনের তিক্ত প্রয়োজনই আমাকে এসব শিখিয়েছে।

ক্রোগস্ট্যাড : জীবন আমাকেও শিখিয়েছে। সুন্দর সুন্দর কথায় যেন না ভুলি এটা আমাকে জীবনই শিখিয়েছে।

লিন্ডে : তাহলে জীবন তোমাকে অমূল্য শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু কর্মে তো তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, নাকি?

ক্রোগস্ট্যাড : মানে? কী বলছ তুমি?

লিন্ডে : একটু আগেই বলেছ তুমি জাহাজডুবু মানুষের মতো একটুকরো ভাসমান কাঠ আঁকড়ে বেঁচে আছ।

ক্রোগস্ট্যাড : এ-কথা বলার যুক্তি আছে।

লিন্ডে : আমিও সেরকম জাহাজডুবু মেয়েমানুষ। ঐ তোমার মতোই ভাসমান কাঠের টুকরো ধরে বেঁচে আছি। একটা মানুষ নেই যার জন্য কাঁদব—একটা মানুষ নেই যার জন্য বাঁচব।

ক্রোগস্ট্যাড : সে পথ তুমি ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিলে।

লিন্ডে : অন্য কোনো পথ ছিল না বলে।

ক্রোগস্ট্যাড : তাই কি?

লিন্ডে : নিল্‌স। ধর আমরা দুটি জাহাজডুবু একা-মানুষ যদি একত্রিত হই—দুজনার শক্তি যদি আবার একত্রিত হয়—কি? হতে পারে না?

ক্রোগস্ট্যাড : কী বলছ তুমি?

লিন্ডে : একটি ভাসমান কাঠ ধরে জাহাজডুবু একজন থাকার চেয়ে দুজন থাকলে তো ভালো হয়, নাকি?

ক্রোগস্ট্যাড : ক্রিস্টিনা!

লিন্ডে : আমি কেন শহরে এসেছি তুমি কি বোঝ?

ক্রোগস্ট্যাড : তুমি কি সত্যি আমার কথা ভেবেছিলে?

লিন্ডে : আমাকে কাজ করতেই হবে—কাজ ছাড়া আমার জীবন অসহ্য অসাড় মনে হয়। যতটুকু মনে করতে পারি, আমার সারাজীবন আমি শুধু কাজ করেছি। সেটাই আমার আনন্দের একমাত্র উৎস। কিন্তু এখন যখন এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই—নিজেকে বড় নিঃস্ব লাগে, রিক্ত লাগে—মনে হয় আমি অতলে তলিয়ে যাচ্ছি—সব তখন বড় অসহ্য মনে হয়। শুধু নিজের জন্য কাজ করার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই নিল্‌স। আমাকে একটা কিছু পেতে দাও—একজন, যার জন্য আমি কাজ করে সুখ পাব। জীবনটাকে জীবনের মতো মনে হবে।

ক্রোগস্ট্যাড : আমি বিশ্বাস করি না। তোমার এ-কথাগুলো নারীর মহত্ত্বের অতিরঞ্জিত বোধ ছাড়া কিছু নয়—এই তাৎক্ষণিক বোধ-প্রভাবিত সময়ে সে আত্মত্যাগেও প্রস্তুত থাকে।

লিন্ডে : তুমি আমার মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছু কি কখনো লক্ষ করেছ?

ক্রোগস্ট্যাড : না। কিন্তু তুমি কি আমার অতীত জানো? বল—জানো?

লিন্ডে : হ্যাঁ, জানি।

ক্রোগস্ট্যাড : এখানে আমার নাম সুনাম সম্পর্কে তোমার কি কোনো ধারণা আছে?

লিন্ডে : একটু আগেই তুমি বলেছ—আমাকে পেলে তুমি অন্য মানুষ হতে পারতে—তোমার জীবন অন্যরকম হত।

ক্রোগস্ট্যাড : আমি নিশ্চিত জানি।

লিন্ডে : সেটা কি আবার হতে পারে না?

ক্রোগস্ট্যাড : ক্রিস্টিনা—যা-কিছু বলছ সত্যি করে বল তো তুমি এসব ভেবেছ কিনা? হ্যাঁ, ভেবেছ। সে আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারি। কিন্তু সত্যি কি তোমার সেই সাহস আছে?

লিন্ডে : আমি কারো মা হতে চাই—তোমার ছেলেমেয়েদের মায়ের স্নেহযত্ন দরকার। আমাকে তোমার দরকার, তোমাকেও আমার প্রয়োজন। প্রকৃত নিল্‌সের উপর আমার এখনো পুরো ভরসা আছে। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি ভয় করি না।

ক্রোগস্ট্যাড : [খপ্ করে ক্রিস্টিনার হাত ধরে] ওহ্ ক্রিস্টিনা! তুমি আমাকে বাঁচালে। কী বলে যে...। এখন আমি জগতের চোখে নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। ওহ্—কিন্তু আমি তো ভুলে যাচ্ছিলাম—

লিন্ডে : [কান পেতে শোনে] চুপ চুপ। ট্যারান্টেলা। যাও তুমি—তাড়াতাড়ি।

ক্রোগস্ট্যাড : কেন? কী ব্যাপার বল তো?

লিন্ডে : পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? নাচ শেষ হলে সাথে সাথে ওরা এসে পড়বে।

ক্রোগস্ট্যাড : ও হ্যাঁ। আমি যাই। কিন্তু এ সবকিছুই তো অর্থহীন হয়ে যাবে—হেলমারদের বিরুদ্ধে আমি কী করছি সে তো তুমি জানো না।

লিন্ডে : হ্যাঁ জানি, সেটাও আমি জানি।

ক্রোগস্ট্যাড : এরপরও তোমার সাহস থাকবে?

লিন্ডে : হতাশা যে তোমার মতো একটা মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে আমি সেটা খুব ভালো করে জানি।

ক্রোগস্ট্যাড : ওহ্—একবার যদি ফিরিয়ে নেয়া যেত।

লিন্ডে : সেটা তুমি পার—তোমার চিঠি এখনো বাক্সেই আছে।

ক্রোগস্ট্যাড : তুমি কি নিশ্চিত?

লিন্ডে : কোনো সন্দেহ নেই— কিন্তু—

ক্রোগস্ট্যাড : [ক্রিস্টিনার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে] যে-কোনোকিছুর বিনিময়ে তুমি তোমার বন্ধুকে রক্ষা করতে চাও—এই তো? ভণিতার দরকার নেই, সোজাসুজি বল—এই তো?

লিন্ডে : তুমি যখন একবার অন্যের জন্য নিজেকে বিক্রি করেছ—তখন দ্বিতীয়বার আর করতে যেও না।

ক্রোগস্ট্যাড : তাহলে চিঠিটা ফেরত চাই।

লিন্ডে : না—না।

ক্রোগস্ট্যাড : কিন্তু পেতে তো হবে। হেলমার নিচে আসা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করব—আমি তাকে আমার চিঠি ফেরৎ দিতে বলব। চিঠিটা আমার বরখাস্ত সংক্রান্ত, সুতরাং সে ঐ চিঠি পড়বে না। আমি তাকে বারণ করব।

লিন্ডে : না, চিঠিটা তুমি ফেরত চাইবে না, নিল্‌স।

ক্রোগস্ট্যাড : কিন্তু বিশেষ করে সে কারণেই তো তুমি আমাকে এখানে আসতে বলেছ!

লিন্ডে : হ্যাঁ, আমার উদ্বেগের প্রথম পর্যায়ে আমি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন একটা পুরো দিন চলে গেছে এবং এর মধ্যেই আমি এই বাড়িতে এমন কিছু দেখেছি যা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। আমি মনে করি হেলমারের পুরো ব্যাপারটা জানা উচিত—এই সর্বনাশী গোপনকে খুলে ফেলা দরকার, একজন আর একজনকে তাহলে ভালো করে বুঝতে পারবে। ওরা একজন আর একজনকে কৌশলে এড়ানোর চেষ্টা করছে। অনেক কিছু ঢেকে রাখছে। এ অবস্থায় একের পক্ষে অপরকে বোঝা সম্ভব নয়।

ক্রোগস্ট্যাড : বেশ, সেই ঝুঁকি নেয়াটা যদি তুমি সঙ্গত মনে কর তাহলে কর—তবে একটা কাজ আছে সেটা আমি করতে পারি—আর সেটা করলে করতে হবে এক্ষুনি।

লিন্ডে : [শোনে] তাহলে যাও—তাড়াতাড়ি। নাচ কিন্তু শেষ। এখানে আর এক মুহূর্তও আমরা দেরি করতে পারব না।

ক্রোগস্ট্যাড : আমি তোমার জন্য নিচে অপেক্ষা করব।

লিন্ডে : ঠিক আছে। তুমি আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

ক্রোগস্ট্যাড : ক্রিস্টিনা, আমার জীবনে এরচেয়ে চমৎকার সময় আর কখনো আসে নি।

[সে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই ঘর এবং হলঘরের মাঝের দরজাটা খোলাই থাকে।]

লিন্ডে : [ঘরটা একটু ঠিকঠাক করে—হাতাকাটা কোট ও হ্যাটটা গুছিয়ে কাছে রাখে।] ওহ্, মুহূর্তে সময় কত আলাদা হয়ে যায়! কত আলাদা! একজন কারো জন্য পরিশ্রম করা—বিশেষ কারো জন্য বেঁচে থাকা—ওহ্ কী পার্থক্য! একটা সংসার দেখাশোনা করা, আহ্—আমি এ সংসারকে সুখ ও শান্তির নীড়ে রূপান্তরিত করব। ওহ্—ওরা কেন আসছে না! [শোনার চেষ্টা করে] ওই তো আসছে—কাপড়চোপড় পরে ফেলি।

[সে তার হ্যাট ও হাতাকাটা কোটটি তুলে নেয়। বাইরে হেলমার এবং নোরার কণ্ঠ শোনা যায়। চাবি ঘোরানোর শব্দ এবং হেলমার নোরাকে প্রায়

জোরপূর্বক টানতে টানতে ঘরে প্রবেশ করে। নোরার সাজপোশাক ইতালীয়। একটা কালো শাল জড়ানো গায়ে। হেলমারের গায়ে একটা আলখাল্লার মতো কালো ডোমিনো। খুলতেই দেখা যায় তার পরনে সান্ধ্যপোশাক।]

নোরা : [এখনো প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে হেলমারের সাথে জোরাজুরি করছে] না-না আমি ভিতরে যাব না—ছাড়। আমি আবার উপরে যাব। এত তাড়াতাড়ি আসব কেন? এখনো সময় হয় নি।

হেলমার : কিন্তু—লক্ষ্মী নোরা—

নোরা : ওহ্—দোহাই টোরভাল্ড—আমি হাতজোড় করছি—আর একটা ঘণ্টা।

হেলমার : এক মিনিটও না। নোরা—নোরা, তোমার মনে নেই আমরা একটা ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলাম? এস, ভিতরে এস—বাইরে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

[নোরার জোরাজুরি সত্ত্বেও হেলমার শান্তভাবে তাকে ভিতরে নিয়ে আসে]

লিন্ডে : শুভসন্ধ্যা।

নোরা : ক্রিস্টিনা!

হেলমার : আরে, মিসেস লিন্ডে, এত রাতে?

লিন্ডে : হ্যাঁ—মাফ করবেন, নোরাকে তার নাচের পোশাকে একটু দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

নোরা : তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে?

লিন্ডে : হ্যাঁ। আমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে ছিল—এসে দেখি তোমরা উপরে চলে গেছ। ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা ঠিক উচিত হবে না।

হেলমার : [নোরার কালো শাল খুলতে খুলতে] হ্যাঁ দেখুন, ওর দিকে দেখুন। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলব—দারুণ। লাবণ্য কেমন ফুটে উঠেছে—কি বলেন মিসেস লিন্ডে?

লিন্ডে : ও তো সুন্দরীই।

হেলমার : বলে বেড়ানোর মতো সুন্দরী কিনা বলুন? অনুষ্ঠানেরও সবাই তাই মনে করে। কিন্তু এই মিষ্টি ছোট্ট জিনিসটি একেবারে একরোখা। একগুঁয়ে। ওকে নিয়ে কী করি বলুন তো! আপনি বিশ্বাস করবেন না—ওকে বাগে আনতে দস্তুরমতো জোর প্রয়োগ করতে হয়েছে।

নোরা : মাত্র একটি ঘণ্টা বেশি তুমি আমাকে থাকতে দাও নি টোরভাল্ড, এজন্য তোমাকে দুঃখ করতে হবে বলে দিলাম।

হেলমার : শুনুন কী বলে, মিসেস লিন্ডে। সে ট্যারান্টেলা নাচল—সাংঘাতিক ব্যাপার—সত্যিই তাই। মানুষজন হৈ হৈ করে উঠেছে, যদিও একটু বেশি

রিয়ালিস্টিক হয়েছে, মানে, যা প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে একটু বেশি; আমি বলতে চাই, মানে, সমালোচকের মতো যদি বলি—তাহলে শিল্পের প্রয়োজনে যতটুকু দরকার তার চেয়ে একটু বেশিই হয়েছে—অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না, পুরো ব্যাপারটা দারুণ হয়েছে। একেবারে সাংঘাতিক। এরপরও যদি নাচে তাহলে কি রেশটা থাকে? নষ্ট হয়ে যাবে না? তাই আমি নিয়ে এলাম। আমি আমার উড়নচণ্ডি বালিকা- বধূটির কাঁধে হাত রাখলাম এবং চোখের পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে দর্শকদের অভিবাদন—তারপর ঐ উপন্যাস-টুপন্যাসে যেমন বলে—পলকে সেই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য উধাও। প্রস্থানটি সবসময় একেবারে ঠিক সময়ে হওয়া দরকার মিসেস লিন্ডে। এই ব্যাপারটি কোনোভাবেই আমি নোরাকে বোঝাতে পারছি না। সে বুঝতে চায় না। বাহ্—এখানে তো বেশ গরম! [সে তার আলখাল্লা খুলে একটা চেয়ারের উপর রাখে এবং তার নিজের ঘরের দরজাটা খোলে।] ওমা—অন্ধকার দেখি! ও হ্যাঁ—হবেই তো—মাফ করবেন—[সে ভিতরে গিয়ে মোমবাতি জ্বালায়]

নোরা : [রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিসিয়ে] কী করেছ?

লিন্ডে : [শান্তভাবে] তার সঙ্গে কথা হয়েছে।

নোরা : তাই?

লিন্ডে : তোমার স্বামীকে সবকিছু খুলে বল।

নোরা : আমি জানতাম।

লিন্ডে : ক্রোগস্ট্যাডকে ভয় করার কারণ নেই। কিন্তু তোমার স্বামীকে বলতেই হবে।

নোরা : না। তাকে আমি কখনোই বলব না।

লিন্ডে : তুমি না বললেও চিঠি বলবে।

নোরা : ধন্যবাদ তোমাকে ক্রিস্টিনা, তুমি অনেক করেছ। আমাকে কী করতে হবে সেটা এখন আমি জেনে ফেলেছি। চুপ-চুপ...।

হেলমার : [এ-ঘরে ফিরে আসে] কী ব্যাপার মিসেস লিন্ডে, প্রশংসা হচ্ছে?

লিন্ডে : হ্যাঁ, তাই... তবে এখন আমি যাই—

হেলমার : কী? এখনই? হয়ে গেল? এটা কি আপনার? এই বোনার কাজটা?

লিন্ডে : [নিয়ে] ও হ্যাঁ। আমি তো ভুলেই যাচ্ছিলাম, ধন্যবাদ।

হেলমার : আপনি বোনার কাজও করেন?

লিন্ডে : এ্যাঁ—হ্যাঁ।

হেলমার : আপনি সুচের কাজ করলেই হয়ত বেশি ভালো করতেন।

লিন্ডে : কেন?

হেলমার : দারুণ ব্যাপার। দাঁড়ান আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনি বাম হাতে এইভাবে

গোল চাকতিটা ধরুন। তারপর ডান হাত দিয়ে সুচ চালাতে থাকুন, সঙ্গে লম্বা লম্বা ফোঁড়—এরকম না?

লিন্ডে : হ্যাঁ, অনেকটা এরকমই।

হেলমার : তবে নিটিং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। অশোভন। এখানে দেখুন, হাত দিয়ে শক্ত করে ধরা—সুচটা একবার উপরে যাচ্ছে একবার নিচে যাচ্ছে—একটার উপরে একটা—কেমন একটা চাইনিজ ভাব। —ওরা শ্যাম্পেনটা কিন্তু দারুণ দিল।

লিন্ডে : আমি তাহলে চলি—শুভরাত্রি। নোরা আর গোয়ার্তুমি কোরো না কেমন?

হেলমার : ঠিক বলেছেন, মিসেস লিন্ডে।

লিন্ডে : শুভরাত্রি মিস্টার হেলমার।

হেলমার : [ক্রিস্টিনাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়] শুভরাত্রি—শুভরাত্রি। পৌঁছতে অসুবিধা হবে না আশা করি। আমার খুব ভালো লাগত—যদি... তবে খুব বেশি দূর তো না, কী বলেন? শুভরাত্রি, শুভরাত্রি।

[ক্রিস্টিনা চলে যায়। হেলমার দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসে]

ওহ্—মনে হচ্ছিল মহিলাটি কখনোই যাবে না—সাংঘাতিক বিরক্তিকর মহিলা।

নোরা : টোরভাল্ড, তোমার কি ক্লান্তি নেই?

হেলমার : না, একেবারেই না।

নোরা : ঘুম পাচ্ছে না?

হেলমার : না, মোটেও না। বরং উজ্জীবিত মনে হচ্ছে। তোমার কেমন লাগছে? হ্যাঁ তোমাকে বেশ ক্লান্ত লাগছে, কেন? ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে আসছে?

নোরা : হ্যাঁ, খুব ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ব।

হেলমার : তাহলেই দেখ—দেখ, তুমি তো আসতেই চাইছিলে না—আমি ঠিক ধরেছিলাম—সেইজন্যই জোর করে নিয়ে এলাম। আমি ঠিকই করেছি।

নোরা : তুমি সব সময়েই ঠিক, টোরভাল্ড। তুমি যা কর সেটাই ঠিক।

হেলমার : [নোরার কপালে চুমু খায়] এই তো আমার লক্ষ্মীপাখি, বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলছে। র‍্যাংক কিন্তু আজ রাতে বেশ আনন্দে ছিল। কী? তুমি কি খেয়াল করেছ?

নোরা : তাই নাকি? ওহ্—তার সাথে একটু কথা বলার সুযোগও পাই নি।

হেলমার : আমিও তেমন বলি নি। তবে এরকম ফুরফুরে মেজাজে ওকে আমি বহুদিন দেখি নি। [মুহূর্তের জন্য নোরার দিকে তাকায় তারপর কাছে আসে] আহ্ কী যে ভালো লাগছে আমরা ঘরে ফিরে এসেছি—তুমি আমি ব্যাস্—আর কেউ নেই, লোভনীয় নির্জনতা। দারুণ লাগছে তোমাকে লাবণ্য আমার।

নোরা : ওভাবে তাকিও না, টোরভাল্ড।

হেলমার : আমার অত্যন্ত প্রিয় সম্পত্তির দিকে তাকাব না? যে সুন্দর শুধু আমার, যে সৌন্দর্য কেবল আমার ব্যক্তিগত, আর কারো নয়, তাকে দেখব না?

নোরা : [ঘুরে টেবিলের অন্য প্রান্তে চলে যায়।] আজ রাতে তুমি ওরকম কথা বল না, টোরভাল্ড।

হেলমার : [নোরাকে অনুসরণ করে] ট্যারান্টেলা এখনো তোমার রক্তের মধ্যে দেখছি। এটাই তোমাকে আরো মোহময়ী করে তুলছে। শোনো অনুষ্ঠান শেষ, লোকজন চলে যাচ্ছে—একটু পরে সমস্ত বাড়ি খালি হয়ে যাবে, শূন্য শান্ত হয়ে যাবে...।

নোরা : হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে।

হেলমার : হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে না লক্ষ্মী নোরা? তোমাকে একটা কথা বলি শোনো, আমি তোমাকে নিয়ে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে তোমার সঙ্গে তেমন কথা বলি না কেন জানো—তোমার কাছেও তেমন যাই না—শুধু দূর থেকে মাঝেমধ্যে চোরা চোখে তাকিয়ে দেখি—কেন জানো? কারণটা হল আমি তোমাকে না চেনার ভান করি, যেন আমরা চুপি চুপি প্রেমে পড়েছি—যেন কেউ কিছু এখনো জানে না—সবার অগোচরে যেন আমাদের বাগদান হয়ে গেছে—কিন্তু কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না আমাদের মধ্যে কিছু আছে।

নোরা : ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি যে সব সময় আমাকে নিয়েই ভাব সে তো আমি জানি।

হেলমার : তারপর যখন বিদায়ের সময় আসে, তোমার লাবণ্যঝরা কাঁধে জড়িয়ে দিই নকশা চাদর—ঢেকে দিই অপূর্ব হরিণী গ্রীবা, তখন আমার মনে হয় তুমি যেন আমার নববিবাহিতা বধূটি, যেন আমরা এইমাত্র বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নাচ থেকে বেরিয়েছি। কী অদ্ভুত একটা অনুভূতি! যেন এই প্রথম আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি—যেন এই প্রথমবারের মতো লোকচক্ষুর আড়ালে তোমাকে কাছে পাব—চারিদিকের শুনশান আকাঙ্ক্ষিত নীরবতার মাঝে তোমার তিরতির করে কেঁপে কেঁপে ওঠা লাবণ্য দীপ্তির ছোঁয়ায় আমি দীপ্তিমান হব। সারাটা সন্ধ্যা আর কিছু নয় আমি শুধু তোমার আকাঙ্ক্ষাই করেছি—তোমাকেই কাছে পেতে চেয়েছি—ট্যারান্টেলায় যখন দেখলাম তুমি দুলছ—ইশারায় ডাকছ, তখনই আমার রক্তে আগুনের ছোঁয়া টের পেলাম। কিছু বলি নি, ধৈর্য ধারণ করেছিলাম যতক্ষণ পারি। তারপর একসময় ধৈর্যের আগল খুলে যেতে থাকল...। আর সে জন্য একটু আগেই তোমাকে বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো ঘরে নিয়ে এলাম।

নোরা : না—টোরভাল্ড। যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও—আমি এসব চাই না। চাই না...

হেলমার : কী ব্যাপার? ওহ্ শরবিদ্ধ শিকারের সাথে খেলছে নোরা। চাও না? আমি তোমার স্বামী, কি, অস্বীকার করবে?

[বাইরের দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা যায়]

নোরা : [চমকে উঠে] দেখ তো!

হেলমার : [হলঘরের দিকে যেতে যেতে] কে? কে?

র‍্যাংক : আমি। ভেতরে একটু আসব?

হেলমার : [রাগে ফিসফিস করে] ও এখন আবার কী চায়? [গলা উঁচিয়ে] দাঁড়াও, খুলছি। [গিয়ে দরজা খোলে] বাহ্—একবার এ-ঘরে ঢুঁ না মেরে সোজা যে চলে যাও নি সেজন্য খুশি হলাম ডাক্তার।

র‍্যাংক : মনে হল তোমরা কথা বলছ। তাই ভাবলাম একবার একটু দেখেই যাই। [সে ঘরের চারদিকে চকিতে চোখটা ঘুরিয়ে নিল।] হ্যাঁ, আমার অত্যন্ত চেনা জায়গা; তোমরা দুজন বেশ সুখে আরামেই এখানে থাকছ।

হেলমার : তোমাকে তো উপরতলাতেও বেশ খুশি-খুশি দেখলাম।

র‍্যাংক : দারুণভাবে—কেন হব না? পৃথিবীর দান কেন উপভোগ করব না? যা-কিছুর বিনিময়েই হোক, যতটুকু সম্ভব এবং যত দীর্ঘকাল সম্ভব, কেন করব না? ওয়াইনটা কিন্তু সাংঘাতিক ছিল, তাই না?

হেলমার : বিশেষ করে শ্যাম্পেন।

র‍্যাংক : তাহলে তোমারও তাই মনে হয়েছে? আমি যে কত গিলেছি সেটা বিশ্বাসই করতে পারবে না।

নোরা : আজ রাতে টোরভাল্ডও বেশ টেনেছে।

র‍্যাংক : তাই?

নোরা : হ্যাঁ, আর এরকম হলেই টোরভাল্ড সজীব হয়ে ওঠে।

র‍্যাংক : কেন নয়? সারাদিনের খাটাখাটুনির পর একটা মানুষ এরকম চমৎকার একটি সন্ধ্যা চাইবেই বা না কেন?

হেলমার : সারাদিনের খাটাখাটুনি? তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেটা দাবি করতে পারি না?

র‍্যাংক : [হেলমারের পিঠে থাপ্পড় দিয়ে] তুমি পার না কিন্তু আমি পারি।

নোরা : ডাক্তার র‍্যাংক, আপনি আজ তাহলে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা চালিয়েছেন?

র‍্যাংক : ঠিক তাই।

হেলমার : বাহ্-বাহ্—নোরা তাহলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়েও কথা বলছে।

নোরা : নিরীক্ষার ফলাফলে কি শুভেচ্ছা জানাতে হবে?

র‍্যাংক : তা জানাতে পারেন।

নোরা : পরীক্ষা তাহলে ভালোই বলে, কি বলেন?

র‍্যাংক : যতদূর সম্ভব ভালো—ডাক্তার এবং রোগী দুজনার জন্যেই নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে।

নোরা : [ঝট্ করে তীক্ষ্ণভাবে] নিশ্চয়তা?

র‍্যাংক : সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা। সুতরাং একটা আনন্দময় সন্ধ্যা কেন মাটি হবে?

নোরা : হ্যাঁ, অবশ্যই ডাক্তার, কেন মাটি হবে? উপভোগ করুন।

হেলমার : আমিও একমত। তবে লক্ষ রাখবে পরদিন সকালেই এজন্য যেন মূল্য দিতে না হয়।

র‍্যাংক : সেটা ঠিক—তবে কিছু না দিলে জীবনে কিছু পাওয়াও যায় না।

নোরা : পোশাকি অনুষ্ঠান আপনার বেশ ভালো লাগে, তাই না ডাক্তার র‍্যাংক?

র‍্যাংক : হ্যাঁ, অনেকগুলো ঝলমলে সুন্দর সুন্দর পোশাক হলে বেশ লাগে।

নোরা : তাহলে বলুন আগামি অনুষ্ঠানে আপনি এবং আমি কী পরতে পারি?

হেলমার : ওমা—এর মধ্যেই পরবর্তী অনুষ্ঠানের চিন্তা!

র‍্যাংক : আপনি এবং আমি? ও হ্যাঁ, বলতে পারি—আপনি হবেন মাসকাট।

হেলমার : হুম্—কী পোশাক পরলে মাসকাট হওয়া যাবে?

র‍্যাংক : তোমার বউ প্রতিদিন যা পরে সেটা পরলেই হবে।

হেলমার : অত্যন্ত সুন্দর বলেছ। কিন্তু তুমি কী পরবে সেটা জানো?

র‍্যাংক : হ্যাঁ, তা জানি, হে বন্ধু হে প্রিয়—সে ব্যাপারে আমি একেবারে নিশ্চিত।

হেলমার : আচ্ছা?

র‍্যাংক : আগামী পোশাকি অনুষ্ঠানে আমি অদৃশ্য হব।

হেলমার : অদ্ভুত পরিকল্পনা!

র‍্যাংক : এক ধরনের বড় কালো হ্যাট পাওয়া যায়—তুমি অদৃশ্য হ্যাটের কথা শুনেছ? তুমি শুধু পরবে ব্যাস কেউ আর তোমাকে দেখতে পাবে না।

হেলমার : [হাসি লুকিয়ে] কী জানি, হতে পারে তুমি ঠিকই বলেছ।

র‍্যাংক : এই দেখ, আমি যে-কারণে এসেছি সেটা তো ভুলেই যাচ্ছিলাম। হেলমার, একটা চুরুট দাও দেখি, কালো হাভানা—একটা দাও।

হেলমার : সানন্দে—[চুরুট কেসটা এগিয়ে দেয়]

র‍্যাংক : [একটা নিয়ে গোড়াটা কাটে] অনেক ধন্যবাদ।

নোরা : [ম্যাচ জ্বালিয়ে] আমি আপনাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

র‍্যাংক : ধন্যবাদ।

[নোরা আগুন ধরে, র‍্যাংক চুরুট জ্বালায়] তাহলে এখন বিদায়।

হেলমার : বিদায়—বিদায়—বন্ধু।

নোরা : নিশ্চিন্তে এখন ঘুমান গিয়ে ডাক্তার।

র‍্যাংক : আপনার এ শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ।

নোরা : আমার জন্যও এই কামনাই করবেন।

র‍্যাংক : আপনার জন্য? অবশ্য আপনি যদি চান—নিদ্রা সুখের হোক আপনার। আগুনের জন্য আবারো ধন্যবাদ। [তাদের দুজনকে অভিবাদন করে চলে যায়।]

হেলমার : [নিচুস্বরে] মাত্রাটা বোধহয় একটু বেশি হয়ে গেছে।

নোরা : [উদাসীনভাবে] হবে হয়ত।

[হেলমার পকেট থেকে চাবি বের করে হলঘরের দিকে চলে যায়।]

নোরা : ওখানে কী করছ, টোরভাল্ড?

হেলমার : চিঠির বাক্সটা প্রায় ভরে আছে, একটু খালি করে ফেলি। না হলে কালকে আর কাগজ রাখা যাবে না।

নোরা : রাতে কি কাজ করবে?

হেলমার : করব না সে তো ভালো করেই জানো। কী ব্যাপার? এটা কী? তালা ধরেছিল নাকি কেউ?

নোরা : তালা?

হেলমার : হ্যাঁ। নির্ঘাত কেউ ধরেছে। এর মানে কী? কাজের মেয়েটি করেছে বলে তো মনে হয় না। নোরা, একটা ভাঙা চুলের কাঁটা—হ্যাঁ, তোমারই তো।

নোরা : [চট্ করে] হতে পারে বাচ্চারা...

হেলমার : তুমি তাহলে ওদের বারণ কোরো।

[চিঠির বাক্স খালি করতে করতে রান্নাঘরের দিকে ডাক দেয়] হেলেনা, হেলেনা—বাইরের বাতিটা নিভিয়ে দাও—[সে সামনের দরজাটা বন্ধ করে হাতে চিঠিপত্র নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।]

দেখ—একবার দেখ—কত্ত চিঠিপত্র! [বাছতে থাকে] এটা কী?

নোরা : [জানালার কাছে] চিঠি! না—টোরভাল্ড—না।

হেলমার : র‍্যাংকের দুটো ভিজিটিং কার্ড।

নোরা : ডাক্তার র‍্যাংকের?

হেলমার : [কার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে] এস, র‍্যাংক এম ডি—এ দুটোই তো সবার উপরে ছিল! নিশ্চয়ই যাবার সময় ফেলে গেছে।

নোরা : কিছু লেখা আছে নাকি?

হেলমার : নামের উপর কালো ক্রস দেয়া আছে, দেখ। কীসব অদ্ভুত চিন্তা—যেন নিজেই সে তার মৃত্যুর ঘোষণা দিচ্ছে।

নোরা : হ্যাঁ, সেটাই তো করছে।

হেলমার : কী? তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু জানো? সে কি তোমাকে কিছু বলেছে?

নোরা : হ্যাঁ। এই কার্ড এলে বুঝতে হবে সে আমাদের চিরবিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে—দরজা বন্ধ করে এখন সে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে।

হেলমার : ওহ্—র‍্যাংক আমার পুরনো দিনের বন্ধু! বেচারা! অবশ্য জানতাম সে

বেশিদিন আর আমাদের মাঝে নেই—কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি... ! আহত জন্তুর মতো কোথাও গিয়ে লুকোবে—

নোরা : যেতেই যদি হয়—তাহলে নীরবে চলে যাওয়াই তো ভালো, তাই না টোরভাল্ড?

হেলমার : [পায়চারি করে] সে আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। র‍্যাংক নেই আমি ভাবতেই পারি না। সে তার সবটুকু একাকিত্ব এবং যন্ত্রণা নিয়েই আমাদের জীবনের ঘন কালো মেঘের আয়োজনকে বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমাদের সুখশান্তিকে নিজের বুকে ধারণ করে সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা দিয়েছে। যাহোক—যেমন করেই হোক—তার জন্য এটাই বোধহয় ভালো হল। [থমকে যায়] এবং আমাদের জন্যও হতে পারে নোরা, এখন তুমি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। [এক হাত দিয়ে নোরাকে জড়িয়ে ধরে] নোরা, কেন যেন মনে হয়—আমি যেন তোমাকে আর অতটা কাছে ধরে রাখতে পারছি না। নোরা, তুমি তো জানো, আমি মাঝে মাঝে বলতাম তুমি যেন সাংঘাতিক কোনো বিপদে পড়—যাতে আমি তোমাকে রক্ষা করার জন্য আমার সবকিছুর ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি —সে ঝুঁকি যদি আমার জীবনের ঝুঁকি হয় তাতেও ক্ষতি নেই।

নোরা : [নিজেকে মুক্ত করে দৃঢ় এবং সচেতনভাবে কথা বলতে বলতে।] এখন তুমি তোমার চিঠিগুলো পড়বে টোরভাল্ড।

হেলমার : না, না, আজ আর না। আমি আমার বধূয়ার সঙ্গে রাত কাটাব।

নোরা : কী বললে? ওদিকে তোমার প্রিয় বন্ধু মারা যাচ্ছে—আর তুমি ...

হেলমার : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের দুজনারই মন আজ কেমন করছে। আমাদের দুজনার মাঝে কুৎসিত কিছু একটা এসে দাঁড়িয়েছে—বিশাল এক মৃত্যুচিন্তা। এ কুৎসিতকে ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিতে হবে—বেরিয়ে আসতে হবে আরো উজ্জ্বল সময়ের প্রত্যাশায়—সে পর্যন্ত চলো আমরা আলাদাই থাকি।

নোরা : [হেলমারের গলা জড়িয়ে ধরে] শুভরাত্রি, টোরভাল্ড, শুভরাত্রি।

হেলমার : [নোরার কপালে চুমু খায়] শুভরাত্রি নোরা—ঘুমিয়ে যাও—গানের পাখি আমার । এখন গিয়ে আমি চিঠিগুলো পড়ব। [চিঠিগুলো নিয়ে সে তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।]

নোরা : [উন্মত্ত চোখে প্রায় অন্ধের মতো হাতড়িয়ে সে হেলমারের অনুষ্ঠানের আলখাল্লাটা ধরে ফেলে—নিজের গায়ে সেটা জড়ায়। দ্রুত, কর্কশ এবং ভাঙা ভাঙা গলায় ফিসফিস করে] ওকে আর কোনোদিন আমি দেখব না—কোনোদিন না—কখনো না— [সে শালটা মাথার ওপর

ঘোমটার মতো পরে।] আমার ছেলেমেয়ে—ছেলেমেয়েদেরও আর কোনোদিন দেখতে পাব না। কোনোদিনই না—। কালো জল, বরফের মতো ঠাণ্ডা—হিমশীতল-গভীর। কত গভীর! ওহ্—যদি পার হয়ে যেত এই অসহ্য সময়—! টোরভাল্ড চিঠিটা এর মধ্যেই পেয়েছে নিশ্চয়—হয়ত পড়ছে—না, না—এখনো না। বিদায়— টোরভাল্ড—বিদায় আমার বাচ্চা—

[নোরা হলঘরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত : ঠিক এমন সময় হেলমার দরাম করে দরজাটা খুলে সেখানে দাঁড়ায়। তার হাতে খোলা চিঠি।]

হেলমার : নোরা!

নোরা : [জোরে চিৎকার করে] আহ্—!

হেলমার : নোরা, এসব কী? এ চিঠিতে কী আছে তুমি কি জানো?

নোরা : হ্যাঁ—আমি জানি। আমাকে যেতে দাও। যেতে দাও।

হেলমার : [ধরে ফেলে] কোথায় যাচ্ছ তুমি?

নোরা : [নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে] আমাকে বাধা দিও না টোরভাল্ড।

হেলমার : [চমকে] এসব সত্যি! চিঠিতে যা লেখা আছে সেসব তাহলে সত্যি! কী সাংঘাতিক! না-না এ অসম্ভব—এটা সত্যি হতেই পারে না!

নোরা : সত্যি টোরভাল্ড, সত্যি। আমি তোমাকে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবেসেছি।

হেলমার : শোনো, অর্থহীন কথাবার্তা বোলো না।

নোরা : [হেলমারের দিকে এক পা এগিয়ে এসে] টোরভাল্ড!

হেলমার : সর্বনাশী মেয়ে—এটা কী করেছ তুমি?

নোরা : আমাকে যেতে দাও। তোমার কোনো বদনাম হবে না টোরভাল্ড। আমার জন্য তুমি ভুগবে তা হবে না।

হেলমার : নাটক কোরো না। [সে গিয়ে সামনের দরজায় তালা দেয়।] তুমি কোথাও যাবে না। এখানে থাকবে আর আমাকে সব খুলে বলবে। তোমার কি বোধ আছে? তুমি কি জানো তুমি কী করেছ? উত্তর দাও—তুমি কি বোঝ?

নোরা : [একদৃষ্টে তার দিকে তাকায়। কথা বলতে বলতে নোরার প্রকাশভঙ্গি দৃঢ় হয়] হ্যাঁ। এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে শুরু করেছি।

হেলমার : [অশান্ত পায়চারি করতে থাকে] কী সাংঘাতিক বোধোদয়—! গত আটটা বছর ধরে তুমি ছিলে আমার আনন্দ—আমার গর্ব—আর এখন দেখছি তুমি একটি মিথ্যুক— ভণ্ড...তার চেয়েও বেশি তুমি একটি দুর্বৃত্ত। ওহ্ কী কুৎসিত! কোনো শব্দের শক্তি নেই এই কুৎসিতের মাত্রা ধারণ করে, ওহ্—!

[নোরা দৃঢ়ভাবে অপলক তাকিয়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। হেলমার

এসে তার সামনে দাঁড়ায়।] ওহ্! আমার জানা উচিত ছিল এরকম কিছু একটা ঘটবে। আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। তোমার বাবার সেই অকম্মা চরিত্র। চুপ কর। একেবারে চুপ। তোমার বাবার চরিত্রের সব অক্ষমতা তোমার উপর ভর করেছে। প্রবঞ্চনা। ওহ্! ধর্ম নেই, নীতি নেই—কর্তব্যবোধ নেই! তাকে ক্ষমা করে, মার্জনা করে শেষপর্যন্ত আমি এই পেলাম! তোমার জন্য আমি সব করেছিলাম, সব সয়েছিলাম—আর এইভাবে তার প্রতিদান দিলে!

নোরা : হ্যাঁ, এইভাবেই।

হেলমার : তুমি আমার সব সুখ নষ্ট করেছ, শান্তি বিনাশ করেছ—সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছ আমার গোটা ভবিষ্যৎ। ওহ্—এটা চিন্তাই করা যায় না! আমি এখন নীতিজ্ঞানশূন্য একটা অবিবেচকের হাতের মুঠোয়। সে এখন আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করাতে পারে। তাকে জিজ্ঞাসা কর সে আমার কাছে কী চায়—তার ইচ্ছামতো আমাকে নির্দেশ দিতে বল—এখন তো আমার আর 'না' করার শক্তি নেই। তোমার মতো একজন অবিবেচক অপদার্থ মহিলার জন্য দেখ, কী করুণ অধঃপতন আমার!

নোরা : আমি সরে গেলেই তোমার মুক্তি হবে।

হেলমার : কাব্য কোরো না। তোমার বাবাও সবসময় এরকম সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। কথা তার তৈরিই থাকত। 'সরে গেলে' ঐ যে বললে, তাতে আমার কী লাভটা হবে? এখন আর তোমার থাকা না-থাকাতে কী আসে যায়? এখন সে এসব কথা বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে দেবে। একবার ছড়ালেই তো হয়ে গেল, মানুষ ধরেই নেবে আমিও তোমার অসৎ কাজের সঙ্গী। সঙ্গত কারণেই তারা ভাবতে পারে আমিই এর পেছনে—আমিই তোমাকে এই পথে নামিয়েছি। এবং এসব কিছুর জন্য ধন্যবাদ তো তোমারই প্রাপ্য—তোমার! যাকে আমার বিবাহিত জীবনের এতগুলো বছর মনের মধ্যে রেখেছি—ভালোবেসেছি। বোঝ, কী সর্বনাশ তুমি করেছ?

নোরা : [ঠাণ্ডা শক্ত] হ্যাঁ।

হেলমার : এটা আমার কাছে এতই অবিশ্বাস্য যে আমি কী করব বুঝতে পারছি না। সবটাই আমার বোধের বাইরে। কিন্তু আমাদের একটা বোঝাপড়ায় আসতেই হচ্ছে। গা থেকে চাদর খুলে রাখো—খোলো বলছি! কোনো-না-কোনোভাবে তাকে থামাতেই হবে—যে করেই হোক এ জিনিস চাপা দিতেই হবে। আমাদের প্রসঙ্গে—আমরা যেমন ছিলাম তেমনি চলব—তবে সে শুধু মানুষকে দেখাবার জন্য। তুমি আমার ঘরেই থাকবে—সে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আমি তোমার

উপর আমার বাচ্চা মানুষ করার ভার দিতে পারি না। তাদের ব্যাপারে তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারি না। ওহ্—এসব কথা আমাকে বলতে হচ্ছে এটা চিন্তা করতেও আমার ... বিশেষ করে এমন কাউকে যাকে আমি সত্যি ভালোবেসেছিলাম— এখনো—যাহোক এখন তো সব শেষই হয়ে গেল—এখন থেকে সুখের প্রশ্ন তো আর আসছেই না—তবে বিনাশকে ঠেকা দেবার একটা চেষ্টা তো করতে হবে—তাও পুরোপুরি হয়ত হবে না—ক্ষুদ্র অংশে—শুধু বহিরঙ্গে—

[বাইরের দরজায় বেল বাজে।]

হেলমার : [একটু আত্মস্থ হয়ে] কে আবার? এই অসময়ে? সামনে যেও না নোরা, বলে দাও তুমি অসুস্থ।

[নোরা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। হেলমার গিয়ে হলঘরের দরজা খোলে।]

হেলেনা : [দরজার কাছে। বিস্রস্ত।] ম্যাডামের একটা চিঠি।

হেলমার : আমাকে দাও। [চিঠি নিয়ে দরজা লাগিয়ে দেয়] হ্যাঁ—তারই চিঠি। এ চিঠি তুমি পাবে না। আমি নিজে পড়ব।

নোরা : হ্যাঁ, পড়।

হেলমার : [বাতির কাছে গিয়ে] ওহ্—সাহস হচ্ছে না—এ ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে হয়ত আমাদের সর্বনাশ লেখা আছে। নাহ্! আমাকে জানতেই হবে! [চিঠিটা ছিঁড়ে—কয়েকটি লাইনের উপর গড়গড় করে চোখ বুলায়। উল্টিয়ে সংযুক্ত একটি কাগজ দেখে—তারপর আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।] নোরা!

[নোরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।] নোরা—দাঁড়াও আমি আবার পড়ছি—হ্যাঁ, সত্যই। ওহ্ বেঁচে গেলাম। নোরা আমি বেঁচে গেছি, ওহ্—আমি বেঁচে গেছি।

নোরা : আর আমি?

হেলমার : তুমিও। আমরা দুজনেই। তুমি এবং আমি। দেখ, সে বন্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছে। লিখেছে—সে অনুতপ্ত, ক্ষমা চাইছে—একটা সুখময় পরিবর্তন হয়েছে তার জীবনে। ধ্যাত, তার কী হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না, আমরা রক্ষা পেয়েছি সেটাই আসল। নোরা, এখন আর তোমাকে কেউ স্পর্শও করতে পারছে না। ওহ্ নোরা, নোরা—দাঁড়াও, প্রথমেই জঘন্য এই ঝামেলা দূর করি—[আবার সে বন্ডে চোখ বুলায়।] না—তাকিয়েও দেখব না। আমি সব ছিঁড়ে ফেলব—যেন কিছু হয় নি—যেন একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। [বন্ড এবং চিঠি দুটো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে—জ্বলন্ত স্টোভটায় ছুড়ে দেয়। তাকিয়ে তাদের জ্বলে যাওয়া দেখে—] ব্যাস—সব শেষ। সে চিঠিতে লিখেছিল

বড়দিনের সন্ধ্যা থেকে তোমার...ওহ্—নোরা গত তিনটা দিন তোমার সাংঘাতিক গেছে।

নোরা : অত্যন্ত কঠিন টানাপোড়েনে কেটেছে।

হেলমার : সাংঘাতিক কষ্ট হয়েছে তোমার—কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলে না—শুধু... যাক ভালোই হল, এই ঘৃণ্য ব্যাপারগুলো এবার মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেল। এখন আমরা আনন্দে চিৎকার করতে পারি—বারবার। সব ঝামেলা চুকেবুকে গেছে—শেষ হয়ে গেছে। শোনো, নোরা, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না—নোরা, এখন আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই—সব ঝামেলা চুকে গেছে। কী হল? নোরা, চেহারাটা অমন করে আছ কেন? ও বুঝেছি—আমি যে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি সেটা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না এই তো? কিন্তু সত্যি। এখন আর আমি কিছুই মনে করছি না—দিব্যি দিয়ে বলতে পারি আমি তোমার সবকিছু ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন আমি বুঝলাম—তুমি যা করেছ সে আমার ভালোবাসার জন্যই।

নোরা : এটাই সত্য।

হেলমার : স্বামীকে যেভাবে ভালোবাসা উচিত তুমি সেভাবেই আমাকে ভালোবেসেছ—অভিজ্ঞতা নেই বলেই যা করেছ সেটা বুঝতে পার নি। আচ্ছা তুমি কি ভাবছ কাজটা ঠিকমতো করতে পার নি বলে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কমে গেছে? না, না, মোটেও তা নয়—তুমি আমার উপর ভরসা করতে পার। এরপর থেকে আমিই তোমাকে পরামর্শ দেব, পথ দেখিয়ে দেব। তোমার মেয়েলি অসহায়ত্ব বরং তোমাকে আমার কাছে দ্বিগুণ আকর্ষণীয় করে তুলেছে—সেটা না করলে তো আমি সত্যিকার অর্থে পুরুষই না। প্রথম যখন কথাগুলো শুনলাম মনে হল পৃথিবীর তাবৎ বিদ্রূপের হাসি আমার কানে ঢুকছে—আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। ঐ ভয়াবহ মুহূর্তে যে-কথাগুলো তোমাকে বলেছি সেগুলো একটু শক্তই ছিল। যাহোক সেসব একেবারে ভুলে যাও—মনে রেখো না। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। আমি শপথ করে বলছি—তোমার সব অপরাধ আমি ভুলে গেলাম, নোরা।

নোরা : তোমার মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ। খুশি হয়েছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ। [ডানদিকের দরজা দিয়ে নোরা বেরিয়ে যায়]

হেলমার : না, যেও না। [ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে] কী করছ ওখানে?

নোরা : [নেপথ্যে] বিলাসি কাপড়চোপড় খুলছি।

হেলমার : [খোলা দরজার কাছে] হ্যাঁ, খুলে ফেল। একটু স্থির হওয়ার চেষ্টা কর—মনটাকে শান্ত কর। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তুমি নিশ্চিন্তে আরাম

কর আর আমি আমার দুটি পাখা দিয়ে তোমাকে আড়াল করব। [দরজার কাছেই সে পায়চারি করে।] নোরা, কী সুন্দর উষ্ণ আর আপন আমাদের এ বাড়ি—এটাই তোমার নির্ভয় আশ্রম। ক্ষিপ্র বাজের তীক্ষ্ণ নখের কবল থেকে পালিয়ে আসা পাখির মতো তোমাকে আমি অভয়ারণ্য দেব। একটু একটু করে তোমার অস্থির বিক্ষিপ্ত হৃদয়কে শান্তির ছোঁয়া দেব নোরা, তোমাকে কথা দিচ্ছি। সকালেই দেখবে সবকিছু সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে—পলকেই সবকিছু সেই আগের মতো। তোমাকে ক্ষমা করেছি কিনা সেটা আমার মুখে আর বলতে হবে না—নিজেই বুঝবে—তোমার ভেতরেই তুমি টের পাবে। তুমি কেমন করে ভাবো যে তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করব? প্রত্যাখ্যান তো দূরের কথা, গালমন্দ করার কথাও কি ভাবতে পার? সত্যিকারের পুরুষমানুষের হৃদয় কী, সে তুমি জানো না নোরা। একজন পুরুষমানুষ যখন নিজের অন্তরেই জানে যে সে তার স্ত্রীকে ক্ষমা করেছে, সম্পূর্ণভাবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে—তখন তার মনে একরকমের মধুময় আত্মতৃপ্তি জাগে, একধরনের আনন্দ হয়—সে আনন্দ কাউকে বলে বোঝাবার নয়—অনির্বচনীয়! সে আনন্দ দ্বিগুণ করে পাওয়ার আনন্দ—যেন একেবারে নতুনকে পাওয়ার অনাবিল সুখ। এক অর্থে, সে একাধারে তার স্ত্রী এবং সন্তান হয়ে যায়। এখন থেকে আমার কাছে তুমি তাই। আমার নোরা, ভিতু সন্ত্রস্ত অসহায় খুদে গানের পাখি! কোনোকিছুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—শুধু সবকিছু আমাকে খুলে বল। আমিই তোমার ইচ্ছা, আমিই তোমার বিবেক, ভয় পাবে কেন? এ কী? ঘুমাবে না? কাপড়চোপড় বদলালে যে?

নোরা : [তার প্রাত্যহিক সাজে] হ্যাঁ টোরভাল্ড, কাপড় বদলেছি। পরিবর্তন করলাম।

হেলমার : কিন্তু কেন? এত রাতে?

নোরা : আজ রাতে আমি ঘুমাব না।

হেলমার : কিন্তু নোরা, লক্ষ্মী নোরা!

নোরা : [নিজের ঘড়ি দেখে] রাত এখনো তেমন হয় নি। টোরভাল্ড, এখানে একটু বস। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। [টেবিলের একপ্রান্তে বসে পড়ে।]

হেলমার : এসব কী হচ্ছে, নোরা! তোমাকে তো আমি বুঝতে পারছি না।

নোরা : তাই ঠিক। তুমি আমাকে বোঝ না। এবং আজ রাতের আগে তোমাকে আমিও কখনো বুঝি নি। না—আমাকে বাধা দিও না—আমার কথাগুলো শুধু শুনে যাও। বলতে পার এটা দেনাপাওনা—হিসেবনিকেশের ব্যাপার।

হেলমার : কী বলছ তুমি?

নোরা : [একটু নীরব থেকে] তোমার কি মনে হচ্ছে না এভাবে আমাদের দুজনের বসার মধ্যেই অদ্ভুত একটা কিছু আছে?

হেলমার : না—কী?

নোরা : আজ আট বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোমার কি মনে হচ্ছে না আট বছরে এই প্রথম আমরা দুজন, তুমি আর আমি—স্বামী-স্ত্রী—একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে বসেছি?

হেলমার : গুরুত্বপূর্ণ? মানে?

নোরা : এই আটটি বছরে—না, তার চেয়েও বেশি হবে—আমাদের প্রথম দেখার পর থেকে, কখনো আমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করি নি।

হেলমার : তুমি যা পার না সে-ধরনের কাজে তোমাকে টেনে এনে অকারণ দুশ্চিন্তায় ফেলার কোনো কারণও তো ছিল না।

নোরা : আমি দুশ্চিন্তার কথা বলছি না। যা বলছি সেটা হল—আমরা কখনো কোনোদিন আন্তরিকভাবে যে-কোনো একটি সমস্যার গভীরে গিয়ে ভেবে দেখার চেষ্টা করি নি।

হেলমার : কিন্তু—নোরা, তাতে তোমার কি ভালো হত?

নোরা : সেটাই তো কথা—তুমি আমাকে কখনোই বোঝ নি। আমাকে সাংঘাতিকভাবে ভুল বোঝা হয়েছে, টোরভাল্ড। প্রথম ভুল বুঝেছে আমার বাবা—তারপর তুমি।

হেলমার : কী বললে? তোমার বাবা এবং আমি? দুটি নাম করলে যারা তোমাকে পৃথিবীর সবার চাইতে বেশি ভালোবাসত।

নোরা : [মাথা ঝাঁকিয়ে] তুমি কখনো আমাকে ভালোবাস নি। ভালোবাস এটা ভাবতেই তোমার ভালো লাগত।

হেলমার : নোরা, এসব কী বলছ তুমি?

নোরা : সত্যি বলছি, টোরভাল্ড। বাবার সঙ্গে যখন ছিলাম তখন যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সে তার ধ্যানধারণার কথা আমাকে শুনিয়েছে, বুঝিয়েছে। সুতরাং আমার বাবার ধারণাটাই আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল। কখনো যদি আলাদা করে ভেবেছি—সেটা তাকে বলতে পারি নি, বরং লুকিয়েছি। কারণ জানতাম সেটা সে পছন্দ করবে না। সে আমাকে তার ছোট্ট পুতুল বলে ডাকত—আমি যেমন আমার পুতুলের সঙ্গে খেলা করতাম আমার বাবা তেমনই আমার সঙ্গে খেলা করত। তারপর আমি তোমার ঘরে বসবাস করতে এলাম—

হেলমার : বিয়ে—দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে এভাবে কথা বলা যায় না।

নোরা : [নির্বিকার] মানে, আমি বলতে চাই, যখন আমি বাবার হাত থেকে তোমার হাতে পাচার হলাম, তুমি সবকিছু তোমার পছন্দমতো সাজালে—তোমার পছন্দই আমার পছন্দ হয়ে গেল—কখনো সখনো বলতে পার পছন্দ করার ভণিতা করেছি। আমি নিশ্চিত না যে কোন্‌টা করেছি— হয়ত কমবেশি দুটোই। কখনো এটা কখনো ওটা। কখনো হয়ত সত্যি পছন্দ করেছি—কখনো হয়ত ভণিতা করেছি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আমি আসলে তোমার সংসারে একটা ভিক্ষুকের মতো সময় কাটিয়েছি—দিন আনি দিন খাই—ব্যস্। আমি কৌশল করে তোমার সংসারে জীবনযাপন করেছি টোরভাল্ড। তুমিও এভাবেই চেয়েছ। আমার বাবা এবং তুমি আমার প্রতি ভয়ানক অন্যায় করেছ। তোমরা পাপ করেছ। তোমাদের পাপেই তোমাদের দোষেই আমার জীবনে কিছু হল না।

হেলমার : এ কথার কোনো যুক্তি নেই নোরা, এটা অকৃতজ্ঞতা। তুমি এখানে সুখ পাও নি? তুমি এখানে সুখে ছিলে না?

নোরা : না। সেই জিনিসটাই আমি কখনো পাই নি। ভেবেছি সুখে আছি—কিন্তু আসলে কখনো থাকি নি।

হেলমার : সুখী ছিলে না? কখনো না?

নোরা : না—শুধু ফুর্তিতে ছিলাম। তুমি আমাকে সবসময় দয়া দেখিয়েছ। যাকে তুমি সংসার বলো সে কেবল খেলাঘরই ছিল। আমি এখানে ছিলাম তোমার পুতুল-বৌ—যেমন বাবার বাড়িতে ছিলাম পুতুল-মেয়ে। আবার আমার সন্তানরা আমার পুতুল। তুমি যখন এসে আমার সঙ্গে খেলা করতে আমার ভালো লাগত, যেমন আমি আমার বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করলে ওদের লাগে। আমাদের বিয়ে, টোরভাল্ড, শুধু এই ছিল।

হেলমার : তুমি যদিও একটু বেশি বলছ এবং বাড়িয়ে বলছ তবু এ-কথার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। ঠিক আছে, এখন থেকে সবকিছু ভিন্নভাবে হবে। খেলার সময় শেষ—এখন শিক্ষার সময় শুরু।

নোরা : কার শিক্ষা? আমার, না বাচ্চাদের?

হেলমার : তোমার এবং তোমার বাচ্চাদের।

নোরা : উঁহু, টোরভাল্ড, তোমার সত্যিকারের বউ হওয়ার শিক্ষা আমাকে দেয়ার মতো যোগ্যতা তোমার নেই—

হেলমার : সেটা তুমি কীভাবে বলছ?

নোরা : সেই শিক্ষা, যে শিক্ষায় আমি তোমার বাচ্চা মানুষ করার যোগ্য হতে পারি।

হেলমার : নোরা!

নোরা : একটু আগে তুমি নিজে বল নি যে তোমার বাচ্চাদের ব্যাপারে তুমি আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছ না?

হেলমার : সে তো রাগের মাথায় কত কথাই বলা হয়, সেটা ধরে রাখলে কি চলে?

নোরা : তবে তুমি ঠিক বলেছ—এ সবের যোগ্য আমি নই। আর একটি কাজ আছে যেটা আমাকে সবার আগে শেষ করতে হবে—নিজেকে শিক্ষিত করা। এ ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করার যোগ্যতাও তোমার নেই—এটা আমাকে একা একাই করতে হবে। সেজন্যই আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি।

হেলমার : [পায়ের পাতার উপর ভর করে উঠে দাঁড়ায়] কী? কী বললে তুমি?

নোরা : এই গণ্ডির বাইরের পৃথিবীকে এবং আমার নিজেকে যদি জানতে হয়—তাহলে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। সেজন্যই আমি এখানে তোমার সঙ্গে আর থাকছি না।

হেলমার : নোরা—নোরা!

নোরা : আমি চলে যাচ্ছি। আমি নিশ্চিত একটা রাতের জন্য ক্রিস্টিনা আমাকে ফেলে দেবে না।

হেলমার : তুমি জানো না কী বলছ। তোমাকে আমি সেটা করতে দেব না—আমি নিষেধ করছি।

নোরা : এখন আমাকে আর নিষেধ করে কোনো লাভ নেই। আমার নিজের কিছু জিনিস আমি নিয়ে যাচ্ছি—তবে তোমার কোনোকিছুই আমি নেব না—এখন অথবা পরে—কখনোই না।

হেলমার : এটা পাগলামি হচ্ছে—

নোরা : কাল আমি বাড়ি চলে যাব—আমার পুরনো বাড়িতে— সেখানে করার মতো কিছু একটা জোটানো হয়ত আমার জন্য সহজ হবে।

হেলমার : হায়! অন্ধ অনভিজ্ঞ জীবন—

নোরা : টোরভাল্ড, আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই।

হেলমার : সেজন্য তোমার বাড়ি ছাড়তে হবে—স্বামী-সন্তান ছাড়তে হবে—মানুষ কী বলবে তুমি সেটাও ভেবে দেখবে না?

নোরা : সেটা ভাবা আমার কাজ নয়। এটা আমার প্রয়োজন—এটুকুই আমি জানি।

হেলমার : কিন্তু এটা অপমানকর, লজ্জাজনক! তুমি কি এভাবেই তোমার পবিত্র দায়িত্বকে অবজ্ঞা করবে—প্রত্যাখ্যান করবে?

নোরা : কোন্‌টাকে আমার পবিত্র দায়িত্ব বলছ?

হেলমার : সেটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? তোমার স্বামী-সন্তানের প্রতি কি তোমার কোনো কর্তব্য নেই?

নোরা : এরকম পবিত্র দায়িত্ব আমার আরো একটি আছে।

হেলমার : কোন্ দায়িত্বের কথা বলছ?

নোরা : আমার নিজের প্রতি আমার দায়িত্ব।

হেলমার : সবকিছুর আগে তুমি স্ত্রী এবং মা।

নোরা : সেটা আমি এখন আর বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি সবকিছুর আগে আমি একজন মানুষ—যতটুকু তুমি, ততটুকু আমি। অথবা যে করেই হোক ততটুকু হবার চেষ্টা করব। আমি খুব ভালো করেই জানি টোরভাল্ড, বেশিরভাগ লোক তোমাকেই সমর্থন করবে, তুমি বই ঘেঁটেও এর প্রমাণ দেখাতে পারবে—কিন্তু আমি বেশিরভাগ মানুষ কী বলবে অথবা বইয়ে কী লেখা আছে তাতে আর সন্তুষ্ট নই। আমি আমার মতো করে একটা কিছু খুঁজে বের করব এবং সেটাকেই বোঝার চেষ্টা করব।

হেলমার : সবার আগে তোমার নিজের সংসারে তোমার অবস্থান বোঝা উচিত নয় কি ? এ ব্যাপারে সেই অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক কী বলে?—তোমার ধর্ম?

নোরা : ওহ্—টোরভাল্ড, ধর্ম কী সেটাই আমি সত্যি জানি না।

হেলমার : বলছ কী তুমি এসব !

নোরা : আমার বিয়ের সময় প্যাস্টর হ্যানসেন যা শিখিয়েছিলেন আমি শুধু সেটুকুই জানি। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন ধর্ম হচ্ছে এটা, ওটা এবং অন্যকিছু। যখন এসব ছেড়েছুড়ে গিয়ে আমার নিজের মতো থাকব, তখন সেটাও আমি দেখতে চাই। আমি দেখব প্যাস্টর হ্যানসেন যা-কিছু বলেছেন সেটা ঠিক কিনা—অন্তত আমার জন্য ঠিক কিনা।

হেলমার : তোমার মতো অল্পবয়সি মেয়েদের মুখে এরকম কথা কখনো শোনা যায় না। ধর্ম যদি তোমাকে পথ দেখাতে না পারে তাহলে তোমার বিবেকের কাছে আমি বলছি—তোমার কিছুটা নীতিবোধ তো আছে? আমি কি ভুল বলছি? কী জানি হয়ত সে বোধও তোমার নেই।

নোরা : টোরভাল্ড, এটা বলা শক্ত। আমি সত্যি জানি না—এই ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল। যেটা আমি জানি, তা হল অনেক ব্যাপারে তোমার এবং আমার ধারণা এক নয় এবং এখন বুঝি, আমি যা ভেবেছি আইন তার চেয়ে অনেক আলাদা। তাছাড়া আইনই যে সঠিক সেটাও তো আমাকে আমি বোঝাতে পারি না। মেয়েদের বৃদ্ধ বাবার মৃত্যুশয্যা ছেড়ে যাওয়ার অধিকার নেই অথবা স্বামীর জীবন রক্ষা করার অধিকার নেই—এসব ব্যাপার আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি না। সুতরাং এসব জিনিসে আমি বিশ্বাসও করতে পারি না।

হেলমার : অবোধ শিশুর মতো কথা বলছ? যে-জগতে বাস কর সে জগৎই তুমি চেনো না।

নোরা : সত্যি। আমি চিনি না। আমি এখন সেটাই চেনার চেষ্টা করব। পৃথিবী সঠিক না আমি সঠিক সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

হেলমার : তুমি অসুস্থ নোরা—তুমি জ্বরাক্রান্ত। আমার বিশ্বাস তোমার মতিভ্রম হয়েছে। তুমি কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ না।

নোরা : আজ রাতের চেয়ে পরিষ্কার এবং নিশ্চিতভাবে আমি আর কোনোদিন দেখি নি।

হেলমার : এতটাই পরিষ্কার এবং নিশ্চিত যে স্বামী-সংসার-ছেলেমেয়ে ত্যাগ করতেও বাধছে না?

নোরা : হ্যাঁ।

হেলমার : এসবের তাহলে একটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে...।

নোরা : কী?

হেলমার : আমাকে তুমি আর ভালোবাস না।

নোরা : না, বাসি না।

হেলমার : নোরা, কী করে বললে এ-কথা?

নোরা : কথাটা বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে টোরভাল্ড—কারণ তুমি সবসময় আমাকে দয়া দেখিয়েছ—কিন্তু না বলে আমার কোনো উপায় নেই—তোমাকে আমি আর ভালোবাসি না এটাই সত্য।

হেলমার : [কষ্ট করে নিজেকে সংযত করে] এ ব্যাপারেও কি তুমি পরিষ্কার এবং নিশ্চিত?

নোরা : হ্যাঁ, চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার এবং নিশ্চিত। এবং সেজন্যই আমি আর এখানে থাকব না।

হেলমার : আচ্ছা, তুমি কি ব্যাখ্যা করতে পারবে কীভাবে তোমার ভালোবাসার অধিকার আমি হারালাম?

নোরা : হ্যাঁ—অবশ্যই পারব। এটা আজ সন্ধ্যায়। অলৌকিক ব্যাপারটা ঘটার আগের মুহূর্তগুলোতে। তখনই কেবল আমি বুঝেছি এতকাল আমি তোমাকে যে-মানুষ ভেবে এসেছি তুমি আসলে তা নও।

হেলমার : বুঝলাম না। আর একটু খুলে বল।

নোরা : গত আট বছর ধরে আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি, ঈশ্বর জানেন, এটা আমি বুঝেছিলাম যে অলৌকিক প্রতিদিন ঘটে না। সুতরাং অপেক্ষা করেছি। তারপর এল এই আকস্মিক সর্বনাশ—তখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম যে সেই প্রতীক্ষিত অলৌকিক এবার আসবে। ক্রোগস্ট্যাডের চিঠিটা যখন ওখানে পড়েছিল, আমি একমুহূর্তের জন্যও ভাবি নি যে তুমি তার শর্তের কাছে হার মানবে। আমি একশো ভাগ নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি বলবে—'যাও, ছাপাও—ছাপিয়ে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দাও।' এবং সেটা যখন হয়ে যাবে—

হেলমার : হ্যাঁ—তারপর কী? আমার নিজের স্ত্রীকে লজ্জার মুখে, অপমানের মাঝে কখন ছাড়লাম?

নোরা : সেটা হয়ে যাবার পর, আমি ভেবেছিলাম, আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত

ছিলাম যে তুমি এগিয়ে এসে সব দোষ তোমার কাঁধে তুলে নেবে—বলবে, 'আমিই অপরাধী।'

হেলমার : নোরা !

নোরা : তোমার মনে হয় তোমার কাছ থেকে এরকম কোনো ত্যাগ আমি গ্রহণ করতাম না। না, অবশ্যই করতাম না। তবে তোমার কথার চেয়ে আমার কথার মূল্য কেউ বেশি দিত না। এই অলৌকিকের আশাই আমি করেছিলাম—এবং ভীষণ ভয়ও হচ্ছিল। আমি মনে মনে আত্মহত্যার জন্য তৈরি হয়েছিলাম এবং আত্মহত্যাকে ঠেকাবার জন্যই আমি এই অলৌকিকের আশা করেছিলাম।

হেলমার : নোরা, দিনরাত তোমার জন্য যদি কাজ করতে হত আমি হাসিমুখে সেটা করতাম। তোমার জন্য আমি দারিদ্র্যের অভিশাপ এবং দুঃখও সইতে পারতাম, কিন্তু কোনো পুরুষই নিজের আত্মসম্মান ত্যাগ করে না, ভালোবাসার মানুষের জন্যও না।

নোরা : কিন্তু হাজার হাজার মেয়ে তো তা করেছে এবং করছে।

হেলমার : তুমি একটা নির্বোধ শিশুর মতো ভাবছ এবং কথা বলছ।

নোরা : সম্ভবত... কিন্তু যেই মানুষের কাছে আমি বাঁধা থাকব তুমি তো তার মতো চিন্তাও করছ না, কথাও বলছ না। তোমার প্রথম উদ্বেগ যখন কেটে গেল—উদ্বেগ অবশ্য আমার জন্য নয়—তোমার নিজের জন্য—তোমার কী হতে পারত সেটাই তোমার উদ্বেগ আর আমার দুশ্চিন্তা তোমার কাছে কিছু নয়। যাই হোক সেই উদ্বেগ যখন কেটে গেল তখন তোমার মনে হল যেন কোথাও কিছু হয় নি—তোমার নিজের ব্যাপারে কোনো ভয় নেই বলেই তোমার কোনো উদ্বেগও নেই। আমার ব্যাপারে একটু ভাবলেও না। আমি তো তোমার ছোট্ট গানের পাখি—খেলার পুতুল—সুতরাং হয়ত ভেবেছ তুলতুলে ভঙ্গুর জিনিসের মতো সাবধানে নাড়াচাড়া করলেই চলবে। [উঠতে উঠতে] ঠিক সেই সময় টোরভাল্ড, সেই সময় আমার মনে হল, আমি অনুভব করলাম যে গত আটবছর আমি একটি অচেনা মানুষের সঙ্গে এখানে ঘর করেছি এবং তার তিনটি সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি। ওহ্—এটা আমি চিন্তাও করতে পারি না—নিজেকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে করছে।

হেলমার : হ্যাঁ। বুঝেছি—বুঝেছি! তোমার আমার মধ্যে এখন এক-সমুদ্রের ব্যবধান...ওহ্—কিন্তু নোরা—এই ব্যবধান কি কোনোভাবে ঘোচানো যায় না?

নোরা : আমার এখনকার অবস্থায় আমি আর তোমার যোগ্য স্ত্রী নই।

হেলমার : আমি পরিবর্তন করব—

নোরা : তোমার পুতুল হারিয়ে গেলে হয়ত তা সম্ভব হতে পারে।

হেলমার : কিন্তু নোরা—তোমাকে হারানো—তোমাকে হারানো—নোরা! না, না, এটা আমি ভাবতেও পারি না...।

নোরা : [ডানদিক দিয়ে বাইরে যায়।] সেজন্যই এটা ঘটবে। [সে বাইরে যাবার কাপড়চোপড় এবং একটি ব্যাগ নিয়ে পুনঃপ্রবেশ করে। ব্যাগটি টেবিলের ধারে একটি চেয়ারের উপর রাখে।]

হেলমার : নোরা! এখন না—নোরা! কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

নোরা : [কোট পরতে পরতে] অচেনা মানুষের ঘরে রাত কাটানো যায় না।

হেলমার : ভাইবোনের মতোও তো থাকা যায়।

নোরা : [হ্যাটটা পরতে পরতে] তুমি খুব ভালো করেই জানো সেটা টিকবে না। [চাদরটা শরীরে জড়ায়] তাহলে চলি, টোরভাল্ড। ছেলেমেয়েদের দেখব না। আমার চেয়ে ভালো হাতেই তারা পড়েছে, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। আমার এখনকার অবস্থায় আমি তাদের কোনো কাজেই লাগব না।

হেলমার : কিন্তু কখনো কোনোদিন, নোরা, কোনোদিন?

নোরা : কী করে বলব? আমার কী হবে তা তো জানি না।

হেলমার : কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী—এখন তোমার যদি কিছু হয় তবে—

নোরা : টোরভাল্ড, শোনো, আমি শুনেছি যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে যায়—যেমনটা আমি এখন করছি, তাহলে স্বামীটি আইনগতভাবে স্ত্রীর প্রতি সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যাহোক, আমিও তোমাকে মুক্ত করে গেলাম। তুমি এখন আর কোনোকিছুতে বাধ্য নও। আমিও না। আমরা উভয়েই মুক্ত। নাও, এই যে তোমার আংটি, ফেরত দিলাম—আমারটা আমাকে দাও।

হেলমার : এটাও?

নোরা : হ্যাঁ। এটাও।

হেলমার : এই নাও।

নোরা : ব্যাস, তাহলে সব শেষ হয়ে গেল। এই এখানে তোমার চাবিগুলো থাকল। কাজের লোকেরা ঘরের কোথায় কী আছে, কীভাবে সংসার চালাতে হবে সেটা আমার চেয়েও ভালো জানে। কাল ক্রিস্টিনা এসে আমার জিনিসপত্রগুলো, যা আমি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম, বেঁধেছেঁদে নিয়ে যাবে। আমি যাওয়ার পর সেগুলো পাঠিয়ে দিও।

হেলমার : শেষ হয়ে গেল? সব শেষ? নোরা, আর কখনো তুমি আমার কথা ভাববে না—চিন্তা করবে না?

নোরা : ভাবব। তোমার কথা, ছেলেমেয়েদের কথা এই বাড়ির কথা—প্রায়ই ভাবব।

হেলমার : আমি কি তোমাকে চিঠি লিখতে পারব?

নোরা : না—সেটা তুমি কখনোই করবে না।

হেলমার : কিন্তু আমি তো তোমাকে এটাওটা পাঠাতে...

নোরা : কিছু না—কিছুই না।

হেলমার : যদি কখনো কিছু প্রয়োজন হয়—

নোরা : না, আমি তোমাকে বলছি—অচেনা কারো কাছ থেকে আমি কিছু নেব না।

হেলমার : নোরা, এর চেয়ে বেশি কিছু কি আর হতে পারি না? শুধুই অচেনা? এর বেশি কিছু নয়?

নোরা : [ব্যাগ উঠাতে উঠাতে] ওহ্ টোরভাল্ড, তাহলে তো অলৌকিকের চেয়েও অলৌকিক কিছু একটা ঘটত—

হেলমার : কী সেটা? অলৌকিকের অলৌকিক?

নোরা : আমাদের দুজনেরই এতটা পরিবর্তিত হতে হবে যে—ওহ্—টোরভাল্ড, আমি এখন আর কোনো অলৌকিকে বিশ্বাস করি না।

হেলমার : কিন্তু আমি বিশ্বাস করব। বল, এতটা পরিবর্তন যে—?

নোরা : যে আমাদের জীবন একত্রে সত্যিকার বিয়ের মতো হত—চলি—বিদায়। [সে হলঘর দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

হেলমার : [দরজার পাশে একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসে পড়ে। দুই হাতে মুখ ঢাকে।]

নোরা! নোরা!

[সে উঠে চারদিকে দেখে।]

শূন্য! এখানে সে আর নেই।

[আশার একটু আভাস যেন পায়]

'অলৌকিকের অলৌকিক...?'

[নিচ থেকে সজোরে দরজা বন্ধ করার শব্দ পাওয়া যায়।]

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
'স্ক্যান্ডেনেভিয়ান নাটক'
পর্বের অন্যতম নাটক।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841801485204